দাতা কর্ণ।

[নাটক]

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

৺অভয়চরণ দাসের সঙ্গীতসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত]

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

কল্যাণপুর, "পশুপতি প্রেসে"

শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

১৩২০ সাল।

মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা।

উৎসর্গ।

স্বদেশহিতৈষী, প্রিয়দর্শন, স্বর্গীয়

অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল,

ভ্রাতুষ্পুত্রের পবিত্রস্মৃতিষু—

প্রিয়তম !

তুমি অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে কাঁদাইয়া গিয়াছ। তোমার বদান্যতা, উদারতা, সর্ব্বজীবে সমভাব, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণাবলি স্মরণ করিলে, তোমার জন্য এখনও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হইলেও আমার বয়োন্যূনতানিবন্ধন আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে ও ভালবাসিতে। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তোমার সে স্নেহের ও ভালবাসার প্রতিদানে কিছুই করিতে পারি নাই। এক্ষণে সেই স্নেহ ও ভালবাসার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদানস্বরূপ আমার সাধের এই "দাতা কর্ণ" তোমার পবিত্র স্মৃতিতে উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

"দাতা কর্ণ" কোন শাস্ত্র-মূলক নহে; শিশুবোধক নামক পুস্তকের দাতা কর্ণ বিষয়ক প্রবন্ধই ইহার একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ। এই উপাখ্যান সম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তী আছে। কেহ কেহ বলেন, মহাভারতীয় কর্ণ যে এই দাতা কর্ণ, তাহা নহে। বুদ্ধ জন্মিবার বহুদিন পরে কর্ণনামে এক মহাপরাক্রমশালী রাজা মগধসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন; সম্ভবতঃ সেই কর্ণই এই দাতা কর্ণ। এতদ্বিষয়ে তাঁহারা এই প্রমাণ দেন যে, মহাভারতে যখন সূতপুত্র কর্ণের সমগ্র জীবনবৃত্তান্তই বিশেষরূপে বিবৃত হইল তখন এই চিত্তাকর্ষক ভীষণ লোমহর্ষণ ঘটনা তন্মধ্যে স্থান পাইল না কেন? যাহাই হউক, আমরা এ মতের পক্ষপাতী নহি; বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মগধাধিপতি কর্ণের পদ্মানাম্নী পত্নী ও বৃষকেতুনামক পুত্র ছিল না। কিন্তু মহাভারতীয় সূতপুত্র কর্ণের জীবনী পরিদর্শন করিলে জানা যায় যে, তাঁহার পদ্মানাম্না পত্নী ও বৃষকেতুনামক পুত্র ছিল, এবং তাঁহার দাতৃত্ব-সম্বন্ধেও বহুবিধ প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। সাধারণ সংস্কারও সেই মতের পোষকতা করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যে, এই উপাখ্যানটী শিশুবোধকের দাতা কর্ণ কবিতা-প্রণেতা মহাত্মা কবিচন্দ্র কল্পনাবলে মহাভারতীয় উপাখ্যান-রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনার মহীয়সী ক্ষমতাপ্রভাবে

ইহাকে শাস্ত্রীয় ঘটনা বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। ইহা কবিবর কবি-চন্দ্রের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আমিও তাঁহার কল্পনা-শক্তিকে নমস্কারপূর্ব্বক এই দাতা কর্ণ নাটক প্রণয়ণ করিলাম। চন্দ্রা, মাণিকচাঁদ, অমরকেতু, স্ত্রীসৈন্য প্রভৃতি কতিপয় নায়ক-নায়িকা আমার স্বকপোল-কল্পিত। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিলেই পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। ইতি ১৩০৪ সাল।

কল্যাণপুর,
হাওড়া। } শ্রীহরিপদ শর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ইন্দ্র, সূর্য্য, নারদ, কৃষ্ণ ও দেবগণ।

ব্রাহ্মণ	...	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ।
শ্যামদাদা	...	ঐ
রাখাল	...	ঐ
কর্ণ	...	অঙ্গাধিপতি।
বৃষসেন	...	কর্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
বৃষকেতু	...	কর্ণের কনিষ্ঠ পুত্র।
মাণিকচাঁদ	...	রাজকর্ম্মচারী।
অমরকেতু	...	মাণিকচাঁদের পুত্র।
সহাধ্যায়িগণ	...	বৃষকেতুর সখাগণ।

মন্ত্রী, সেনাপতি, নাগরিকগণ, বৈষ্ণব, প্রতিহারী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রাধিকা, শচী, অপ্সরাগণ, সরস্বতী, দুষ্টা সরস্বতী, গোপীগণ ও দুষ্টা-সরস্বতীর সঙ্গিনীগণ।

প্যারী	...	ছদ্মবেশধারিণী রাধিকা।
পদ্মা	...	রাজমহিষী।
চন্দ্রা	...	মাণিকচাঁদের পত্নী।
কৃষ্ণা, বৃন্দা, রণচণ্ডী	...	চন্দ্রার সহচরীগণ।
সখীগণ	...	পদ্মার সহচরী।

বৈষ্ণবী, জনৈকা নাগরিকা ইত্যাদি।

দাতা কর্ণ।

[নাটক]

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রসভা।

সিংহাসনে ইন্দ্র ও শচী, পার্শ্বে অপ্সরাগণ,
সভাতলে দেবগণ আসীন।

(অপ্সরাগণের গীত)

সিন্ধুথাম্বাজ—কাশ্মীরি।

চুমে অলি কুসুমকলি বিভোলেতে সোহাগ করে।
মধুর তরে বঁধু পাগল তাই ত বঁধু ঘুরে ফিরে॥
ছি ছি ছি আর এস না, যাও না ফিরে করি মানা,
সোহাগে কয় গোলাপ-রাণী, শুধু মধুর স্বরে মন কি সরে॥
শুধু কি রূপে করে, রূপের বাহার গুণে মারে,
ওলো ফুল ঐ ত সিমুল, অলি কই তায় আদরে॥

সূর্য্যের প্রবেশ।

সূর্য্য। আরে আরে পুরন্দর!
নিরন্তর রাজমদে থাকি,
টুটিছে কি তোর আঁখি-লাজ?
দুরাচার! দেবাচার করিলি রে নীচ,
লেপিলি কলঙ্ক-কালি অমর-চরিতে,
চির-সুর-মান কৈলি পদানত!
হা হা গর্ব্ব! খর্ব্ব হ' রে তুই!
দাম্ভিক বর্ব্বর ইন্দ্র, নাহি কোন জ্ঞান,
সদা রত আত্ম-অভিমানে,
দেবের সম্মানে বাদী!
অহো! ইচ্ছা হয়, ক্রোধানলে বিশ্ব ধ্বংস করি।

অপ্সরাগণ। উহু, গেলাম গেলাম! ম'লাম ম'লাম,
খরতর প্রভাকর-তেজে!
ও-মা ও-মা, যাই জ্ব'লে পুড়ে!!
এ কি, এ দৃশ্য ভীষণ!!!

[কম্পিতভাবে প্রস্থান।

ইন্দ্র। অকস্মাৎ উগ্রভাব কেন দিনমণি?
কিবা অপরাধে অপরাধী আমি?
কিবা অপরাধে জগৎ-পূজিত ইন্দ্র

নিন্দিত তোমার,
কার কবে মন্দ করে দেবেন্দ্র বাসব ?
করি এ মিনতি, কহ ত্বিষাম্পতি, ক্রোধের কারণ তব।

সূর্য্য। শোন্ তাহা।
মম দত্ত বিজয়-কবচ,
(যে কবচে কর্ণ বিশ্বজয়ী,
শক্তি-সঞ্চারক যাহা তার)
সে কবচ ভিক্ষা লাগি গেলি যবে কর্ণ-সন্নিধান,
রাখিল সম্মান, তাহা করি দান,
প্রাণ-পুত্র দাতাকর্ণ মোর।
করিল সে ধর্ম্মের আদর ;
কিন্তু রে বাসব ! তোর কেমন প্রকৃতি ?
ধর্ম্মের পদ্ধতি ভুলেছিস্ কিরে
ছার পুত্র অর্জ্জুনের তরে ?
কহি তাই,
কেমনে রে দিয়ে ধর্ম্মের দোহাই,
দিবি নিজ পুত্রে সেই বিজয়-কবচ,
নাশিবারে ভ্রাতার পুত্রেরে ?
কোন্ দেব এত স্বার্থপর ?
আরে রে বর্ব্বর !
কোন্ দেবে পুত্রে আর ভ্রাতুষ্পুত্রে
করয়ে প্রভেদ, সামান্ত নরেও যাহা ঘৃণে চিরদিন ?

দেবগণ। এটি অতি গর্হিত কর্ম্মই বটে।

ইন্দ্র। হয় যদি ন্যায়-বিপরীত,
ধরি কর, কহ প্রভাকর,
কিসে থাকে ন্যায়ের সম্মান।
যা বলিবে তা করিব আমি।

সূর্য্য। যা বলিব, তা করিবি তুই!
দেখিব কেমন বাক্যরক্ষা তোর।
দে রে হৃত বিজয়-কবচ,
প্রত্যর্পিয়ে আসি প্রাণ-পুত্রে মোর।

ইন্দ্র। (নিস্তব্ধ)।

সূর্য্য। নীরব, নিশ্চল কেন দেবেশ বাসব?
বুঝিয়াছি, দিবি না কবচ, কর্ণের নিধন-বাঞ্ছা!
আরে মিথ্যাবাদী, অধার্ম্মিক,
অস্থিরপ্রকৃতি, এখন' মানব-নীতি
মানবের শিক্ষা লভিতে নারিলি,
তবে দেবরাজ নাম কোন্ গুণে?
শোন্ ইন্দ্র হিত উপদেশ;
যা রে মর্ত্ত্যে কিছু কাল, কর্ণের নিকটে
সত্য-ধর্ম্ম শিক্ষা কর্ গিয়া।
অহো! দেবে করে সত্যে অনাদর!
মর্য্যাদা হারায় সত্য দেবের নিকটে!
সত্যহীন স্থান নরক-আলয়,

ইন্দ্রালয় আজ হ'তে নরকনিলয় !
হেন স্থানে পদনিক্ষেপণে ঘটে মহাপাপ !

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

ইন্দ্র। (স্বগত) সূর্য্যদেব! আপনি প্রকৃতই ব'লেছেন যে, আমি এখনও বিশুদ্ধ নর-চরিত্র শিক্ষা ক'রতে পারি নাই। কর্ণ, মানব হ'য়ে অনুপমেয় দেবচরিত্রের উচ্চ সীমা অতিক্রম ক'রলে, আর আমি দেবাধিপতি হ'য়েও ছার পুত্র অর্জ্জুনের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা ক'রতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হ'লেম না ! অমূল্য অতুল্য দেব-মর্য্যাদা একেবারে দুরপনেয় কলঙ্ক-পঙ্কে প্রোথিত ক'রলেম। হায় ! তার পর স্বীকার ক'রেও বাক্য রক্ষা ক'রতে পারলেম না,—সভামধ্যে অপমানিত হ'লেম। ধিক্ ধিক্, ইন্দ্রের জীবনে শত সহস্র বার ধিক্ !

গীত

আড়েনা—রূপক।

ধিক বাসবের শত ধিক্ প্রাণে।
ভুলে সন্তানের স্নেহে, মুগ্ধ হ'য়ে মোহে,
করিলাম বঞ্চনা সহোদর-নন্দনে।।
হ'য়ে মহামান্য সুরপতি, হ'লো কি কুমতি,
ত্রিলোকে অখ্যাতি রটিল সবে—
ভুলে দেবতার ধর্ম্ম, করিলাম কি কুকর্ম্ম,
এ অধর্ম্ম হায় সব' কেমনে।।

দেবগণ। অবশ্য, কর্ণ প্রশংসার কার্য্য ক'রেছে, সে প্রশংসার পাত্র ; কিন্তু তা ব'লে সূর্য্যের এ কি অহঙ্কার! দেবরাজ! আমাদের ইচ্ছা যে, সূর্য্যের এই অহঙ্কার একবার চূর্ণ করি।

ইন্দ্র। দেবগণ! আমারও ইচ্ছা করে যে, কর্ণকে একবার বিশেষ পরীক্ষা ক'রে সূর্য্যদর্প চূর্ণ করি। কি আশ্চর্য্য! সামান্য মানব অসামান্য দেবগণের অপেক্ষা সত্যশীল, তাও কি কখন হ'তে পারে? তা হ'লে শৃগালে আর সিংহে প্রভেদ থাক্‌ত কি ?

সূর্য্যের পুনঃপ্রবেশ।

সূর্য্য। ধিক্ ইন্দ্র, দাম্ভিক দুর্ম্মতে

না বুঝিস্ চিতে, তাই রে করিস্ দোষারোপ।

ইন্দ্র। সূর্য্যদেব, সম্পূর্ণই বুঝেছি। বলি শুনুন, আমি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় কর্ণের নিকট বিজয়-কবচ হরণ ক'রতে যাই, তখন যে কর্ণ সেই কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে সূর্য্য-কবচ আমাকে দান করে, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। তবে ন্যায় অন্যায় সে সব আমার ; তা ব'লে যে কর্ণ সমুদায় দেবশক্তিকে পরাজয় ক'রেছে, এ অহঙ্কার আপনার সম্পূর্ণ অন্যায়।

সূর্য্য। কি, কৃষ্ণের ছলনা মায়া ?

নীচ দাতা কর্ণ মোর ?

কিন্তু আছে হায়! জগতে বিদিত,
সর্ব্বগুণাতীত, সদা সত্যে রত,
বীর-শিরোমণি রাধেয়, পরম দাতা
কল্পতরুসম।
যেবা যাহা চায়, তাহা দেয় দাতা কর্ণ মোর;
অতিথি-সৎকার জানে বিধিমতে।
ভাল, ভাল, হইল স্মরণ,
বৃন্দাবনচারী জনার্দ্দন হরি
তোর পুত্র-পক্ষপাতী বটে.
চল্ তাঁহার সমীপে দ্বারকাভবন,
জিজ্ঞাসিবি তাঁয়, হয় কি না হয়,
সত্য মিথ্যা করিবি নির্ণয়,
দেবশক্তি কর্ণ কি না করে পরাজয়।

ইন্দ্র। ভাল, তাই শ্রেষ্ঠ মানি দিনমণি, এস দেবগণ,
শোনা যাবে কর্ণ কত দাতা।

গীত

আলাহিয়া—আড়্খেমটা।

যাই চল সবে দ্বারকাভবনে।
সহে না সহে না আর, ভাস্কর-অহঙ্কার,
দেখিব এবার সবে সে দাতা কর্ণে।।
একি দেখি অসম্ভব, দেবে করে পরাজব,

মানব-গৌরব তাও সয় কি প্রাণে—
দেখিব সূতের সুত, কেমন তার দান-ব্রত,
সুরাসুর নরে—দানে করে পরাভূত,
একি শুনি অদ্ভুত, বামনে বাসনা করে শশিধারণে ॥

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকার নিভৃত স্থল।

ইন্দ্র ও দেবগণসহ কথোপকথন করিতে করিতে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ছিঃ ছিঃ দেবগণ, একি আচরণ,
আপন আপন কেন এ ঘোর বিবাদ?
ছিঃ ছিঃ দেবরাজ! সাজে কি তোমার হেন সাজ!
নিতান্ত ঘৃণার কথা! শুনে ব্যথা পাই মনে।

ইন্দ্র। বটে অতি ঘৃণাস্পদ কথা।
কিন্তু বিশ্বত্রাতা তুমি বিশ্বপতে!

করহ বিচার নিজ মনে নিরপেক্ষভাবে—
দাতৃভাবে, দেবে, কর্ণ করে পরাজয় ?

কৃষ্ণ। সত্য বটে, কর্ণ মহাদাতা।

ইন্দ্র। কিসে কর্ণ হ'ল মহাদাতা ?
সূর্য্যের কবচ-দানে ?
সে ত প্রভুর কৌশলে !
তোমার অনন্ত চক্রে কেনা চূর্ণ হয় হরি ?
যাঁর লীলাবশে, মাতৃস্তনে রসে
শিশুর জীবন দুগ্ধ ; সংসার রচনা যাঁর
শিশুর করের খেলানার ন্যায়,
ক্ষণে গড়ে ক্ষণে ভাঙে মুহুর্মুহুঃ ;
কি কব অধিক, কোটী ইন্দ্র কোটী সূর্য্য
লোমকূপে যাঁর যায় গড়াগড়ি ;
কোটী কোটী বিশ্ব শোভে যাঁর চরণ-নখরে,
কি না হ'তে পারে, হে মুরারে ! তাঁহার মায়ায় ?
এই তাব এক নিদর্শন,
দৈত্যকুলরাজ ধার্ম্মিক সুজন বলী,
বদ্ধ হ'ল তব মায়াপাশে।

সূর্য্য। কর হরি, করহ বিচার,
প্রচার আছয়ে কি না কর্ণ দাতা ব'লে।

ইন্দ্র। এবে কহি দেব, স্পষ্ট মনোভাব,
কর্ণ-ঠাঁই দেখা চাই, কর্ণ কত সত্যেতে পারগ ?

সূর্য্য। পুনঃ কহ হৃষীকেশ!

ইন্দ্র আর কর্ণ—প্রতিজ্ঞায় কারে শ্রেষ্ঠ মানি?

কৃষ্ণ। আপনারা সকলে একটু স্থির হোন, আমার দুই একটী কথা শুনুন. মনুষ্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ক'রলেই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, দেব-তত্ত্বের এই নিগূঢ় লক্ষণ জান্‌বেন। মনুষ্য, ভক্তি ও সাধনাবলে পার্থিব জগতের কথা দূরে থাক্, দেবজগতেও উচ্চ হ'তে পারে। মনুষ্যগণ যতদিন ভক্তি ও সাধনা-বল লাভ ক'র্‌তে না পারে, ততদিন তাহারা মনুষ্য বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট যোনিসম্ভূত ব'লে বোধ হয়। আর যে দিন তাহারা ভক্তি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে, তখন তাহারা দেবভাবে পূর্ণ হয়। মহামতি কর্ণও সেইরূপ মনুষ্যরূপী হ'য়ে সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ। শুনুন দেবগণ। আজ আমি আপনাদের সন্দেহ মোচনের জন্য স্বয়ং ছদ্মবেশে কর্ণরাজ্য অঙ্গপুরে গমন ক'র্‌ব। তাতেই দেখ্‌বেন যে, কর্ণ প্রতিজ্ঞাপালনে কিরূপ দক্ষ; আর দেব সূর্য্যদেব, আপনারও দেবরাজকে কটূক্তি ক'রে রাজভক্তির মস্তকে পদাঘাত করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। আপনিও মনে ক'র্‌বেন না যে, আপনি মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ক'রেছেন। মনুষ্যের কথা স্বতন্ত্র, সামান্যা মানবী চন্দ্রা যতদূর রাজভক্তি শিক্ষা ক'রেছে, আপনি এখনও তার শতাংশের একাংশও শিক্ষা করেন নাই। আমি এই প্রসঙ্গে সেই সতী-শিরোমণি বীরাঙ্গনা চন্দ্রার রাজভক্তির প্রগাঢ়তা, কর্ণপুত্র বৃষকেতুর অকৃত্রিম পিতৃ-ভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, আর চন্দ্রার স্বামী

প্রাণাধিক মাণিকচাঁদের অসীম কৃষ্ণভক্তি, ইত্যাদি কতকগুলি শিক্ষণীয় ও দর্শনীয় বিষয় প্রদর্শন করাব। দেবগণ! রুষ্ট হবেন না; আপনারা দেবভাব গোপন ক'রে শীঘ্র দেবলোকে গমন করুন। এখনি বোধ হয়, রাজকর্ম্মচারিগণ আস্‌বে।

সূর্য্য। হৃষীকেশ! প্রণাম করি। প্রভো! যাতে দুরাত্মা মিথ্যাবাদী ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ হয়, এইটী ক'র্‌বেন।
"এ জগতে সত্যধর্ম্ম হউক প্রকাশ।"

[দেবগণের প্রণাম ও প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (স্বগত) তাই ত, এখন কি উপায়ে কর্ণের দাতৃত্ব এবং প্রতিজ্ঞাপালন-ক্ষমতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করি? গুণবতী বীরাঙ্গনা চন্দ্রাকে উপলক্ষ ক'রে সূর্য্যের অহঙ্কারও চূর্ণ ক'র্‌তে হবে। নারদ-দীক্ষিত চন্দ্রার স্বামী মাণিকচাঁদের সদ্গতির পথও পরিষ্কার ক'র্‌তে হবে। তাই ত, কিরূপ ছলনায় সে কার্য্য সম্পন্ন করি? মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও রামাদির মূর্ত্তি ধারণ ক'রে বহুবিধ ছলনাই ক'রেছি, কেবল যে একটা বার মাত্র আমার অবতার পরিগ্রহণ, তা নয়; যুগে যুগে শান্তি সংসাধনের নিমিত্তই আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব। কিন্তু এখন ছদ্মবেশ প্রয়োজন; কিরূপ বেশই বা ধারণ করি? মরি মরি, আমার অবতারের মধ্যে দুইবার মাত্র বুঝি ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ ক'রেছিলাম; একবার পরশুরাম, আর একবার বামন। আহা সেই পবিত্র জলন্ত চিত্র এখনও

আমার হৃদয়ে মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে বিমল আনন্দ দান ক'রছে। আহা, ব্রাহ্মণের ভাব কি মধুর ভাব! যদি সর্ব্বংসহা ধরণীর কোন গৌরবের বিষয় থাকে, তাহ'লে তিনি একমাত্র ব্রাহ্মণের অভয় শ্রীপাদপদ্ম ধারণ ক'রে অতুল মানিনী ও মহিমাশালিনী হ'য়েছেন। যাই হ'ক, আজ আমি কৃষ্ণলীলায় সেই পরম পবিত্র ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ ক'রে, আমারও বহুদিনের হৃদয়-নিহিত আশাটী পূর্ণ ক'রব। ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে অঙ্গরাজ্যে গমন—তৎপরে বৃষকেতুর মাংস প্রার্থনা—এই সঙ্কল্পই সঙ্গত।

(সহসা শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ)

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) ব্রাহ্মণগণ! এখন বলুন দেখি, আজ আপনাদের গৌরবের বিষয়, কি আমার গৌরবের বিষয়? আমি বলি, আমারই গৌরবের বিষয়; কেননা, যে ব্রাহ্মণের পদ অমূল্য বিবেচনা ক'রে এই বক্ষঃস্থলে পরম যত্নে অঙ্কিত ক'রে রেখেছি, সেই সংসারপূজ্য ব্রাহ্মণের মূর্ত্তিধারণে আমার গৌরবের পরাকাষ্ঠা নয় ত কি? ব্রাহ্মণের সংসার। ব্রাহ্মণের সাধনা ও যোগবল প্রবল, তাই তিনি আত্মবিস্তৃতি দ্বারা জগৎকে একভাবে এক তন্তুতে বদ্ধ ক'রে সংসারের শরণ্য ও বরেণ্য হ'য়েছেন। এই আত্মবিস্তৃতির শক্তি কি অল্প? তিনি সেই আত্মবিস্তৃতির আকর্ষণীশক্তিতে প্রথমে আপনার পরিবার, পরে আপনার জন্মভূমি, তার পর গ্রাম হ'তে গ্রামান্তর, দেশ হ'তে দেশান্তর এমন কি সমগ্র জগৎ পর্য্যন্ত

বাধ্য ক'রেছেন। সব এক ভাব,সব আপন আপন ভাব,সকলি আত্মভাবের মেলা, সবই আধ্যাত্মভাবের খেলা, আ মরি মরি, কি অচিন্ত্য অলৌকিক মধুর উদারতা! মনে দ্বিধা নাই, সবই অদ্বৈত ভাব। তুমি আমি, নর নারী,রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবই সমান। আ মরি, যোগসাধনার কি আশ্চর্য্য মহীয়সী মহিমা! কেমন স্বার্থবিহীন পরমার্থদর্শী হিন্দুশিরোমণি ব্রাহ্মণের হৃদয়! তাঁর দয়া-রাজ্যের সীমা নাই, প্রেমরাজ্যের অন্ত নাই, ব্রহ্মারাধনারও তুলনা নাই, তাই তিনি ব্রাহ্মণ। তাই আমি ব্রাহ্মণের নিদারুণ পদাঘাত সহ্য ক'রেছি। ব্রাহ্মণ! তাই তোমায় কোটী কোটী বার নমস্কার করি। হে ব্রাহ্মণ! তোমায় আমায় আধার আধেয় সম্বন্ধ। সংসার, এই ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাবর্দ্ধনে চেষ্টিত হও, ব্রাহ্মণপদে মস্তক নত রাখ; আত্মবিস্মৃতি শিক্ষা কর, ব্রাহ্মণ স্বয়ং ব্রহ্ম।

গীত

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দ্বিজ নয় সামান্য ভবে অসামান্য ধন।
অবনীতে অবতীর্ণ নররূপে নারায়ণ॥
যে জন ব্রাহ্মণগণে, মানব না মনে গণে,
ব্রাহ্মণেরে ব্রহ্মজ্ঞানে, ঘোচে তার ভববন্ধন॥
নাশিতে ভবের ব্যাধি, দ্বিজপদরজ মহৌষধি,
মস্তকে ধররে যদি হবে না জনম মরণ॥

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই; অঙ্গরাজ্যে গমন করি। অদ্য দ্বাদশী তিথি। কর্ণ! এইবার দেখ্‌বো, তুমি আমার মায়ায় কিরূপে রক্ষা পাও।

[প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অঙ্গরাজ্যের তোরণদ্বার।

বৃষকেতুর সহাধ্যায়ী বালকগণের প্রবেশ।

গীত

বাঙ্গালী—একতালা।

ওঠ ওঠ ভাই, আর রাতি নাই, ঐ গাছে পাখী গায়।
দক্ষিণ বাতাসে, ফোটাফুল হেসে হেসে,
আড়-চোখে, কেবল ভোমরা পানে চায়।
শিশিরের তাজ পরি দুর্ব্বাগুলি,
রাঙা মেঘ দেখে করে কোলাকুলী,
ঐ সূর্য্য মামা,—উঁকি মার্‌ছে আকাশ-গায়॥

বালকগণ। (উচ্চৈঃস্বরে) ও ভাই বৃষকেতু, ও ভাই অমরকেতু, আয় না, পাঠশালা যাবি যে?

নেপথ্য হইতে বৃষকেতু।

বৃষকেতু। (গীত) তোরা একটু দাঁড়াস্ ভাই, আমি খাবার ল'য়ে যাই ;—

বালকগণ। (গীত) আমরা দেরি ক'রব নাই ;—

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। (গীত) হ'য়েছে এসে'ছি ভাই ;—

(উচ্চৈঃস্বরে) ও অমর দাদা, আয় না।

অমরকেতুর প্রবেশ।

অমরকেতু। (গীত) আমার যাওয়া হবে না, বাবা ক'রেছে মানা ;—

বালকগণ। ইস্ বড় আহ্লাদ।

(গীত) কেন যিছে, গুরুর কাছে, খাবি বেতের ছড়ি ;—

বৃষকেতু ও অমরকেতু। (গীত) না, না, গুরু দয়াময়।

১ম বা। বৃষকেতু! তোর যে আর ঘুম ভাঙে না! দেখ্ দেখি, কত বেলা হ'য়েছে।

২য় বা। গুরুমহাশয় আজ হয় ত কত ব'কবেন, অমরকেতু আর বৃষকেতু, এই দুজনের জন্যই এত বেলা হয়। না ভাই, আর আমরা তোমাদের ডাক্‌তে আস্‌তে পারবো না।

বৃষকেতু। ভাই, রাগ কর কেন? আমার একটু বেলা হয় কেন, শুনবে? ভোর বেলায় উঠি, তার পর মুখ হাত ধুয়ে বাবাকে মাকে প্রণাম ক'রতে, ঠাকুর-ঘরে মা সর্ব্বমঙ্গলাকে প্রণাম ক'রতে, আর আমাদের হৃদয়সখা বাঁকা কিষণজীর ফুল

তুল্‌তে একটু বেলা হ'য়ে যায়। তা, গুরুমহাশয় মারুন আর ধরুন, এ কাজ ত ভাই ক'র্‌তেই হবে।

অমরকেতু। আমারও ভাই, বাবার জন্য বেলা হ'য়ে যায়, বাবা আস্‌তে দেন না। মা তারপর বাবাকে কত বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেন। আমার বুঝি আর বেশী দিন পড়া হবে না; বাবা বলেন, বৃন্দাবন যাব।

৩য় বা। এখন আর দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে? চল শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাই।

নেপথ্য হইতে মাণিকচাঁদ।

মাণিকচাঁদ। পথ ভুলিয়ে দিলে, পথ ভুলিয়ে দিলে; বৃন্দাবন যাবার পথ ভুলিয়ে দিলে, বেটারা সকালবেলা এসে পথ ভুলিয়ে দিলে।

অমরকেতু। ঐ বাবা আস্‌ছে, চল ভাই আমরা শীগ্‌গির যাই।

বালকগণ। ঐ বুঝি মাণ্‌কে ক্ষেপা বেরিয়েছে, চল্ রে পালাই চল।

মাণিকচাঁদের প্রবেশ।

মাণিকচাঁদ। আজ সব বেটাকে খুন ক'র্‌ব। ভোর থেকে বেটারা বিরক্ত ক'র্‌ছে। বৃন্দাবনের পথ ভুলিয়ে দিচ্চে। আজ সব বেটাকে খুন ক'র্‌ব।

বালকগণ। (উচ্চৈঃস্বরে) বাপ রে, মা রে, ক্ষেপা মার্‌লে, মার্‌লে; খুন ক'র্‌লে, পালাই চল।

[বালকগণসহ বৃষকেতু ও অমরকেতুর প্রস্থান।

মাণিকচাঁদ। চন্দ্রা, চন্দ্রা, ছোঁড়াগুলো মার্‌লে, মার্‌লে, পথ ভুলিয়ে দিলে। আমার রাধাকিষণজীকে চুরি ক'রে ল'য়ে পালাল। খুন ক'র্‌ব, খুন ক'র্‌ব। (গমনোদ্যত)।

দ্রুতপদে চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। (মাণিকচাঁদের হস্তধারণ পূর্ব্বক) চলুন, কোথায় যাচ্চেন? (স্বগত) মা দুর্গে গো! এই ক'র্‌লে মা! স্বামীকে আমার পাগল ক'র্‌লে! (প্রকাশ্যে) আসুন, বাটীতে আসুন।

মাণিকচাঁদ। বৃন্দাবন যাবি বল্‌, তবে বাড়ী যাব। না হ'লে কিন্তু সব খুন ক'র্‌ব।

[সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

অঙ্গরাজপুরস্থ উদ্যান।

চন্দ্রা আসীনা।

চন্দ্রা। (স্বগত) আর অঙ্গরাজ্যে থাক্‌তে মন টেঁকে না; যে দিন হ'তে মহারাজ, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের পরামর্শে যথা-সর্ব্বস্ব হারাতে ব'সেছেন, সেই দিন থেকে যেন অঙ্গ-রাজ্য শ্মশান হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। আহা! রাজরাণী পদ্মাবতীর অবস্থা দেখ্‌লে আর কিছুই ভাল লাগে না,

আমার যেন বুক ফেটে যায়। রাজার যদি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কিছু ভাল মন্দ হয়, ও মা দুর্গে! তাহ'লে অঙ্গরাজ্যের উপায় কি হবে! রাণী এ সব ভেবে ভেবে পাগলিনীর ন্যায় হ'য়েছেন। আমিই বা কার জন্য দুঃখ করি? বিধাতা ত আমার ভালবাসার সামগ্রীকে কখন সুখী হ'তে দিলেন না, শেষে কি না স্বামীকে পাগল ক'র্‌লেন। তাঁর মুখে সর্ব্বদাই রাধা-কিষণজী, এ কথার ছাই পাঁশ অর্থ যে কি, তা ত বুঝ্‌তে পারি না। কত লোকে কত কথা কয়, ইচ্ছা হয়, আপনার প্রাণকে আপনিই জলাঞ্জলি দিই। বাছা অমরকেতুর মুখ চেয়ে তা পারি না। আমার এই বিপদ্, আবার যাদের মুখ চেয়ে অঙ্গরাজ্যে আছি, তাদের যদি কিছু অকল্যাণ হয়, তাহ'লে—ও মা দুর্গে গো! সংসারে কি সুখে থাক্‌ব? ও আবার কি! রাজবাড়ীতে এত কোলাহল কিসের? আমার প্রাণ যে ঐদিকে প'ড়ে আছে; বুঝি বা রাণীর কিছু হ'য়েছে! ঐ যে কে সব আস্‌ছে! আমার প্রাণ কেন এমন হ'ল!

শশব্যস্তে পদ্মাবতী ও তৎপশ্চাৎ তদীয় সখীগণের প্রবেশ।

পদ্মা। চন্দ্রা, চন্দ্রা, বল্ চন্দ্রা করি কি উপায়?

সখীগণ। কে অছিস্ ওরে, ধর রাণী মায়,
মহারাণী উন্মাদিনীসমা এই পথে ধায়।

চন্দ্রা। স্থির হ' লো তোরা।
কেন দিদি, হেন ভাব হেরি ?
গগনের চাঁদে করিতে মগন
দুনয়ন কেন ধরে সিন্ধুভাব ?

পদ্মা। তোরা বল্ গো আমায়,
বলি কারে হৃদয়বেদনা।
চারিধার হেরি শূন্যাকার !
ঐ ঐ কুরঙ্গ কুটীল জটিল ব্রাহ্মণ এক
ভিক্ষা-দণ্ড করি করে, আসে দ্বারে,
বলে বৃষকেতু ধন, করাও ভোজন মোরে।
কোথা বাপ হৃদয়-রতন বৃষকেতু ধন,
চল ল'য়ে তোরে, দেশদেশান্তরে ফিরি।
এ হেন নিঠুর রাজ্যবাসে নাহি প্রয়োজন।
চন্দ্রা, চন্দ্রা, সত্য কি লো হারাব রতনে ?

চন্দ্রা। কেন এ প্রলাপ-কথা,
হৃদে ব্যথা কেন দাও দিদি ?

পদ্মা। চন্দ্রা ! হেরেছি স্বপন, নিশি দ্বিপ্রহরে,
যেন কে এক ব্রাহ্মণ, করি আগমন,
রাজারে চাহিল ভিক্ষা ;
কহে দ্বিজ সে নিঠুর বাণী
এখন ভগিনি, কর্ণে মম বাজসম বাজে।

চন্দ্রা। এই সে বেদনা ?

ভেব না ভেব না রাণি ! স্বপন অলীক।
মিথ্যা হ'লে লোকে বলে নিশার স্বপন।
কর দেবি ! চণ্ডী আরাধনা,
ঘুচিবে যন্ত্রণা সব।
চল সব সখীদল, আনি চল কুসুম-মালিকা,
আম্রশাখা, ঘট, ধূপ, দীপ আদি।
পূজিবেন রাণী আজি মঙ্গল-চণ্ডীরে।

[চন্দ্রা ও সখীগণের প্রস্থান।

পদ্মা। হয় যায় মঙ্গল সাধন,
ক'র্ লো যতন তার।
চণ্ডীর পূজায় হবে অহিত খণ্ডন !
কি ক'রে বুঝাই মনে, জাগে আগে অমঙ্গল কথা।
মাগো, মাগো, তুমি মা সকল,
হিতাহিত সুখ দুঃখ তোমারি মা লিপি।
তাই তব চরণপঙ্কজে, মন-করী মজে,
যাচি ভিক্ষা চঞ্চল-হৃদয়ে—
পুত্রের কল্যাণ কর, দুখিনী মা আমি।

গীত

দেশ সিন্ধু—আড়খেমটা।

দুরিতবারিণি দুর্গে দুর্গতিহরা।
এ বিপদে পদে রেখো পতিতপাবনি তারা।

কুস্বপন হেরে নিশিতে, বড় ভয় হ'য়েছে চিতে;
তোমা বিনে গো অসিতে, (কে আর) ভয় নাশিবে ভবদারা ॥
সংসার-সুখের নিধি, দিয়েছেন মা পুত্রনিধি,
সে ধনে হারাই মা যদি, আর রবে না জীবন ;—
তুমি মা সর্ব্বমঙ্গলে, আমার বাছাদের রেখো কুশলে,
সঁপিলাম তোর পদতলে, যেন সে ধনে মা হই না হারা ॥

পূজার উপকরণাদি হস্তে করিয়া সখীগণসহ
চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। কর দেবি! চণ্ডীপূজা,
আনিয়াছি পূজার সামগ্রী যত।

পদ্মা। বিরলে মায়ের পূজা
করিব ভগিনি,
যাও সবে স্থানান্তরে।

চন্দ্রা। যথা আজ্ঞা দেবি!
(স্বগত) প্রসীদ মা প্রসন্নতাময়ী বিশ্ব-প্রসবিনি!
রাণী তোর অনাথিনী বালা।
পূর্ণশশিকলা, যেন মাগো ডুবে না ক'
অসময়ে আজ!

[সখীগণ সহ চন্দ্রার প্রস্থান

পদ্মা। (স্তব) জয় দুর্গে! দুঃখহরা, ভীমরূপা ভয়ঙ্করা
শান্তিরূপা জগৎতাপবারিণী,

জয় শিবে! শুভঙ্করী, জ্ঞানদাত্রী ক্ষেমঙ্করী,
অভয়দা স্বভীতজনতারিণী।
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী, কপালিনী ভদ্রকালী,
রক্ষ মাগো রক্ষ অভয়-শ্রীপদে।
দেখিয়াছি কুস্বপন, তাই কাঁদে প্রাণ মন,
দেখ দেখ মাগো রেখ মা বিপদে॥

দ্রুতপদে কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। পদ্মাবতি! আছ কি হেথায়?
উহু উহু গেলেম গেলেম,
চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মকোপানল!
ঝলসিয়া যায় বিশ্ব, কেন্দ্রচ্যুত হয় গ্রহ-তারা।
পদ্মা! পদ্মা!
কি স্বপ্ন হেরিনু ঘোর নিশাযোগে,
ঘন নীল ঘনাম্বরে ঢাকিল মেদিনী
নিশীথসময়ে!
স্মরণেতে হিয়া কাঁপে থরথরি!
এখনও বহে রক্তস্রোত যেন মত্তস্রোতস্বিনী।
রাণি! ননীর পুতলি মোর বৃষকেতু,
স্ফুটন-উন্মুখ পদ্ম; তারে চায় নিঠুর ব্রাহ্মণ!
(স্বগত) ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!
তুমি দেব! পূজনীয় মম,

তোমায় অদেয় কিবা,
প্রার্থিগণে কবে কর্ণ ক'রেছে বঞ্চিত ?
একি পরীক্ষা কারণ ?
অহো ! কি দারুণ পরীক্ষা তোমার !
(প্রকাশ্যে) একি, দৈববাণীসম, কর্ণে পশে যেন—
ভবস্থলী পরীক্ষার স্থল।
ওকি ! পিতা যে ? ঐ ঐ ছায়াপথে সঙ্কেত ক'র্ছেন !
পদ্মা, পদ্মা, এ কি স্বপ্ন ! পিতা যেন ব'ল্ছেন—
"কর কর্ণ সত্য-ধর্ম্ম জগতে বিস্তার।"

কিসের সত্য ? পিতৃদেব ! আদিত্যদেব ! দাসের প্রতি-কোন্ সত্য প্রতিপালন ক'র্তে আজ্ঞা ক'র্ছেন ? অতিথি-সৎকার ? প্রার্থীকে প্রার্থিত বস্তু দান ? পিতঃ ! তা ত ক'র্ছি ; সে প্রতিজ্ঞা ত ক'রেছি। ধন,মান, স্ত্রী. পুত্র, স্থাবর-অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি, আমার ব'ল্তে আমার যা কিছু আছে, আমি ত অতিথির জন্য সে সকলই রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্ছি। উঃ ! কি স্বপ্ন দেখ্লেম্। দুর্গে গো জগত্তারিণি দুঃখহরে ! কি দুঃস্বপ্ন দেখলেম্ মা ?

পদ্মা। মহারাজ ! তবে কি সত্য সত্যই আমাদের পোড়াকপাল পুড়্বে ? নাথ ! আমিও যে ঐ স্বপ্ন দেখেছি। যেন আপনাতে আমাতে দুই জনে মিলে এক ব্রাহ্মণের জন্য প্রাণের প্রাণ বৃষকেতুর শিরশ্ছেদন ক'র্ছি ; যেন—

কর্ণ। পদ্মা ! আর ব'ল্তে হবে না ; পদ্মা ! সব বুঝেছি ! পদ্মা !

ঈশ্বরের নাম কর, ধর্ম্মের পথ সরল কর, কোন ভয় নাই। এ সংসারে যে যা ইচ্ছা করে, তাই দাও। দানে দুর্গতি খণ্ডন হয়, মন নির্ম্মল হয়, ধর্ম্ম সদয় হন। তবে পদ্মা! অকারণ কেন ভাব্‌ছ, আমি আর ভাব্‌ব না, তুমিও আর ভেব' না।

বেগে প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। মহারাজ!
সভামাঝে এক উগ্র তেজস্বী ব্রাহ্মণ,
রাজদরশন হেতু করেন প্রতীক্ষা।
তব বিলম্ব কারণ, কহে দ্বিজ কত কুবচন,
সভাসদ্‌গণ শুনিয়ে কম্পিত সরে।
আজ্ঞা দেহ নরমণি! কি কহি ব্রাহ্মণে?

পদ্মা। কি শুনি, কি শুনি নাথ!
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হ'ল,
কে আছিস্‌ আন্‌ মোর বৃষকেতু ধনে। (মূর্চ্ছা)।

কর্ণ। এ কি এ ভীষণ ঘটনা!
বুঝিতে না পারি!
প্রতিহারি!
চন্দ্রারে আনিয়ে কর রাণীর শুশ্রূষা।
আসি আমি দিয়ে ব্রাহ্মণেরে পাদ্য-অর্ঘ্য-জল।

[বেগে প্রস্থান।

প্রতিহারী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[বেগে প্রস্থান।

পদ্মা। রাজন্! রাজন্!

ক'র না গমন, ধৈর্য্য ধর প্রাণমণি!

অনুমানি, সেই সে ব্রাহ্মণ

মম বৃষকেতু ধন করিবে প্রার্থনা।

যেও না, যেও না, নৃপ! আমি যাব ব্রাহ্মণের কাছে।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে মাণিকচাঁদের প্রবেশ।

মাণিকচাঁদ। (স্বগত) হা দেখ্, হা দেখ্ মাগীটার রকম দেখ্! মাগী যেন রায়বাঘিনী, ছুটছে যেন টাটু ঘোড়া। আবার ঘরে থাক্‌তে চায় না; স্বামি আমি, আমার মুখের দিকে চায় না। আচ্ছা, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে এত কিসের কথা—গেছি আর কি! দেখব, দেখ্‌ব, দিন কতক, দিন কতক, গোলেমালে গোলেমালে, কেটে যাক, কেটে যাক, বেদের চিনে সাপের হাই। বাবা, বুঝেছি, বুঝেছি বৈকি! চন্দ্রা আড়্‌নয়না রাণীকে হানে, তাই গোল্লার তলে যেতে ব'সেছে। ঐ আড়্‌নয়নার কি মজাটা কম? কেবল দেখা শোনা করা কর্ম্ম, আর আমি বাবা ভিক্ষের ঝুলি ল'য়ে ব'সে আছি, ঠিক যেন গরুড় পক্ষী। চন্দ্রা মাগীর ইচ্ছাটা যে, আমার চোখে ধূলো দিয়ে রাণীর সঙ্গে ফুস্‌ফাস্ করে। উঁহু, উঁহু, তা

হ'চ্চে না, মাণিকচাঁদ সে ছেলেই নয়। আমি ব'ল্লাম—চন্দ্রা, চল্ বৃন্দাবনে যাই, ও প্রেম অনুরাগ সেখানে গেলেই মিটে যাবে, কলঙ্ক দূর হবে। তা যাবে কেন? সেখানে যে আমার রাধাকিষণজী আছেন, গেলে যে একে দুই ফল হবে। মাগী কেবল তাতে বাধা দেয়; বলে, তুমি বুঝ্তে পার না। বৃন্দাবন যাবার কথা না কি আমি বুঝ্তে পারি না! পারি না ত পারি না! কিন্তু আমি যাব; কার' কথা শুন্‌ব না।

"বৃন্দাবনে বনে বনে গোধন চরাব,
আমার রাধাকিষণ সনে খেলিয়ে বেড়াব"

চন্দ্রা, তুই বারণ ক'রিস্ না, রাণীর কথায় ভুলিস্ না। আর আমি কার' কথা শুন্‌ব না।

চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। (স্বগত) রাণী কোথায় গেলেন? ও আবার কি, উনি যে! (প্রকাশ্যে) বলি, কি ব'ক্‌ছেন? আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন? দুঃখিনী চন্দ্রার দুঃখের কথা কি একবারও ভাব্‌বেন না? হাঁগো, আপনি অমন ক'র্‌লে আমরা কোথায় যাব? কে আর আমাদের মুখ তুলে চাইতে আছে? বাছা অমরকেতুর সহায় হবে কে? (স্বগত) রে নিষ্ঠুর বিধাতঃ! অভাগিনী চন্দ্রাকে কি পথের ভিখারী ক'রেও ক্ষান্ত হ'লি না? রাণীর সুখ সম্বল একমাত্র পতি, সে পতিকেও পাগল ক'র্‌লি? তবে এ অভাগিনী কোথায় যায়?

মাণিকচাঁদ। দেখ্ দেখ্, মাগী কাঁদ্‌ছিস্ কেন? দেখ্ দেখ্ চন্দ্রা, তুই বুঝিস্ না? কেন চন্দ্রা চল্ না, বৃন্দাবনে যাই; সেখানে আমার রাধাকিষণজী আছেন। হা দেখ্ হা দেখ চন্দ্রা, ষোল শ গোপী, তাঁদের সখী, বারটা রাখাল, আর কত বড় বড় লোক আমার রাধাকিষণজীর পায়ের চাকর হ'য়ে প'ড়ে আছে। তারা প্রসাদ খায়, আর আমার রাধাকিষণজীর গুণ গায়। ঐ দেখ্ না, দেখ্ না, আ মরি মরি কেমন বাঁকা বাঁকা ভাব! ও কি ভাব? তেমনি ভাব ত বটে, আ মরি মরি!

গীত।

মিশ্র মঙ্গলবিভাস—একতালা।

মরি কি সুন্দর, নব নটবর, নিন্দি নব ঘন ঐ কদম্বতলে।
বামে রাধারাণী, ভাব-গরবিণী যেন স্থিরা সৌদামিনী গগন-ভালে॥
নখরেতে শোভে কোটী চন্দ্র-আভা, পদে পদানত কত রক্তজবা,
রতন নূপুর তাহে বাজে কিবা, সদা রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু বোলে।
ঐ পদ হেরে শঙ্কর সন্ন্যাসী, ত্যজি গৃহবাস হলেন শ্মশানবাসী,
সাধন-তরুতলে আয় মন বসি, ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দি পদকমলে।

চন্দ্রা। (স্বগত) ঐ রাধাকিষণজীই আমার সর্ব্বনাশটা ক'রেছেন! সন্ন্যাসীঠাকুর রাজবাড়ীতে এলেন, স্বামী আমার অতিথিসৎকার ক'র্‌তে গেলেন; সন্ন্যাসীঠাকুরের সঙ্গে কি কথা হ'ল, অমনি হতভাগিনী চন্দ্রার ভবিষ্যজ্জীবনের সুখের আলো নিবে গেল। হায়! নাথ আমার পাগল হ'লেন, মুখে সদা

রাধাকিষণজী ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, রাজার কার্য্য পরিত্যাগ ক'র্‌লেন! হায়! আমার অদৃষ্টে কি হ'ল! (রোদন)

মাণিকচাঁদ। আবার কাঁদ্‌ছিস্? দেখ্ মাগী, আবার কাঁদ্‌ছিস্? এই চ'ল্লেম, বৃন্দাবনে চ'ল্লেম। আমি আর ঘরে থাক্‌ব না, রাণীর সঙ্গে তোর—বুঝেছি। উঁহু, আমি কি বুঝি না? এই বৃন্দাবনে যাই; আমার রাধাকিষণজীকে দেখে আসি। তুই যাবি কিনা বল্?

চন্দ্রা। আপনি যাবেন, আমি যাব না কেন? যেখানে তরু, সেখানে তরুর ছায়াও থাক্‌বে। স্বামীর কথা স্ত্রী শুন্‌বে না কেন?

মাণিকচাঁদ। শুনে না, শুনে না; হাবাতে ছুঁড়িগুলো তা মানে কৈ? স্বামীকে তারা এক আরামের খেল্‌না মনে করে। স্ত্রীলোকের মন কাচের বাসন, একটু ঘা লাগ্‌লে অমনি ঠং ক'রে ভেঙে যায়; আর তাকে জোড়া যায় না। এই দেখ্‌না, দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাণীর সঙ্গে তোর কেমন করে—

চন্দ্রা। ছিঃ ছিঃ, ঐ সব কথা শুনেই ত লোকে আপনাকে পাগল বলে, তা শুনে আমার আর প্রাণ রাখ্‌তে ইচ্ছা হয় না!

মাণিকচাঁদ। হুঁ হুঁ—তবে রাণীর সঙ্গে ফুস্ ফুস্ ক'রে কথা ক'স্ কি? বৃন্দাবন যাবার কথা? তবে চন্দ্রা, চল্ না। আমি আর অঙ্গরাজ্যে থাক্‌ব না। চন্দ্রা, কর্ণের অধীন থেকে অনেক কষ্ট সহ্য ক'রেছি, সব ভু'লছি; অর্থের জন্য সব কুল খেয়েছি,

আমার রাধাকিষণ তাই রেগেছে; আমাকে ব'কৃছে, ঐ ডাকৃছে, আমি চ'ল্লেম, চ'ল্লেম। (গমনোদ্যত)

চন্দ্রা। (পদধারণ) কোথায় যাবেন? পায়ে ধরি, ক্ষমা ভিক্ষা করি, আর কিছুদিন থাকুন, দুই জনেই যাব। রাজার বিপদ্, রাণী কুস্বপ্ন দেখে পাগলিনী! হাঁ নাথ! এই বিপদের সময় তাঁদের ত্যাগ ক'রে কোথায় যাই? যাঁদের অনুগ্রহে এতদিন ছার জীবন কাটাচ্চি, তাঁদিগে পরিত্যাগের কি এই সময়? মনুষ্য-ধর্ম্মের কি এই নিয়ম? প্রজার কি এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম? ভৃত্যের কি এই ধর্ম্ম? চন্দ্রার হৃদয় হীন নয়। রাজা ও স্বামী উভয়ই চন্দ্রার জীবন। রাজা ভূস্বামী—প্রাণ রক্ষা ক'র্‌বেন; আপনি স্বামী—সতীত্ব রক্ষা ক'র্‌বেন; তবে আপনাদের জন্য চন্দ্রা জীবন উৎসর্গ ক'র্‌বে না কেন?

মাণিকচাঁদ। অ্যাঁ, অ্যাঁ—মাগী বলে কি? মজে গেছে, মজে গেছে! একেবারে ম'জে গেছে! তবে রে মাগী, কিছু বলি না ব'লে? রাণীর সঙ্গে দিনে দুপুরে কি হয়? আমি পুরুষ নয়, নয়? আমি বৃন্দাবনে যাব, তুই আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ। এখনও ব'ল্‌ছি পা ছাড়? পা ছাড়্‌বি না? তবে আক্কেল শেখ, আক্কেল শেখ।

[বলপূর্ব্বক পদগ্রহণ ও বেগে প্রস্থান।

চন্দ্রা। (আঘাতপ্রাপ্তিতে পতন) উঃ যাই, নাথ! গেছি। (উত্থানপূর্ব্বক) অ্যাঁ, ইনি আবার কোথায় গেলেন? নাথ!

আপনার পায়ে হয় ত কত আঘাতই লেগেছে! হায়! কেন আমি তাঁর পা ধ'রেছিলেম! মা ঈশানি গো! কি ক'র্‌লি মা! আমার তেমন স্বামী কেন এমন হ'ল! উঃ মাগো! গা যে শিউরে উঠে! কি হবে মা! অয়ি চন্দ্রা! এ কি ক'র্‌ছিস্‌? এই কি তোর অনুতাপের সময়? তোর স্বামী আজ উন্মাদ হ'য়ে লোকের দ্বারে দ্বারে ধূলো কাদা মেখে ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে, আর তুই তোর নিজের সুখের পথে কাঁটা দেখে দুঃখিতা হ'চ্চিস্‌? তোর অন্নদাত্রী মহারাণী পদ্মাবতী কুস্বপ্ন দেখে পাগলিনীর মত কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে, আর তুই এইরূপ ক'রে বেড়াচ্চিস্‌? চন্দ্রা, তোর জীবন ত একার নয়; তুই যে জগতের হিতের জন্য প্রাণদান ক'রেছিস্‌। কে ব'ল্‌ছে নয়, যেন কাণে কাণে ব'ল্‌ছে—চন্দ্রা, তোর নারী-জীবনে এখনও অনেক যন্ত্রণা আছে। ওকি কোলাহল? যাই, যাই দেখি রাণী কি ক'র্‌ছেন? স্বামী কোথায় গেলেন?

[বেগে প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

বৃষসেন, মন্ত্রী, সেনাপতি ও ব্রাহ্মণ আসীন।

ব্রাহ্মণ। কৈ হে মন্ত্রিন্! তোমাদের মহারাজ ত এখনও এলেন না। মহারাজ কর্ণ কি এইরূপে অতিথির মর্য্যাদা রক্ষা করেন? অঙ্গরাজের কি এইরূপ অতিথি-সৎকার পদ্ধতি? (স্বগত) ছল ধ'র্‌লে পদে পদেই দোষ।

মন্ত্রী। আজ্ঞে না; অতিথি-সৎকার মহারাজের জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

ব্রাহ্মণ। তবে এ বৈসদৃশ্য কেন?

মন্ত্রী। স্থানীয় কোন বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানের প্রতি মহারাজের এই ভার অর্পিত থাকে।

ব্রাহ্মণ। কেন, মহারাজ কি স্বয়ং সে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে লজ্জাবোধ করেন?

সেনাপতি। আজ্ঞে, মন্ত্রিমহাশয় সে কথা ত পূর্ব্বেই ব'লেছেন যে, অতিথি-সৎকার মহারাজের জীবনের প্রধান লক্ষ্য; তবে তিনি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকতেন ব'লে, পূর্ব্বে এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রেছিলেন।

ব্রাহ্মণ। আবার অতীতের কথা কেন হে বাপু? কিছু কি ব্যতিক্রম ঘটেছে?

বৃষসেন। প্রভো! তা ঘ'টেছে বৈকি। যে ব্যক্তির প্রতি পিতার ঐ আদেশ ছিল, তিনি এখন বায়ুগ্রস্ত।

ব্রাহ্মণ। ব্যক্তিটা কে?

বৃষসেন। আপনি বোধ হয় চিন্‌তে পারেন; তাঁর নাম মাণিক-চাঁদ, বিশিষ্ট ভদ্রকুলোদ্ভব, অতীব ধর্ম্মপরায়ণ।

ব্রাহ্মণ। তবেই চরিতার্থ হ'য়েছি! কি ভ্রম! শুনেছিলাম যে, অঙ্গরাজ মহাপ্রতাপবান্ মাহাত্মা কর্ণ আজীবন দান-যজ্ঞে ব্রতী থেকে, জীবনান্তে আত্মাহুতিদানপূর্ব্বক পরিণামে ধরণীমণ্ডলে অক্ষয় নিষ্কলঙ্ক কীর্ত্তি-চন্দ্রমা স্থাপন ক'রবেন, এবং এই তাঁর জীবনী-নাটকের প্রধান নায়কের সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা; আরও জান্‌তেম যে, মহারাজ কর্ণের প্রতিজ্ঞা অত্যুচ্চ হিমাদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় অতি উচ্চ, সুমেরুর তুল্য অতি দৃঢ়, বিন্ধ্যাচলের ন্যায় অচল; কিন্তু এখন যা শুন্‌ছি বা দেখ্‌ছি, সকলি তার সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ হ'চ্চে। এখনও ত মহারাজের সাক্ষাৎ নাই; ভবিষ্যতে মহারাজ ব্রাহ্মণের প্রতি সদয় হ'লেও হ'তে পারেন। সেটা তাঁর অপার দয়া, আর আমার অদৃষ্ট। ছিঃ, এরূপ জান্‌লে কি আমি এখানে আগমন করি? যে অতিথির প্রতি এতদূর বীতশ্রদ্ধ, তার দ্বারা কিরূপে আমার স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা হ'তে পারে? (স্বগত) বিশেষতঃ আমার।

বৃষসেন। প্রভুর এটি সম্পূর্ণ নিগ্রহ এবং সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে পিতার নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করা হ'চ্চে।

ব্রাহ্মণ। তোমার নামটী কি বাপু? দেখ্‌তে শুন্‌তে ত মন্দ নও; তবে কথাগুলো বড় কর্কশ। বাপের বেটা কিনা, কথাগুলো গায়ে বড় লেগেছে, নয়? (স্বগত) পিতৃনিন্দা কার না গায়ে লাগে?

বৃষসেন। আজ্ঞে, নির্দ্দোষকে দোষী ক'র্‌লে সরল মনুষ্য-প্রাণে এইরূপ আঘাতই লেগে থাকে। আমার নাম বৃষসেন, আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ব্রাহ্মণ। নামের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের হ্রাস, নামও বৃষ, বুদ্ধিও তেমনি ষাঁড়ের মত। আরে মূর্খ! আমি কতক্ষণ এসেছি বল্ দেখি? সমস্ত দিনই যদি তিনি রাজা, শাসন-কর্ত্তা ব'লে তাঁর সম্মান প্রতীক্ষায় কেটে যায়, তাহ'লে তুই কি বলিস্ যে, আমি তোদের রাজসভায় স্তম্ভসদৃশ দ্বারীর ন্যায় আজ্ঞাবহনকার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌ব? ওহে মন্ত্রিন্! এ মূর্খ বলে কি? (স্বগত) ব'ল্‌ছে ঠিক।

মন্ত্রী। কেন প্রভো! কুমার কি অসঙ্গত কথা ব'ল্‌ছেন?

বৃষসেন। ব্রাহ্মণ ব'লেই ক্ষমা পেলেন, নতুবা বীর্য্যবান্ বৃষ-সেনের ক্রোধানলে পরিত্রাণ পাওয়া ওঁর প্রাণে অতি কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ত।

ব্রাহ্মণ। বটে! কি ক'র্‌বে বাপু! আর ব্রাহ্মণ ব'লেই বা এত অনুগ্রহ কেন? এস, ক্ষমতা থাকে, অগ্রসর হও? আরে দাম্ভিক দুগ্ধপোষ্য! যৌবনসুলভ চপলতাপ্রযুক্ত লঘু গুরু বিবেচনায় একবারে অশক্ত? পিতৃকার্য্যের অহংকারে

অহঙ্কৃত হ'য়ে জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণকে হেয় জ্ঞান ক'রিস্? আরে বর্ব্বর ক্ষীণবুদ্ধে! তুই জানিস্ যে আমি কে? (স্বগত) হাঁ, ছেলে বটে।

বৃষসেন। প্রভো! আপনাকে এবার বিলক্ষণ বুঝেছি; আপনার ক্রোধ-বহ্নির জ্বলন্ত শিখার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রহ্মতেজ-সম্ভূত অদ্ভুত শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী, আমাদের ন্যায় অজ্ঞানান্ধগণের পরীক্ষার জন্য এ অঙ্গরাজ্যে আগমন ক'রেছেন। ব্রাহ্মণঠাকুর! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ আপনাকে কুবাক্য ব'লেছি, আমায় ক্ষমা করুন।

ব্রাহ্মণ। অপরাধী অপরাধ স্বীকার ক'র্‌লেই ক্ষমার্হ। (স্বগত) ঐ ত আমি চাই।

ত্রস্তভাবে কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। বৃষসেন! ব্রাহ্মণ মহাশয়কে প্রণাম ক'রেছ ত? সকলে প্রণাম কর। গুরুদেব! প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ করুন। (সকলের প্রণাম)

ব্রাহ্মণ। আসুন, আসুন, মহারাজ আসুন। মহারাজের মঙ্গল হোক। এরূপ সদ্‌গুণাবলম্বী বিনীতস্বভাব ব্যক্তিরই অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হওয়া যথাযোগ্যই হ'য়েছে। (স্বগত) এইবার কাজের কথা।

কর্ণ। আপনাদের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

কোন্‌টী আশ্চর্য্য আছে বলুন! (স্বগত) অহো! আজ আমার কি সৌভাগ্য! আজ জগৎদুর্ল্লভ ব্রাহ্মণের অভয় শ্রীপাদপদ্ম বিনা আয়াসেই দর্শন পেলেম! নয়ন পবিত্র হও, জীবন আপনাকে সফল জ্ঞান কর। (প্রকাশ্যে) ব্রাহ্মণঠাকুর! কোন কার্য্যের গুরুত্ব-নিবন্ধন ভ্রমবশতঃ আপনার শ্রীচরণ দর্শন ক'র্‌তে বহু বিলম্ব হ'য়েছে; সে ত্রুটি জ্ঞানকৃত নয়, অজ্ঞানতার জন্য; সুতরাং ক্ষমার্থী শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌ছে।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আপনার অনন্যসাধারণ সুশীলতায় আমি যারপরনাই আপ্যায়িত হ'য়েছি। লোকমুখে যা শুনেছিলাম, সাক্ষাতে তদপেক্ষা অধিকই দেখ্‌লেম। আর আপনি ওরূপ সঙ্কুচিতভাবে থাক্‌বেন না। বলি, মহারাজকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলেম কি যে, আপনি এত সুবিবেচক হ'য়েও কেন একটী অব্যবস্থিতচিত্ত বালকের ন্যায় কার্য্য ক'রেছেন? (স্বগত) এই জন্যই আমাকে লোকে চক্রধর বলে।

কর্ণ। প্রভো! এমন কি গর্হিত কার্য্য ক'রেছি?

ব্রাহ্মণ। একটী কঠিন প্রতিজ্ঞা;—যে যা প্রার্থনা করুন না কেন, আপনি তা প্রসন্নমনে অকুণ্ঠিতভাবে প্রদান ক'র্‌বেন। মহারাজ! এ কি কঠিন সত্য বলুন দেখি? ভাব্‌তে গেলেও সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হয়। (স্বগত) তাও আমার চক্রে।

কর্ণ। দেব! এতে আর ভয়ের কারণ কি? আপনিই বলুন দেখি, গৃহস্থের কোন্ কর্ম্মগুলি করা কর্ত্তব্য? সংসারমধ্যে অবস্থান ক'রে, সংসারী হ'য়ে সাংসারিক কর্ত্তব্য অপ্রতিপালন ক'র্‌লে কি অধর্ম্ম হয় না? আমি সেই অধর্ম্মের ভয়ে সংসারের কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি প্রতিপালন ক'র্‌ছি মাত্র।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! সবিশেষ জানি তবে বলি শুনুন —

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥"

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা পিতৃযজ্ঞ, হোমাদি দ্বারা দেবযজ্ঞ, বলি দ্বারা ভূতযজ্ঞ ও অতিথি-পূজা দ্বারা নৃযজ্ঞ সমাহিত হয়। সংসারীর সংসার-মার্গে প্রবেশ ক'রে, এই পঞ্চ যজ্ঞ সম্পন্ন করা উচিত, এবং ইহাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মহারাজ! এ প্রতিজ্ঞা ত আপনার তা নয়, এ যে অপূর্ব্ব দানযজ্ঞ! এ যজ্ঞের বিবেক মন্ত্রণাদাতা, প্রজ্ঞা পুরোহিত, ভক্তি তন্ত্রধারকের স্বরূপ। এই তিনজন একত্র মিলিত হ'য়ে, আপনার আত্মাকে যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিবার সঙ্কল্পে দণ্ডায়মান হ'য়েছে। রাজন্! এর পরিণাম অতি আনন্দপ্রদ হ'লেও উপস্থিত কাল ভীষণ হ'তেও ভীষণতম। বিশেষতঃ তা সামান্য মানবেরও সাধ্যায়ত্ত নয়। মহারাজ! তাহ'লে আপনিই বলুন দেখি, আপনি কি সেই প্রতিজ্ঞাপালনে সফলমনোরথ হবেন?

কর্ণ। যার রথে জগৎ-দুর্লভ ব্রাহ্মণের অভয় শ্রীপাদপদ্ম বিজয়-নিশানরূপে অহর্নিশ শোভা পাচ্চে, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ-সারথি যাহার সারথ্যে ব্রতী আছে, সেই ভাগ্যবান্ রথীর কোথায় পরাজয় আছে, অগ্রে সেইটী বলুন দেখি ?

ব্রাহ্মণ। বৎস ! দশচক্র অতি ভয়ঙ্কর চক্র। সে চক্রের অসীম পরিধি। (স্বগত) অন্য চক্রের না হ'ক্ আমার চক্রের বটে।

কর্ণ। তথাপি তাহা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে অতি তুচ্ছ, তুচ্ছ হ'তেও তুচ্ছ। যে ব্রাহ্মণবাক্যপ্রভাবে দুরাচার বিন্ধ্য, মস্তক নত ক'রে এখনও অবস্থান ক'র্‌ছে, সেই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ-বাক্যবলে, কর্ণ সে সব চক্রকে বিন্দুমাত্র ভয় করে না।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ ! ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার প্রগাঢ় ভক্তি ব'লে আপনি ওরূপ কথা ব'ল্‌ছেন, নতুবা এতদূর অসম্ভব ঘটনা কি কখন সম্ভব হয় ?

কর্ণ। প্রভো ! বলেন কি ! যে ব্রাহ্মণের বাক্যে সগরবংশের ধ্বংস, স্বয়ং লক্ষ্মীর মহাসমুদ্রে বাস, অহল্যার পাষাণমূর্ত্তি গ্রহণ প্রভৃতি কত অলৌকিক কার্য্য কটাক্ষে সম্পন্ন হ'য়েছে; সে ব্রাহ্মণবাক্যে না হ'তে পারে কি ?

বৃষকেতুর প্রবেশ।

গীত।

কামোদ—কাশ্মীরি।

ধরণ-চাঁদ সরল হেরি ও দ্বিজ হ বিমল চাঁদ।
চাঁদ, চাঁদ হেরি, গগনে উদিল, অবিল কি পরমাদ।

রে অবোধ মন কি মোহে মগন, সাধনা প্রেমভারে তাঁরে।
বাখিয়ে ত'রে, ভবেরি পারে, নিস্তারে সে রূপছাঁদ।
লোভারে শিব, ধরবে ধর, দ্বিজপদরজ নিশি দিন
যাবে কুদিন, হবে সুদিন, পেলে ব্রাহ্মণ-আশীর্ব্বাদ।

বৃষকেতু। সংসারের সার গুরু ব্রাহ্মণ যে জন।
ব্রাহ্মণই স্বয়ং ব্রহ্ম শাস্ত্রের বচন॥
নিরাকার ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখা নাহি যায়।
আকারে ব্রাহ্মণ তাই আছেন ধরায়॥

ব্রাহ্মণ মহাশয়! আমাদের গুরুঠাকুর আমাদিগকে এই শ্লোক শিখিয়েছেন, তবে আপনি অমন কথা ব'লছিলেন কেন?

ব্রাহ্মণ। হেঁ হে। এই নম্রপ্রকৃতি মধুভাষী বালকটী কে?

কর্ণ। আজ্ঞে, এই অধমের কনিষ্ঠ পুত্র।

ব্রাহ্মণ। আপনার কনিষ্ঠ পুত্র? আর তা না হ'লেই বা একাধারে এত সদ্ভাবের সমাবেশ কিরূপে হ'তে পারে? এস, ভাই এস; তুমি আমার নিকটে এস। তোমার পিতা রাজ্যের রাজা আর আমরা তাঁর প্রজা; সুতরাং তিনি হ'লেন আমাদের পিতা, আর তুমি হ'লে আমাদের ভ্রাতা। বল দেখি ভাই! তোমার নাম কি?

বৃষকেতু। আজ্ঞে, আমার নাম বৃষকেতু!

ব্রাহ্মণ। কি কর?

বৃষকেতু। লেখাপড়া।

ব্রাহ্মণ। কি প’ড়্‌ছ, পুস্তকখানির নাম কি ?

বৃষকেতু। জীবন।

ব্রাহ্মণ। তার কতদূর প’ড়্‌লে ?

বৃষকেতু। প্রথম পাতার প্রথম পঙ্‌ক্তি।

ব্রাহ্মণ। তাতে কি আছে ?

বৃষকেতু। পূজনীয় পিতা ও পূজনীয়া মাতার প্রতি ভক্তি।

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) বিষয় অতি কঠিন। (প্রকাশ্যে) কিছু বুঝেছ ?

বৃষকেতু। সামান্য বুঝেছি। ভাল বুঝ্‌তে পারি না ব’লে গুরু-ঠাকুর ব’লেছেন যে, বাপ মা যা ব’ল্‌বেন, তাই ক’র। (কর্ণের প্রতি) বাবা, বাবা, কৈ আজ ত ফুল তোলা হয় নাই! কত বেলা হ’য়ে গেছে, কে হয় ত সব ফুল তুলে ল’য়ে গেছে। বাবা, তবে আর আজ কৃষ্ণের গলায় কিসের মালা গেঁথে পরিয়ে দোব? ফুল তোলা হয় নাই ব’লে পাঠশালা থেকে ছুটে এসেছি।

ব্রাহ্মণ। ভাই, তুমি কি কৃষ্ণপূজা কর? কে তোমায় কৃষ্ণ-পূজা শিখালে ?

বৃষকেতু। কৃষ্ণপূজা সকলেই ক’রে থাকে, সে আবার শিখাবে কে? মায়ের মাই খেতে কেউ কি শিখায়?

(অন্তরালে অমরকেতু কর্ত্তৃক বংশীবাদন ও সঙ্কেত।)

বৃষকেতু। বাবা, বাবা! ঐ অমরকেতু দাদা ডাক্‌ছে।

কর্ণ। কৈ তোমার অমর-দাদা ?

বৃষকেতু। ঐ যে! বাঁশী বাজাচ্ছে, ঐ যে থামটার আড়ালে দাঁড়িয়ে, ঐ যে ফুলের মালা হাতে, বাবা আমি যাই।

[বেগে প্রস্থান।

কর্ণ। এস।

ব্রাহ্মণ। অমরকেতুটী কে?

কর্ণ। প্রভো! উটিকে আপনি চিন্‌বেন না; মাণিকচাঁদ নামক আমার একটী প্রধান কর্ম্মচারী আছে, উটি তাহারই পুত্র। মাণিকচাঁদ এখন উন্মাদগ্রস্ত, সেই জন্য তাহার পত্নী ও তাহার পুত্র সকলেই আমার অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ। তা যাহা হোক্ মহারাজ, কিন্তু আপনি অতি পুণ্যবলে এরূপ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত সুশীল পুত্ররত্ন লাভ ক'রেছেন। হাঁ, ব'ল্‌ছিলাম কি, আপনি ঐ যে কঠিন প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, ঐ প্রতিজ্ঞাটী আপনি পরিত্যাগ করুন। আপনার মঙ্গলের জন্য এখনও ব'ল্‌ছি, আপনি ঐ প্রতিজ্ঞাটী পরিত্যাগ করুন। (স্বগত) অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ!

কর্ণ। দাসকে আর নিষ্ঠুর আদেশ ক'র্‌বেন না। তাহ'লে মৃত্যুই আমার সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, মহারাজের যদি হৃদয়ের এতই বল, অধ্যবসায় যদি এতই দৃঢ়, তাহ'লে অদ্য এই ব্রাহ্মণের একটী সামান্য মনোবাসনা পূর্ণ করুন। আমি ত্রিভুবন পর্য্যটন ক'রেছি, অনেক দানশীল মহাত্মাগণের নিকট কাতরে ভিক্ষা প্রার্থনা

ক'রেছি, কিন্তু কেহই আমার সে বাসনা পূরণ ক'র্তে সমর্থ হন নাই। পরে শুন্‌লেম যে, অঙ্গরাজ্যের রাজা কর্ণ অপূর্ব্ব দানশীলতার পরিচয়দানে জগতে অদ্বিতীয় হ'য়েছেন। সেই জন্য আজ আমি আপনার সম্মুখীন।

মন্ত্রী। মহারাজ! সাবধান, সাবধান, সাবধান! এ ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী।

বৃষসেন। পিতঃ! রক্ষা করুন; এই ব্রাহ্মণের আশা সামান্য জ্ঞান ক'র্‌বেন না। আমরা এঁর অদ্ভুত তেজোরাশি পূর্ব্বেই দর্শন ক'রেছি। ইনি সামান্য কারণে কখনই এখানে আসে নাই। এঁর কেবল মৌখিক সাধুতা; ইনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী।

সেনাপতি। ভূপতে! আপনি অন্তঃপুরে গমন করুন। আমরা আপনার অতিথির সৎকার ক'রছি। ব্রাহ্মণের বাক্যবিন্যাসের দ্বারা স্পষ্ট বোধ হ'চ্চে যে, আপনার অদৃষ্টাকাশে আজ কোন দুষ্ট-গ্রহের উদয়ের সম্ভাবনা। আপনি কোন বিষয়ে অঙ্গীকৃত হবেন না। ইনি ছদ্মবেশী।

কর্ণ। আঃ, তোমরা কর কি? স্থির হও! তোমরা কিসের জন্য এত কাতর হ'চ্চ? ধন, মান, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন প্রভৃতি আমার ব'ল্‌তে আমার যে কোন বস্তু আছে, তা যদি ব্রাহ্মণকে দান ক'রে দুস্তর প্রতিজ্ঞাসিন্ধু হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে পারি, তদপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? বলুন, বলুন. ব্রাহ্মণ-ঠাকুর! বলুন, এ হতভাগ্য আপনার কোন্ বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বে অনুমতি করুন।

ব্রাহ্মণ। অগ্রে দিবেন ব'লে স্বীকার করুন, নতুবা অরণ্যে রোদন ক'রে ফল কি বলুন।

বৃষসেন। পিতঃ! এখনও ক্ষান্ত হ'ন, এই আমার শ্রীপদে অনুরোধ! পিতঃ! আপনি অনেক কঠিন কার্য্য ক'রে আমাদের হৃদয়ে ঘোরতর কষ্ট দিয়েছেন, কিন্তু তখন দাস পূর্ব্ব হ'তে সাবধান ক'র্‌লেও আপনি বালকবোধে উপেক্ষা ক'রেছিলেন। তারপর যখন ক্রূরমতি দুর্য্যোধন কুরুযুদ্ধে সহায়তা ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত করায়, তখনও আপনাকে ব'লেছি, কত পায়ে ধ'রে কেঁদেছি, তার পরিণামও ত এখন দেখ্‌ছেন, অঙ্গরাজ্য শ্মশান হ'য়েছে। বীরপ্রসবিনী অঙ্গভূমি এখন পথের কাঙাল! পিতঃ! এ অবস্থায় আর ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক প্রতারিত হ'য়ে আমাদের কাঁদাবেন্ না। ব্রাহ্মণঠাকুর! আমরা অজ্ঞানান্ধ, ভ্রমজালে আবদ্ধ হ'য়ে সকল তত্ত্বই হারিয়েছি। এ অবস্থায় আর আমার নিরপরাধ পিতাকে কোন যন্ত্রণা দিবেন না। আপনার ভাবভঙ্গি দর্শনে স্পষ্ট—

কর্ণ। বৃষসেন! তুই কি আমার পুত্র, না কোন কুলাঙ্গারের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রেছিস্? আমার নিশ্চয়ই বোধ হ'চ্চে, তুই আমার পুত্র কখনই নোস্। তুই যদি আমার পুত্র হ'তিস, তাহ'লে তোর মুখ হ'তে কখনই এরূপ হীনবাক্য নিঃসৃত হ'ত না। হাঁরে বর্ব্বর! ক্ষণিক বিষয়সুখের প্রলোভনে কি তুই অমূল্য ধর্ম্মধনে জলাঞ্জলি দিতে চাস্? ব্রাহ্মণকে তুই কি দান ক'রে গৌরবান্বিত হ'তে পার্‌বি? ব্রাহ্মণ

মহাশয় যে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের ন্যায় অধমের নিকট দান গ্রহণ ক'রবেন, এই আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু পুণ্যের ফল। বৃষসেন! তুই যদি আমার প্রকৃত পুত্র হ'স, তাহ'লে তুই আমার ধর্ম্মবাসনার বিপক্ষতাচরণ কখনই ক'র্বি না! ব্রাহ্মণ মহাশয়! আমি সত্য ক'রেই ব'ল্‌ছি যে, আপনার প্রার্থিত বস্তু প্রদান ক'র্‌ব—ক'র্‌ব। দিনমণির প্রতীচি-গগণে উদয় হওয়াও সম্ভব হ'তে পারে, সলিলের শৈত্যের পরিবর্ত্তে উষ্ণতা হওয়াও সম্ভব, তথাপি কর্ণের অটল অচলবৎ বাক্যের কখনই পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে না।

ব্রাহ্মণ। সাধু! সাধু! মহারাজ! তবে আমার প্রার্থনা কি বলি, শুনুন; আমি অতি মাংসাশী। তা ব'লেই যে, আমি প্রতিদিনই মাংস ভোজন করি, তা নয়। একাদশীর পর পারণার দিনই আমার মাংসভোজনের প্রশস্তকাল। অদ্য সেই দ্বাদশী তিথি, আমার পারণার দিন। মহারাজ! সে মাংস কোন পশ্বাদির নয়, সুকোমল মনুষ্যশিশুর মাংস। তাই ব'লছিলাম, মহারাজের পুত্র বৃষকেতু অতি কোমল ও পবিত্র; তা মহারাজ যদি আপনি ও আপনার পত্নী সহাস্যমুখে স্বহস্তে সেই বৃষকেতুর মস্তক ছেদন ক'রে দেন—মহারাজ! কাঁদ্‌তে পাবেন না!

কর্ণ। (স্বগত) হায় রে, সেই স্বপ্ন আজ হতভাগ্যের ভাগ্যে সত্যরূপেই পরিণত হ'ল!

মন্ত্রী, সেনাপতি ও বৃষসেন। অহো, রাক্ষস, রাক্ষস, ছদ্মবেশী,

কভু নয় এ ব্রাহ্মণ !
হে রাজন্! আজ্ঞা দেহ মোরে,
কেটে ফেলি ওরে,
ঘুচাই সকল পাপের বেদন।

(অস্ত্রহননোদ্যত)।

ব্রাহ্মণ। (সভয়ে) মহারাজ রক্ষা কর মোরে,
দুষ্টগণে ব্রহ্মহত্যা করে।

কর্ণ। (ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দানপূর্ব্বক)
কি কর কি কর মন্ত্রি,
সেনাপতে, বৎস বৃষসেন !
এই কি রে সুনীতি আচার ?
এই কি রে অতিথি-সৎকার ?
ব্রাহ্মণের কিবা অপরাধ ?
ভিখারী ব্রাহ্মণ। করিয়াছি পণ,
দিব ভিক্ষা আমি।
অতি,ছার বৃষকেতু ধন' ব্রাহ্মণরতন
রাজ্যসহ চান যদি আমার জীবন,
এইক্ষণে প্রফুল্ল-অন্তরে, আপত্তি না ক'রে,
দিতে পার ডালি ব্রাহ্মণচরণে।
বৎসগণ! ত্যজ রোষ-ভাষ,
পূর্ণ কর অভিলাষ,
সত্যপাশ হ'তে মোরে কর পরিত্রাণ।

গীত।

রাগিণী পরজ বাহার—তাল কাওয়ালি।

কর কর ত্রাণ কর হে সঙ্কটে।

হ'য়েছি প্রতিশ্রুত, ক'রেছি সত্য, না হ'য়ে আর্ত্ত, স'পিব পুত্র ব্রাহ্মণ নিকটে॥

এ প্রতিজ্ঞা-বাক্য যদি রক্ষা হয়, হরি সুপ্রসন্ন হবেন নিশ্চয়,

অন্তে পাব পদাশ্রয়, আমি দীন গতি হীন, সম্বলবিহীন পামর—

দেখি হতভাগ্যের ভাগ্যে আজি কিবা ঘটে॥

ব্রাহ্মণ। হে রাজন্!

বৃথা অপমান সহিতে না পারি।

কর্ণ। শান্ত হ'ন্ ব্রাহ্মণ রতন,

অবোধ ইহারা, না জানে যতন ব্রাহ্মণের।

দিন্ শ্রীচরণ,

অঙ্গীকৃত বাক্য করিব পালন।

পুত্রমাংস করায়ে ভোজন,

মুক্ত হব মোর সত্যপাশ হ'তে।

বৃষসেন। মন্ত্রি মহাশয়! আমি কোথায়? চতুর্দ্দিকে যে জ্বলন্ত অগ্নি; একি দহ্যমান মরুভূমি না অগ্নিকুণ্ড!

মন্ত্রি। না বৎস, এ যে রাজসভা।

বৃষসেন। একি রাজসভা! যা দেখেছি, তবে কি সবই সত্য? সত্যই কি এক অতিথি-ব্রাহ্মণ এসেছে? সত্যই কি পিতা তাঁর নিকট ভীষণ সত্যপাশে বন্দী হ'য়েছেন? তবে সত্য সত্যই কি

আজ আমার জীবন-আলোক, আমার স্নেহ-উদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুম, প্রাণাধিক ভ্রাতা বৃষকেতুর জীবনলীলার শেষ দিন? না, না, মন্ত্রি মহাশয়! বোধ হয় আপনার ভ্রম হ'য়েছে; এ নিশ্চয়ই অগ্নিকুণ্ড! ধূ ধূ ক'রে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্লে! পুড়ে গেলেম, পুড়ে গেলেম! আপনারাও ভস্মসাৎ হ'চ্চেন, জগৎও ভস্মীভূত হ'চ্চে; বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, সব অগ্নিময়! সব অগ্নিময়!!

মন্ত্রি। কুমার! প্রকৃতিস্থ হ'ন; আমরা থাক্‌তে কখনই এই সর্ব্বনাশ ঘটুতে দোব না! এতে প্রাণ দিব তাও স্বীকার, তথাপি কার সাধ্য যে সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু বৃষকেতুর গাত্রে হস্ত নিক্ষেপ ক'র্‌তে পারে?

বৃষসেন। মন্ত্রি মহাশয়! এই অগ্নিকুণ্ডে আপনি একমাত্র শান্তি-জলস্বরূপ। আসুন, আসুন, মন্ত্রি মহাশয়! হৃদয়ে আমার নব বল দিন্; সাহস, ক্ষমতা, ধৈর্য্য, সময়োপযোগী যে যে বস্তুর প্রয়োজন, সেই গুলি আমায় প্রদান করুন, দেখি, কোন্ পাপাত্মা আমাদের হৃদয়ভাণ্ডার হ'তে সংসারের সারবান্ মহামূল্য ধন বৃষকেতুকে অপহরণ ক'র্‌তে পারে?

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আপনার এই পুত্রটী ক্ষিপ্ত নাকি?

বৃষসেন। আমি ক্ষিপ্ত, উন্মাদগ্রস্ত, বায়ুগ্রস্ত, পাগল। পাগল ক'রেছ, আগে পাগল ছিলাম না, এখন পাগল হ'য়েছি।

কর্ণ। বৎস! কেন এরূপ অধীর হ'চ্চ।

বৃষসেন। নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর পিতঃ! কেন আমি অস্থির হ'চ্চি জান

না? ভাবিয়ে ভাবিয়ে পাগল ক'রেছ, কত কঠিন কথা ব'লেছ, হৃদয়ে কত যন্ত্রণা দিয়েছ, সেই জন্যই ত আজ এরূপ পাগল হ'য়েছি; সেই জন্যই ত আজ হৃদয়ের সব কথা সরলভাবে ব'ল্‌ছি।

ব্রাহ্মণ। ব'লে আর কি হ'চ্চে, আর পাগল হ'য়েই বা করবে কি?

বৃষসেন। কি ক'র্‌ব—কি ক'র্‌ব? আজ এই দণ্ডেই স্বপুত্র-হননেচ্ছুক নিষ্ঠুর কঠিন পিতার সঙ্গে তোর ন্যায় কপট পরম অধর্ম্মাচারী ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণকে এই অস্ত্রাঘাতে বিশেষ শিক্ষা দিয়ে হৃদয়ের যত আগুন সব নির্ব্বাণ ক'র্‌ব। (হননোদ্যত)।

ব্রাহ্মণ। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ! পাগল—পাগল, কাট্‌লে—কাট্‌লে, শান্তিরক্ষক! দেখ্‌ছেন কি? এ যে সম্পূর্ণ উন্মাদগ্রস্ত!

কর্ণ। বৃষসেন! ক'র্‌ছিস কি? আমি যখন প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তুই কি তখন আমার সে প্রতিজ্ঞা-পথে কণ্টক দিতে পারিস্? মূর্খ! যদি তুই নিজের মঙ্গল চাস্, তাহ'লে এখনও ব'ল্‌ছি, শান্তভাব অবলম্বন কর্।

বৃষসেন। মঙ্গল? পিতঃ! কিসের মঙ্গল? কিসের শান্তি? আপনি একটী নির্দ্দোষ সরলহৃদয় দুগ্ধপোষ্য শিশুর সকল সুখের হন্তা হ'য়ে, তাকে চিরদিনের জন্য ভবধাম হ'তে বিদায় দিবেন, আর আমরা নিজের মঙ্গল, নিজের শান্তি চিন্তা ক'রে ভেকের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাব অবলম্বন ক'র্‌ব? কেন, আমাদের হৃদয়ে কি ধর্ম্মবল নাই? পিতঃ! পিতঃ! এতে কি অধর্ম্ম হবে না? আপনি এ অতিথি-সৎকারে কি ধর্ম্মোপার্জ্জন ক'র্‌বেন? সর্পের

ন্যায় আপনার অজ্ঞান শিশু-সংহারে আপনার সে ধর্ম্ম কোথায় থাক্‌বে? এই কি আপনার ধর্ম্মোপার্জ্জন? রাজার কি এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম! পিতঃ! আপনি এ কঠিন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন—পরিত্যাগ করুন। আমরা সকলে মিলে ব্রহ্ম-কোপানলে ভস্ম হব; মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হ'য়ে চিরকাল নরক-কীটের ভীষণ দংশন-যাতনা সহ্য ক'র্‌ব, কিন্তু তা ব'লে পিশাচের ন্যায় এ পৈশাচিক কার্য্য কখনই দেখ্‌তে পার্‌ব না। ব্রাহ্মণ, এই কি ব্রাহ্মণ! এই কি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মনিষ্ঠা! হায়,হায় সনাতন ধর্ম্ম কি লুপ্ত হ'য়েছে! জগতে কি আর শাস্ত্র নাই! মন্ত্রি মহাশয়! রাজপারিষদ্‌গণ! আপনারা কি দেখ্‌ছেন? অন্যায়ে, অবিচারে, কপটতায়, অধর্ম্মে রাজ্য গেল! নরক-সাগরের অতল জলে ডুবে গেল! পিতা রাক্ষস! রাজা রাক্ষস! ব্রাহ্মণ রাক্ষস! রাক্ষসকে বিশ্বাস নাই। আজ রাক্ষস পিতাকে হত্যা ক'রে রাজ্য নিষ্কণ্টক ক'র্‌ব, ক'র্‌ব, ক'র্‌ব।

(হননোদ্যত হইলে মন্ত্রী ও সেনাপতি কর্তৃক ধারণ)।

বৃষসেন। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও; আমায় তোমরা ছেড়ে দাও; আর বাধা দিও না। ভক্তি—শ্রদ্ধা জন্মের মত গেছে, সব গেছে, নির্দ্দয় কিরাত পিতার কার্য্যানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সব গেছে, আর পিতার মুখ দেখ্‌ব না, আর পিতার পুত্র ব'লে পরিচয় দোব না, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও।

কর্ণ। মন্ত্রি! দুর্ব্বৃত্তকে পরিত্যাগ কর, ও পাপিষ্ঠ আমার পুত্র কখনই নয়। প্রতিহারি! প্রতিহারি!

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আপনার ঔরসে এরূপ কুসন্তান জন্মগ্রহণ ক'রেছে ?

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। কি আজ্ঞা মহারাজ!

কর্ণ। প্রতিহারি! তুই এই নরাধম পুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে কারাগারে ল'য়ে যা। (স্বগত) পুত্র হ'য়ে পিতার ধর্ম্মপথের বিরুদ্ধাচারী! (প্রকাশ্যে) দাঁড়িয়ে রৈলি যে? দে দে, শৃঙ্খল দে। আমিই পাপিষ্ঠকে বন্ধন করি! (শৃঙ্খল গ্রহণ ও বন্ধন) যা প্রতিহারি! পাপাত্মার কারাগারস্থ অন্ধকূপেই স্থান।

বৃষসেন। নির্দ্দয় কিরাত! নিষ্ঠুর রাক্ষস! এবার আপনার পুত্র হত্যা ক'রে বংশে ধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধি কর। কি ব'ল্‌ব আজ সহসা শৃঙ্খলবদ্ধ হ'লেম, নতুবা—(শৃঙ্খল ভঙ্গ করিতে চেষ্টা) অহো বন্ধন-যন্ত্রণা! মন্ত্রি-মহাশয়! সেনাপতি মহাশয়! আপনারা সম্মুখে ন্যায় অন্যায় সমুদায়ই দেখ্‌লেন, আরও দেখুন যে, নিষ্ঠুর পিতার কিরূপ কঠোর ব্যবহারে আজ একটি নিরাশ্রয় দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবন সংহার হবে! আপনাদের নিকট এখন আর আমার অন্য কোন অনুরোধ নাই, তবে এই নিবেদন যে, পিতার ধর্ম্মরাজ্যে বাস ক'রে, পিতার ধর্ম্মাচরণ দর্শন ক'রে, আপনারা যদি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন, তাহ'লে থাকবেন; নতুবা এই সময়ে, এই সুযোগে সকলে পাপরাজ্য পরিত্যাগ করুন। পিতঃ! আমি পাগল হই নাই; আপনি বরং আমার বন্ধন ক'রে বিলক্ষণ উন্মত্ততার

পরিচয় দান ক'র্‌লেন। আমি ব'লে সহ্য ক'র্‌লেম, কিন্তু পরদুঃখকাতর রাজ্যবাসীরা আপনার এইরূপ অবৈধতা কখনই দর্শন ক'র্‌তে পার্‌বে না। হায় রে! ভাইএর তুল্য ধন আর সংসারে নাই। আজ আমার সেই সোণার ভাইকে পিতা বিনা অপরাধে এক ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণের কৌশলে বিসর্জ্জন দিতে যাচ্চেন! রাজ্যবাসিগণ! তোমরা কাপুরুষ। এখনও এই সব অন্যায় দর্শন ক'র্‌ছ? বর্ম্ম পর, অসি ধর, ধনু ধর, শর লও, বড়শা লও, এ হেন রাক্ষসের উপযুক্ত দণ্ড বিধান কর! দেখ্‌ছ কি, এবার স্ত্রী, পুত্র, ধর্ম্ম, সংসার সব যাবে, সব যাবে, সব যাবে। (রোদন)।

কর্ণ। প্রতিহারিন্‌! দাঁড়িয়ে রৈলি যে? ব্রাহ্মণ মহাশয়কে বিশ্রামের স্থান দিয়ে, পাপিষ্ঠকে কারাগারে ল'য়ে যা।

প্রতিহারী। ব্রাহ্মণঠাকুর আসুন। কুমার চলুন।

[প্রতিহারী সহ ব্রাহ্মণ ও বৃষসেনের প্রস্থান।

কর্ণ। (স্বগত) ধর্ম্ম সাক্ষী হও; আজ ধর্ম্মরক্ষার জন্য হৃদয়ের ধনকে চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিতে যাচ্চি যাই, একবার অগ্রে পদ্মাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করি গে (গমনোদ্যত)

সেনাপতি। কোথা যাও, কোথা যাও, নির্দ্দয় কিরাত!

কোথা যাবে দিয়ে সাজা প্রাণে?

নহি কি আমরা কেহ?

দেহ কি হে আমাদের অবসন্ন এত?

তব অন্নে হ'তেছি পালিত ব'লে,
কুতূহলে করিবে কি চরণে দলন ?
দুরাশা—দুরাশা সে তোমার।
পুত্রেরে ক'রেছ ব'লে শৃঙ্খলে বন্ধন,
কর দেখি আমাদের সেরূপ পীড়ন,
তবে দেখা যাবে তব যত পরাক্রম।
বৎস বৃষসেন, ব'লেছে তোমায়
"নির্দ্দয় কিরাত তুমি"
দিয়াছ হে দণ্ড তাই;
কিন্তু মোরা পুনঃ সগর্ব্বে তোমায় বলি,
"তুমি রাজা পুত্রঘাতী পাপিষ্ঠ পামর,
পরম অধর্ম্মাচারী অঙ্গ-অধিরাজ।"
কর নৃপ! আমাদের কি করিবে এবে ?

গীত

কেদারী—ঝাঁপতাল।

অঙ্গ-ভূপতি, দুর্ম্মতি, দেখি কি ধরে শকতি।
দিল সেনাপতি এই বক্ষঃ পাতি॥
জানি হে তুমি বীরবর, হানিবে প্রখর শর,
তাহে কি করি ডর, মোরা সম্প্রতি।
তব জ্যেষ্ঠপুত্র বৃষসেন ধন, অকারণে তারে করিলে বন্ধন;—
এই কি রাজার রাজশাসন, করিতে পাষণ্ড দলন,
ক'রিব আজি রণ, রণরঙ্গে মাতি।

কর্ণ। সেনাপতে !
ভাব দেখি চিতে, হৃদয় কাতর কিনা মোর ?
কি করিব, সত্যপাশে বন্দীভূত আমি।
সত্য-রক্ষা-হেতু, পুত্রহত্যা
অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি।
শুনিলে মনের ভাব ?

সেনাপতি। শোন নৃপ! আমাদের মনোভাব তবে।
হেন সত্য কর পরিহার,
যদি রাজ্যে চাও শান্তির বিস্তার ;
নহে, রাজ্যবাসী সবে রাজদ্রোহী,
বহিবে না আর অধীনতা-ভার।
গৃহে গৃহে, দ্বারে দ্বারে জ্বালাবে বিদ্বেষানল,
কাঁপাইবে সাগর, ভূধর, বন, বনান্তর,
বৃষকেতু বংশধরে ল'য়ে যাবে দেশান্তরে,

মন্ত্রী ও সেনাপতি। তথাপি তোমার সত্য,
নাহি দিবে করিতে পূরণ।

কর্ণ। ভাল, ভাল, তাই দেখা যাবে। (গমনোদ্যত)

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। মহারাজ, মহারাজ, কুমার বৃষসেন পথিমধ্যে শৃঙ্খল ভগ্ন ক'রে দুর্গমধ্যে প্রবেশ ক'রেছেন। সৈন্যগণকে উৎসাহিত

ক'রেছেন, সৈন্যগণও তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হ'য়ে নগর আক্রমণ ক'র্ছে।

কর্ণ! হায়! কি সর্ব্বনাশ! ধর্ম্মপথেও এত বিঘ্ন আছে! প্রতিহারি! তবে তুই অস্ত্রাগার হ'তে শীঘ্র ক'রে ধনু, শর, অসি, বর্ম্ম ল'য়ে আমার পশ্চাতে আয়; আমি অগ্রসর হ'লেম্।

ধিক্ পুত্র তোরে!

কর্ণক্রোধানলে কিসে তুই পাবি অব্যাহতি?

[বেগে প্রস্থান।

সেনাপতি ও মন্ত্রী। (উচ্চৈঃস্বরে)

প্রজা তার হইলে সহায়,

তুমি বল কি করিবে তার?

শোন নৃপ ! আজি মোরা রাজদ্রোহী সবে।

মন্ত্রী। এস ত্বরা সেনাপতে!

কুমারের লইগে শরণ।

সেনাপতি। অহো, এত দিনে অঙ্গরাজ্য হ'ল ছারখার!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

ভেরীধ্বনি করিতে করিতে বৃষসেনের প্রবেশ।

বৃষসেন। রাজ্যবাসি! নগরবাসি! পল্লীবাসি! আর ঘুমাইও না,

ঘুমাইও না। জাগ, জাগ, জাগ। তোমাদের আজ কি সর্ব্বনাশের দিন, তাকি তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? উঠ, উঠ, বর্ম্ম পর, অসি ধর, ধনু তূণ শর লও! আপনার স্ত্রী-পুত্র-সংসার রক্ষা কর। পিতা কর্ণ পাগল হ'য়েছেন; এক জটিল ব্রাহ্মণের চাতুরীতে পাগল হ'য়ে আপনার অতি শিশুপুত্র বৃষকেতুর শিরশ্ছেদন ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছেন। এ দিকে তিনি স্বয়ং এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষসেন উভয়েই কুরুযুদ্ধে সেনাপতিপদে বরিত হ'য়েছেন; সে যুদ্ধে উভয়েরই ধ্বংস নিশ্চয়। তাহ'লেই তোমাদের একমাত্র সম্বল বৃষকেতু। সেই রাজবংশধর বৃষকেতুকে মহারাজ পিতা আমার, বিনা অপরাধে সংহার ক'র্‌বেন। নগরবাসি! নগরবাসি! এই রাক্ষসরাজার রাজ্যে তোমাদের আর শান্তি নাই। তোমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সব গেছে, সব গেছে। এবার তাঁর করাল-কবলে তোমাদের জাতি, মান, কুল, শীল, স্ত্রী, পুত্র সকলে পড়্‌বে। পালাও, পালাও, রাজ্য ছেড়ে পালাও। নতুবা এস, এস, হৃদয় বাঁধ; ক্ষমতা বিস্তার কর; দুষ্ট রাজার দণ্ডবিধান কর। (পুনর্ব্বার ভেরী বাদন)।

সেনাপতি ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

সেনাপতি ও মন্ত্রী। কুমার! এই ত এসেছি। এখন কি ক'র্‌তে হবে বলুন?

বৃষসেন। কি ক'র্‌তে হবে, জান না? তরবারি লও, ধনু লও,

বিদ্বেষানল জ্বালাও, ব্রাহ্মণকে রাজ্য হ'তে তাড়াও। বৃষকেতুকে স্থানান্তরিত কর, দুর্বৃত্ত পিতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর।

মন্ত্রী। হায় মাণিকচাঁদ! এই সময়, এই দুর্দ্দিনের সময় যদি তুমি প্রকৃতিস্থ থাক্‌তে, তাহ'লে আজ আর আমাদের কোন অভাবই থাক্‌ত না।

বৃষসেন। এখনই বা অভাব কি? যদি শত তৃণ একত্রিত হ'য়ে সুবৃহৎ মদমত্ত কুঞ্জরকেও বন্ধন ক'র্‌তে পারে, তাহ'লে আর আমরা কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌ব না? আমাদের পঞ্চাশৎ সহস্র সেনা, রাজা একাকী।

মন্ত্রী। তাহ'লে আর হবে কি? রাজা স্বয়ং জ্বলন্ত অগ্নি, তাতে আবার বীরাঙ্গনা চন্দ্রা রাজার বিশেষ পক্ষপাতিনী—জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি স্বরূপ।

সেনাপতি। তবে কি নৃশংস রাক্ষস-রাজার পদানত হব'?

মন্ত্রী। কখনই নয়, প্রাণ গেলেও নয়; কিরাতের সহিত আর সদ্ভাব কি? কুমার! সৈন্যগণ এখন কোথায়?

বৃষসেন। দশ সহস্র সৈন্য নগর আক্রমণে, দশ সহস্র সৈন্য বৃষকেতুর রক্ষণে, আর অবশিষ্ট ত্রিশ সহস্র সৈন্য পিতার বিপক্ষতাচরণে সম্মুখ যুদ্ধে নিয়োগ ক'রেছি। আমি, আপনি আর সেনাপতিমহাশয় নগরবাসিগণকে উৎসাহিত করিগে আসুন। কেহই যেন পিতার পক্ষ সমর্থন না করে। আজ আমরা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত

ক'র্ব। ব্রাহ্মণ তা দেখে রাজ্যত্যাগ করুক। কিন্তু মন্ত্রি মহাশয়! হৃদয় বড় কাঁদ্‌ছে; কিছুতেই উদ্বেগ শান্ত হ'চ্চে না, যেন সম্মুখভাগে সেই বধ্যভূমি। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ যেন সাক্ষাৎ করাল কৃতান্তের ন্যায় আপনার ভয়ঙ্কর লোল-রসনা ও দীর্ঘ দংষ্ট্রা বিস্তার ক'রে গ্রাস ক'র্‌তে সমুদ্যত হ'য়েছে। আর আমাদের বংশের ভবিষ্যৎ কেতু, ভাই বৃষকেতু যেন পিতাকে নিদারুণ সত্যপাশ হ'তে মুক্ত ক'রবার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছে। আর সময় নাই আর সময় নাই। মন্ত্রি মহাশয়! শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন, আমরা শীঘ্র বৃষকেতুর নিকটে যাই চলুন

[বেগে প্রস্থান।

সেনাপতি। ক্রীড়াচত্বরের অভিমুখীন হ'ন, আমরা যাচ্চি।

[বেগে মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রস্থান।

কর্ণের বেগে প্রবেশ।

কর্ণ। কৈ, কোথায় গেল! পিতৃদ্রোহী কুলাঙ্গার বৃষসেন কোথায় গেল? আজ দুরাত্মার রক্ত দর্শন না ক'রে প্রতি-নিবৃত্ত হ'চ্চি না। দাঁড়া, দাঁড়া দুষ্টগণ, আজ ধনুর্দ্ধর কর্ণের কিরূপ পরাক্রম দর্শন কর্।

[বেগে প্রস্থান।

অন্য দিক্ হইতে ব্রাহ্মণের বেগে প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! যাবেন না, যাবেন না। ব্রাহ্মণের বাক্য রক্ষা করুন। মহারাজ! মহারাজ!

কর্ণের পুনঃপ্রবেশ।

কর্ণ। আজ্ঞে, দাসকে বাধা দিবেন না, দুরাত্মারা নগর ছারখার ক'রে দিচ্চে।

ব্রাহ্মণ। এত ক্রোধে কোথায় যাচ্চেন?

কর্ণ। দুরাচার, বংশের অঙ্গারস্বরূপ, যাকে পুত্র ব'ল্‌তেও সঙ্কুচিত হই, সেই পাপিষ্ঠের দণ্ডবিধানের জন্য।

ব্রাহ্মণ। বলি, পুত্রের দণ্ডের জন্য আমায় কেন দণ্ড দেন?

কর্ণ। কি করি দেব! সম্মুখে ত সবই দেখ্‌লেন।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! দেখে আর ক'র্‌ব কি? দৃশ্য বস্তু দেখে ত আর উদর তৃপ্ত হয় না। মহারাজ! আমি একে বৃদ্ধ, বৃদ্ধ হ'লেই ক্ষুধাগ্নিটা কিছু প্রবলই হ'য়ে থাকে; তাতে আবার কাল হ'তে উপবাসী।

কর্ণ। মহাত্মন্! আর একটু সময় দিন, আমি একবার সেই দুষ্ট পিতৃদ্রোহী পুত্রের শিরোরক্তে হস্ত রঞ্জিত ক'রে পাপিষ্ঠের অবৈধতার প্রতিফল প্রদান ক'রে আসি।

ব্রাহ্মণ। আর আমি তীর্থের কাকের ন্যায় তোমার মুখাপেক্ষী হ'য়ে এখানে ব'সে থাকি! মহারাজ! এরূপ অতিথিসৎকার কোথায় শিক্ষা ক'রেছিলেন? আরে দুর্বৃত্ত! বকধার্ম্মিক! এই কি তোর ধর্ম্মাচরণ? এই কি তোর ব্রাহ্মণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি? আমি কল্য হ'তে উপবাসী, আর তুই নিজ প্রভুত্ব প্রদর্শনে ব্যগ্র?

কর্ণ। ব্রাহ্মণকুলতিলক! আপনাকে অধিক আর কি ব'ল্‌বো, সে পাপিষ্ঠেরাই আমার ধর্ম্মকার্য্যে বহু বিঘ্ন ঘটাচ্চে।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! ও সব অসারবাক্য, ও সব ভণ্ডামি পরিত্যাগ করুন। ছলনা ও চাতুরী ছেড়ে সরলভাবে সরল কথার উত্তর দিন।

কর্ণ। আজ্ঞা করুন, কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী, আমার এতে শঠতা—

ব্রাহ্মণ। ভণ্ড! আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না কর্ণরাজ! মাংস দাও, ক্ষুধানলে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখ্‌ছি; অবিলম্বে—অবিলম্বে মাংস দাও, নৈলে ব্রহ্মহত্যা হবে। আর মহারাজ! ঐ সঙ্গে ব্রহ্ম-ক্রোধানলে বংশ ধ্বংস হবে। (ক্রোধে কম্পন)।

কর্ণ। (স্বগত) রে দুর্ব্বৃত্তগণ! আজ তোরা অব্যাহতি পেলি, কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি। কি করি, কোথায় যাই! সকলেই বিপক্ষ। ওরে! কর্ণের আজ আপনার ব'ল্‌তে এই ভূমণ্ডলে আর কেউ নাই! নগরবাসী, রাজ্যবাসী, এমন কি আপনার ঔরসজাত পুত্র পর্য্যন্ত বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রেছে। কার কাছে যাই! কে আমার এমন বন্ধু আছে যে, এ বিপ কালে সহায়তা ক'র্‌বে। মনে ক'রেছিলাম অস্ত্রবলে প্রজাগণকে বশীভূত ক'রে, দুস্তর প্রতিজ্ঞাসাগর হ'তে উত্তীর্ণ হ'য়ে ব্রাহ্মণের সন্তোষসাধন ক'র্‌বো। তা ত হ'ল না, ব্রাহ্মণ মহাশয়ও সে পথে কণ্টক দিলেন! হায় রে, এখন কোথায় যাই! এক দিকে ব্রহ্মকোপানল, অন্য দিকে প্রজার রোষানল

অহো! চারি দিকেই জ্বলন্ত বিদ্বেষাগ্নি! তবে এ প্রলয়ের ঘোর কালানলে কিসে রক্ষা পাবো? তবে কি এ হতভাগা হ'তে ব্রাহ্মণের মনোবাসনা পূর্ণ হবে না? ব্রাহ্মণকে কি বঞ্চিত হ'য়ে গৃহ হ'তে বহির্গত হ'তে হবে? প্রাণ থাক্‌তে নয়, কর্ণের জীবন থাক্‌তে ত নয়ই।

গীত

মিশ্রসিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

পারিব না এ জীবনে বঞ্চিতে ব্রাহ্মণে।
কিঞ্চিত সুখ কারণে, সঞ্চিতে এক সন্তানে,
বঞ্চিত কি ধর্ম্মধনে হবো ব্রহ্মকোপাগুনে।
শঙ্কিত না হয় অন্তর, যদি কৃতান্ত করে অন্তর,
এ যে ব্রহ্মশাপান্তর, পাবে বংশ লোকান্তর,
মম অন্তে নিরন্তর, গাবে নিন্দা ভুবনে।

কর্ণ। (প্রকাশ্যে) ব্রাহ্মণঠাকুর! আপনি বিশ্রাম-মন্দিরে একটু অপেক্ষা করুন গে। আমি অবিলম্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ ক'রছি। আপনার আজ্ঞামত আমি আর পাপিষ্ঠদের দণ্ড বিধানের জন্য যাব না।

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! এটি যেন মনে রাখ্‌বেন, আমি ক্ষুধার্ত্ত, সময় বিলম্বে অনর্থ ঘট্‌বার সম্ভাবনা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পল্লীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ।

নেপথ্যে নাগরিকগণ।

নাগরিকগণ। গেল রে গেল রে! পালা রে পালা রে। হায় হায়! কি হ'লো, কি হ'লো।

সভয়ে, ত্রস্তভাবে, লাঙ্গলস্কন্ধে অগ্নিভাণ্ড ও বেওনা-হস্তে লটুয়া, গাত্রমার্জ্জনি-স্কন্ধে তরকারি আদি হস্তে হাট-প্রত্যাগত ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও মধোর বেগে প্রবেশ।

নাগরিকগণ। হায়! হায়! হায়! গেল, গেল, গেল! পালারে পালা রে, গেল রে গেল রে।

লটুয়া। হাদেরে শেলির পো, পেলিয়ে আনারে। গুয়োটা পেলিয়ে আয়, পেলিয়ে আয়। মুনিষ খেগো বাম্‌নারে, মুনিষ খেগো বাম্‌না—রে—(বিকট চীৎকার)

মধো। হাঁ চাচা! কি হইছে? হাঁ চাচা কি হইছে?

ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ। হাঁ চাচা, কি হ'য়েছে, অাঁ, কি হ'য়েছে! বল্ বাপ্। বলড়ামজী! বিপত্তে মদুসূদন! বল বাপ্! ভয়ে আমাড় আত্মাড়াম খাঁচা-ছাড়া হচ্চে।

লটুয়া। কি হোবে, আরে রে যা হোবার সেই হইছে রে বাপ্পা, ও শেলির পো, কোথাকার বেমুন আইছে, সেউটো একশ হাত লোম্বা! বাপ্পা, সেউটার একশ হাত চুল। একশ হাত দাঁত। তার পেট্টা জালার মতন। হাতি, উঠ, বগ্রি, মুরগ, যা কিছু পাইছে, সব গেল্ছে। আম্বার ছোট্টু ছাবালটা না কি গ্যাল্ছে বাপ্পা; সেউ লাগি মোরা পালাইছি রে বাপ্পা। মিঠুয়া, মিঠুয়া!

ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও মধো। (ভয়ে ভূতলে পতন) হায় হায় কি হ'লো, কি হ'লো! ও গিন্নি, গিন্নি! হায় হায়, হায় কি হ'লো (বিকট ক্রন্দন)।

জনৈকা ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

ব্রাহ্মণী। (চীৎকার করিতে করিতে) ওমা, ওমা কি বলে গো! আমাড় যাদু যে পাঠশালায় লিখ্তে গেছে গো! কত্তা যে আমাড় হাটে গেছে গো! ওগো কি-হ-বে গো! ওড়ে কি হ'লো ড়ে—ও কর্ত্তা—ও কর্ত্তা!

ভট্টাচার্য্য। ও গিন্নি, ও গিন্নি!

ব্রাহ্মণী। ও কর্ত্তা, পালিয়ে এস গো, ওগো ড়াক্ষস এসেছে গো! ছেলে ধড়া জু-জু গো।

ভট্টাচার্য্য। ধড়, গিন্নি ধড়! বিপত্তে মধুসূদন, বিপত্তে মধুসূদন! সুথ হ'লো না, সুথ হ'লো না। হায়, হায়, হায়!

সকলে। হায় হায় হায়! কি হ'লো! ওরে সব গেল রে! (রোদন)

লটুয়া। আরে মিঠুয়া, মিঠুয়া! ছেলে খেগো আক্কস রে, পেলিয়ে আয়—

দ্রুতপদে মিঠুয়ার প্রবেশ।

মিঠুয়া। এই যে মুই দেঁরিয়ে গো মামু।

লটুয়া। আরে শেলির পো, পেলিয়ে আয় না রে। হা—যে—ঝিলি মিলি—জু-জু রে বাপা। হায় হায়! মুই এম্নি মুনিষের ছাই যে ছাবালদিগে—

ভট্টাচার্য্য। গিন্নি, হা—যে—হিলি মিলি—জু-জুড়ে ক্ষেপী।

ব্রাহ্মণী। কর্ত্তা, লুকিয়ে এসো গো। ঢোকো—ঢোকো—লুকোও। বাবাড়ে আমাড়!

ভট্টাচার্য্য। গিন্নি! এ যে হিলি মিলি জুজুড়ে ক্ষেপী। যাই যে মা!

মোট মস্তকে রেধো তন্তুবায়ের প্রবেশ।

রেধো। আক্কস, আকস, আক্কস! পালা রে শালারা পালা। হাতি-শালা, ঘোড়াশালা, উটশালা, পাখিশালা, অতিথশালা সব ফাঁক ক'রে দিচ্চে। পাঠশালায় ঢুকে ছেলে গুলোকে ধ'র্‌ছে আর গিলছে, বাপ্ মা ব'ল্‌তে দিচ্ছে না। শেষে আজার ঘরে গিয়ে ঢুকলো রে। হায়, হায়, কি হ'লো!

ব্রাহ্মণী। ও বাবা যাহ্ ড়ে, কি হ'লো ড়ে বাবা! ও কর্ত্তা—কি হ'লো। ছেলেটাড় জন্যই যত ভয় কর্ত্তা, যত ভয়।

ভট্টাচার্য্য। গিন্নি, বংশ ড়'ক্ষে হ'লো না, বংশ ড়'ক্ষে হ'লো না। বুড়ো বয়সে আড় কি হবে! বাবা ড়াধু—গিন্নীকে শান্ত কড়। আগো কি হ'লো গো!

লটুয়া। রাধু দাদা, আক্কস বামুন কি ক'র্‌ছে?

রেধো। এই বেরোল বেরোল ক'র্‌ছে।

নেপথ্য হইতে মাণিকচাঁদ।

মাণিকচাঁদ। কারা চীৎকার করে? মার্‌ বেটাদিগে মার্‌। সব বেটাকে খুন কর্‌।

ব্রাহ্মণী। ঐড়ে বাবা, হায় হায় কি হ'লো! হায় হায়! কর্ত্তা চল, তোমায় ছুঁতো হাঁরি চাপা দিয়ে ড়াখিগে। ও বাবা—

ভট্টাচার্য্য। গিন্নি, তুমি আমাড় মা বাপেড় কাজ ক'ড়্‌ছ। তোমাড় ড়িণ আমি কখনই শুধ্‌তে পাড়্‌ব না।

[ভট্টাচার্য্যকে লইয়া গিন্নীর বেগে প্রস্থান।

ভিক্ষার্থে করতাল হস্তে জনৈক ভেকধারী বৈষ্ণব ও জনৈকা ভেকধারিণী বৈষ্ণবীর প্রবেশ।

গীত।

সিন্ধু ভৈরবী—দোলন আড়খেম্‌টা।

বৈষ্ণব। (আমার) রসে ভরা রসের নাগরী,
বয়স হ'লো বছর বাটেক তবু রয় ছুঁড়ি।

বৈষ্ণবী। ভীমরথী মিন্সে আমার প্রাণ করে চুরি।।

বৈষ্ণব। ছেলে হয় না ব'লে ভাই, আমার এ ভাগলপুরে পাই,

বৈষ্ণবী। মাইরি ভাই, মাইরি ভাই, সত্য ব'ল্‌ছি ভাই,

উভয়ে। ঐ দেখ্‌ ছুটছে কত ছোঁড়া ছুঁড়ি ছেলে হওয়া কি শুখুরি।

বৈষ্ণব। সাবাস বলিহারি যাই, ছুঁড়িগুলোর কিছু আক্কেল নাই,
বৈষ্ণবী। বছরেতে তিনটে বিয়োয়, বাহবা তারিপ্ ভাই,
বৈষ্ণব। মেয়ের মধ্যে তুই, পুরুষের মধ্যে মুই ;
উভয়ে। আমরা বাঁজা বাঁজী কাজের কাজী (আমরা) ইসারাতে কাজ সারি।

বৈষ্ণব। ওগো, ওগো সব মা ঠাকুরুণরা, চারটি ভিক্ষা দাও মা ! জয় রাধে, জয় রাধে।
বৈষ্ণবী। তা বৈ কি ভাই।

মাণিকচাঁদের প্রবেশ।

মাণিকচাঁদ। আজ সব বেটাকে খুন ক'র্‌বো। আমার রাধাকিষণজীকে ভুলে বেটারা ভিক্ষা ক'র্‌তে বেরিয়েছে, এখনও ঝুলি কাঁথা ফেল্ ব'ল্‌ছি। কেবল বল—জয় রাধাকিষণজী ! জয় রাধাকিষণজী ! ওরে তাহ'লে আর ভিক্ষা ক'র্‌তে হবে না। এখনও ফেল্‌লি না ! এই মার্‌লেম, একটা চাপড়েই মাথার খুলি ভেঙে দোব ব'ল্‌ছি। বেটা মর্‌লি এবারে— (প্রহারোদ্যত)।
বৈষ্ণব। হাঁ হাঁ, কর কি ! একটা কথা বলি শোন দেখি ; বল দেখি সে কার ধন ? তার পর মার্‌বে এখন।
মাণিকচাঁদ। সে আবার কার ধন ?
বৈষ্ণব। ভিখারীর ধন নয় কি ?
মাণিকচাঁদ। ভিখারীর ধন, ভিক্ষায় পাওয়া যায়। বুঝ্‌তে

পার্‌লেম না ; এখনও ব'ল্‌ছি, বেটা তুই ঝুলি কাঁথা ফেল্‌, নৈলে মার্‌লেম। (প্রহারোদ্যত)।

বৈষ্ণব। আমায় মেরে তোমার কি হবে ?

মাণিকচাঁদ। আমার কি হবে ? কি হবে, তা জানি না।

বৈষ্ণব। হা মূর্খ, তা বোঝ না, কেবল রাধাকিষণজীর নামে পাগল হ'য়েছে। আচ্ছা মার্‌তে পার মার। তুমি জান, তোমার রাধাকিষণজী আমাতেও আছেন ? আমাকে মার্‌লে তাঁকে মারা হবে ?

মাণিকচাঁদ। কি বল্লি, আমার রাধাকিষণজী তা হ'লে তোর হ'য়ে মার্‌ খাবেন ? যা, পালা, আমি তোদের ক্ষমা ক'র্‌লেম।

বৈষ্ণব। তা যাচ্ছি। কিন্তু সারতত্ত্ব বোঝ, মিথ্যা ভ্রমে পাগল সেজো না। জয় রাধে।

[বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর প্রস্থান ।

মাণিকচাঁদ। কি বল্লি বৈষ্ণব ভাই ! কি বল্লি, মিথ্যা ভ্রমে পাগল সাজ্‌লে চ'ল্‌বে না। আর একবার ব'লে যাও, সারতত্ত্ব বুঝি কি ক'রে ? সংসারে কি ক'রে সারতত্ত্ব বুঝ্‌তে হয় ? বৈষ্ণব ভাই রে, তোরা ভেকধারী হ'য়ে আমায় যে শিক্ষা দিয়ে গেলি, তাতে আমার সব পাগলামি আজ ঘুচে গেছে। কোথা রাধাকিষণজি ! দয়াময় ! দাস কি আপনার শ্রীচরণ পাবে না ? আমি যে আশার আশ্বাসে পাগল সেজেছি, সে আশা-পিপাসায় যে কণ্ঠতালু শুষ্ক হ'য়ে যাচ্চে। একবার দেখা দাও, হায়, হায় কি হ'লো ! হায় হায় হরি, কি ক'র্‌তে কি ক'র্‌লেম !

গীত।

গারা ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

হায় হায় কি করি উপায়।
কোথায় হরি, বিপদবারি, পাপতাপহারি দীনদয়াময়।
একবার দেখা দাও ভগবান, আশা-পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ,
দিয়ে শান্তিবারি কর শান্তি দান, ওহে শান্তিময় দীনের আশ্রয়।।
সাধ ছিল মনে, তোমা সনে সুখধাম বৃন্দাবনে,

(লয়ে জাহ্নবীর মাটি, গঠিব চরণ দুটী,
পূজিব হে বনজাত বিকসিত ফুলে।
ভক্তি-তুলসী ল'য়ে শ্রদ্ধা-চন্দন ছিটাইয়ে,
রাধাকৃষ্ণ-নাম মন্ত্রে দিব পদে তুলে।।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, করিব হে ও ত্রিভঙ্গ,
দাঁড়াইবে বামে রাধা বিনোদিনী হেলে।
সা রে গা মায় রাধানাম, বাঁশীতে গাহিবে গান,
মন-প্রাণ তাহে যেন যায় সব ভুলে ॥)

দাস্যভাবে করব খেলা, ভুলিয়ে সংসার-জ্বালা,
একি হরি তার হ'ল বিনিময়।।

মাণিকচাঁদ। (স্বগত) আমি পাগল হ'য়েছি, সংসারতত্ত্ব না বুঝে পাগল হ'য়েছি! বৃন্দাবন যেতে না পেয়ে যে পাগল হ'য়েছি তা ত নয়, সংসার-চক্রে আমাকে পাগল সাজতে হ'য়েছে। ঋষিঠাকুর যা ব'লেছিলেন, যা শিক্ষা দিয়েছিলেন,

তাতে পাগল হই নাই, পাঁচজনে আমায় পাগল ক'রে তুলেছে। তার উপর আবার বিষম সন্দেহ! নিরাকার সাকার ল'য়ে বিষম তর্ক! এ তর্কের মীমাংসা করে কে? ঋষিঠাকুর ব'লেছিলেন ত সন্দেহই অনর্থের কারণ, বিশ্বাসই মুক্তির পথ। বৈষ্ণব ভাই! তোমার বিশ্বাস আছে, তাই তুমি ওরূপ কথা ব'ল্‌লে; আমার তা নাই, কেবল গুরুর শিক্ষায় বিশ্বাস আছে ব'লে ভাব্‌ছি। তবে আমার কি হবে? এতে পাগল না হয় কে? তার উপর মায়া!

নারদের প্রবেশ

নারদ। মাণিকচাঁদ! এতে সকলেই পাগল, শুধু তুমি নও।

মাণিকচাঁদ। কে ও গুরুদেব! আসুন, আসুন, প্রণাম করি। (প্রণাম) তা হয় বটে গুরুদেব! কিন্তু আমার মত কেউ পাগল হয় নাই।

নারদ। সেটা তোমার ভুল বিশ্বাস। তুমি শঙ্কর পাগলের কথা শুন নাই?

মাণিকচাঁদ। তিনি কি আমার মত পাগল?

নারদ। নিশ্চয়ই।

মাণিকচাঁদ। তিনি যে এক হরিনামেই পাগল। তাঁর ত সন্দেহ নাই।

নারদ। আর তুমি কি? তোমার কিসে সন্দেহ?

মাণিকচাঁদ। আজ্ঞে, আমার সে সন্দেহ কিরূপে বলি? আমার

বিষম তর্ক। আবার তর্কেই ত সন্দেহের উৎপত্তি। তাতেই চিত্তের চাঞ্চল্য। গুরুদেব! আমি পাগল হ'য়েছি। পাগলকে ঔষধ দিন।

নারদ। যে বিষ্ণুচরণের ব্যবস্থা হ'য়েছে, তদ্ভিন্ন ত আমি আর ঔষধ দেখ্‌তে পাই নাই।

মাণিকচাঁদ। অন্য ঔষধের কি আর ব্যবস্থা ক'র্‌বেন না।

নারদ। না, এ রোগের এই ঔষধ। নতুবা অন্য ব্যবস্থা ক'র্‌তে গেলেই চিকিৎসকের যে নিন্দা হবে। তবে অনুপান দিতে পারি; রোগের উপসর্গ কি বল।

মাণিকচাঁদ। আমার রাধাকিষণজী সাকার কি নিরাকার? যদি সাকার হন, তাহ'লে আমার রাধাকিষণজীর হাতে বাঁশী, বাঁকা ঠাম, শ্যাম নাম, এ সব হ'লো কেন? এ সব কিছুই বুঝ্‌তে পারি না ঠাকুর্।

নারদ। বৎস! এবার বাহ্যজগৎ হ'তে অন্তর্জগতে প্রবেশ ক'রেছ। এখন আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ না ক'র্‌লে, সে ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বে না। বৎস! আজ এস, তোমার ন্যায় মুক্তিপিপাসু শিষ্যকে লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলা-রচনার মধুর ভাব বিশেষরূপে বুঝাই এস। মাণিক-চাঁদ! একবার প্রগাঢ় মনঃসংযোগ ক'রে বাহ্যজগতের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ কর।

হের রে সংসারধাম অকূল সাগর!
ক্রোধ হিংসা স্বার্থদলে, মিশিয়া জলধিজলে,
কেমন ভাসিয়া তারা যেতেছে সুন্দর!

কেমন কেমন মরি মনোমুগ্ধকর ! !
কত শত হাবভাব প্রেমের হিল্লোল !
বিলাসের হেমহার, আর কত অলঙ্কার,
পরিয়া কিরূপ দেখ হ'য়েছে বিভোল !
চঞ্চল হ'তেছ কেন ও রে রে পাগল ?

মাণিক। ভয় পাই মনে, উহাদের আচরণে প্রভো !

নারদ। তারপরে হের !
কুলে থাকি অই জীবকুল,
ব্যাকুল-অন্তরে ভ্রমে তারা।
অই দেখ মায়া নামে নারী,
নারী বটে রে সুন্দরী, যাদুকরী বিদ্যা জানে।

মাণিক। নাগো, নাগো—
অই নারী নিশ্চয়ই কালের কামিনী,
করালরূপিণী, জীবে খণ্ড খণ্ড করে,
ভেদ করে ওগো ওগো জীবের অন্তর,
নিরন্তর প্রভো ! বিষম আগুনে দাহে।
অই তার দীর্ঘ দংষ্ট্রা, বিশাল উদর,
বামা করে ধ'রে গ্রাসিতেছে বসুন্ধরা।
ওগো ওগো কোথা যাব আমি ! (ভয়ে কম্পন)।

নাদর। এস রে নিকটে, ভয় কিরে বাছা !
আরো দেখ বামার করম !
দারা-সুত-পরিজন,

কেমনে রে এক ডোরে করিয়ে বন্ধন,
ঘুরায় নিয়ত চক্রনেমী তুল!
ভুলে জীবকুল তাহে।
হের বৎস বামার কি মোহিনী মূরতি।
দেখেছ ত শরতের অমলচন্দ্রমা,
উপবনমাঝে হাস্যমুখী গোলাপসুন্দরী,
কোমল কমলোপরি কমপঙ্কজিনী,
নীল নৈশাকাশে তারকার দাম।
তাহা কিরে এত মন-উন্মাদন?
আহা মরি অই বামা,
ঐহিকের সুখের খেলনা!

মাণিক। আর কেন ওগো ভুলাও দাসেরে।
জানি জানি জানি, অই বামা বাধা দেয় পরকালে।

নারদ। ওরে বাছা, দেখ কুতূহলে
কি দারুণ সংসার-আশ্রম!

মাণিক। উদাস, শ্মশান প্রভো,
ধূ ধূ ক'রে জ্বলে চারিভিতে!
যায় পুড়ে বিশ্ববাসী অধর্ম্ম অনলে, পাপ-ঘৃতাহুতি-যোগে।

নারদ। ওরে যাদু! তবু নারে বুঝিতে এখন,
তবু করে আপন আপন!
সম্বন্ধ নাহিক কার, তবু বলে আপনার,
বল দেখি বাছা কি ভ্রান্ত বিশ্বাস।

মাণিক। ওগো ওগো ওতেই ত মজে জীবগণ।
তা না হ'লে আমি কি পাগল হই ?
কে জানে কেমন বন্ধন তাহা !

নারদ। আরে পাগল,
দেখ না বিচারি, কিছু নয় ও বন্ধন !
কর্ম্মকাণ্ড বড়ই কঠিন,
জ্ঞানকাণ্ড অতীব সরল।

মাণিক। কহ প্রভো জ্ঞান কিসে হয় ?

নারদ। ভাব ভাব, হবে জ্ঞান।

মাণিক। সেই জ্ঞান ব্রহ্ম সুনিশ্চয়।
কিসে হবে সেই জ্ঞান প্রভো !

নারদ। হের অই—
পুত্রহারা পাগলিনী জননী কাহার
বসিয়া শ্মাশানক্ষেত্রে ফেলে অশ্রুধারা,
হা পুত্র হা পুত্র ক'রে গভীর উচ্ছ্বাসে,
প্রতিধ্বনি উঠে তার আকাশ-প্রদেশে।

মাণিক। হায় রে নিষ্ঠুর পুত্র এ কি তোর প্রাণ !
কেমনে রে পিতা মাতা ভুলিলি অনা'সে ?
দেখ্ দেখ্ তোর সে জননী প'ড়ে কোথা
বক্ষে হানে করাঘাত দেখ্ রে নির্দ্দয় !

নারদ। দেখ্লি রে ও পাগল !
তবু দেখ মায়ার বন্ধন,

তবু বলে আমার নন্দন!

এ সংসারে কেবা কার,

আমার আমার কথা মিছে।

পিতা যায় পুত্র কাঁদে,

কাল করে হাস্যের বিস্তার!

মাণিক। তবু কেন লোকে বলে আমার আমার?

বল প্রভো! কি হবে আমার!

নারদ। আরে বাছা, কি হবে তোমার;

অই দেখ! অই অই,

সৌধ অট্টালিকা পড়িছে ভাঙ্গিয়া,

হইয়াছে তথা বনভূমি!

তাথিয়া তাথিয়া ক'রে নাচিছে পিশাচী,

ডাকিছে পেচক গবাক্ষ-মাঝারে।

যামঘোষ ঘোষে অই ভাগ্য-পরিণাম।

হের! রাজা বসি তরুতলে,

গণিছে কর্ম্মের ফল।

ভিখারীর মাথে রাজচ্ছত্র এবে।

গেছে তার পত্রবাস, তৃণশয্যা,

পরিধান গাছের বাকল।

বাছা, দেখে নে রে সব, বোস এই খানে।

(উভয়ের উপবেশন)

আসে কিরে কিছু মনে?

মাণিকচাঁদ। আহা আমরি রে! কোথা হ'তে এ সৌন্দর্য্যের পূর্ণমূর্ত্তির অবির্ভাব হ'ল! সংসার-আলেখ্যের কি রমণীয় মাধুরী! গুরুদেব! সংসার-সমুদ্রের অতল জলে ডুবে, একি সুমধুর বংশীর ধ্বনি শুনতে পাচ্চি। গুরুদেব! এ বংশীর ধ্বনি কোথা হ'তে আস্ছে। গুরুদেব! এ বংশী কি? ঐ শুনুন গুরুদেব, ঐ শুনুন।

বৃষকেতু ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

গীত

জয়জয়ন্তি মোল্লার (কীর্ত্তন),—একতালা।

বৃষকেতু। ঐ বাজায় বাঁশী সুধারাশি মরি মন প্রাণ উন্মাদন,
আমার উদাস ক'র্লে মন ; কে তুমি ভুলালে,
বাঁশরীর বোলে, সুচতুর রসিক সুজন।

নারদ। বৎস! এই বংশীর ধ্বনি কোথা হ'তে আস্ছে, আর এ বংশী কি? তা কি বুঝ্তে পারছ না? সংসার-সমুদ্রের অতলস্পর্শ গর্ভে নিমগ্ন হ'লেই যে মহাভাবের উদয় হয়, সেই ভাবই এই বংশীধ্বনির উৎপত্তির স্থল। আর এই ক্ষণপূর্ব্বে যে মায়ানাম্নী পরম রূপবতী কামিনী দেখ্লে, সেই কামিনীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'লেই যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তার নাম বংশী।

মাণিকচাঁদ। তার কারণ কি?

নারদ। অন্য কারণ আর কি? ভাব ব্রহ্ম। তার ভাবে মোহিত

হ'য়ে মায়া দূর ক'র্‌লেই বৈরাগ্য। তাহ'লেই ভাবের হস্তে বৈরাগ্য, কেমন? কেন না ভাব না হ'লে বৈরাগ্যের উদয় হয় না। এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ ঈশ্বরের হাতে দিলেন বংশী।

মাণিকচাঁদ। ভাব ঈশ্বর, বুঝ্‌লেম, কিন্তু বৈরাগ্যের বংশী নাম দিবার কারণ কি?

নারদ। বংশীর গুণ কি বল।

মাণিকচাঁদ। মিষ্টস্বর।

নারদ। এরও তাই, বৈরাগ্যের রূঢ় প্রকৃতি নয়। বৈরাগী অতি মিষ্টভাষী।

মাণিকচাঁদ। বংশীর স্বরে মন প্রাণ মোহিত হয়।

নারদ। বৈরাগ্যেরও তাই; এই দেখ না ব্রজের ভক্তিমতী গোপীরা ত সংসার-সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাদের বৈরাগ্যের উদয় হ'লেই জাতি-মান-কুল-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে, ভাবব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলালসায় প্রধাবিত হ'ত।

মাণিকচাঁদ। বুঝেছি গুরুদেব! ঐ আবার কি দেখুন!

গীত

বৃষকেতু। কে হে তুমি দয়াল ঠাকুর বল বল বল।

কৃষ্ণ। ভবের কূলে ঐ যে তরী চল চল চল।

বৃষকেতু। কহ সখা কেন বাঁকা তোমায় হেরি ভাই।

কৃষ্ণ। (আমার) এ ভাবেতে সবাই ভাবে ভাব বুঝ্‌তে পায় নাই।

নারদ। বৎস! কি দেখ্‌ছ?

মাণিকচাঁদ। গুরুদেব! এ কি দেখ্‌ছি! যে বিরাগভাব দেখা-
লেন, সেই ভাবে যে তিনটী বাঁকাভাব দেখ্‌লেম। আহা হা!
কিবা মনোমুগ্ধকর লোচনবিনোদ শান্তভাব! নীরস সংসারধাম
ব'লে বোধ হ'চ্চে! প্রভো! এ কি মূর্ত্তি দেখ্‌লেম!

নারদ। হা অবোধ! এও এখন বুঝ্‌তে পারলে না যে,সেই বৈরা-
গ্যের তিনটী বাধা আছে। মোহ, বাসনা, আসক্তি এই তিনটি
যে বৈরাগ্যের কণ্টক। ভাব ব্রহ্ম, সেই জন্য আর্য্যঋষিগণ
নিত্যানন্দের ত্রিভঙ্গিম মূর্ত্তি কল্পনা ক'রেছেন।

মাণিকচাঁদ। আচ্ছা, ঐ মূর্ত্তি হৃদয়কে এত মুগ্ধ ক'রছে কেন?

নারদ। আপনার বস্তু পেলে কে না তাতে মুগ্ধ হয়? বৎস! ঐ
মূর্ত্তি হৃদয়কে আকর্ষণ করে ব'লেই আর্য্য ঋষিগণ ঐ মূর্ত্তির
কৃষ্ণ নাম রেখেছেন। এই জন্যই ঈশ্বরের নাম কৃষ্ণ।

গীত

বৃষকেতু। কেন তুমি বাঁশরীতে কর রাধার নাম।

রাধিকার প্রবেশ।

রাধিকা। আবার রাধা আধা স্বরে করে শ্যামের গুণগান।

বৃষকেতু। তুমি কিহে রাধাকিষণ রতনের মণি,
বামে ল'য়ে দাঁড়াও তবে রাধা-বিনোদিনী।।

মাণিকচাঁদ। গুরুদেব! এ আবার কি? এবার ঐ ভাবের সহিত

একটী উৎসাহিনী-শক্তি হৃদয়কে মাতিয়ে তুল্লে! সংসারে আনন্দস্রোত বইছে! প্রভো! এ শক্তির নাম কি?

নারদ। এ শক্তির নাম—হ্লাদিনী, পরমা প্রকৃতি, শ্রীরাধা। বৎস! ঐ নিরাকার যুগলভাব,সাকারের যুগলমূর্ত্তির অবতরণা। কতকগুলি লোক অজ্ঞানান্ধ, তারা নিরাকারবাদী হ'য়ে সাকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, কিন্তু যে, যে ভাবেই ভাবুক না কেন, সকলেরই ভাবে, গুণ বা ক্রিয়া প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে কিছু না কিছু অস্তিত্ব থাক্‌বেই থাক্‌বে। মাণিকচাঁদ! তুমি এবার আভ্যন্তরীণ জগৎ হ'তে বাহ্যজগতে নয়ন নিক্ষেপ কর, দেখ ঐ সেই যুগলমূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ!

মাণিকচাঁদ। চন্দ্রা, চন্দ্রা, কোথায় আছিস্? আয়, আয়, জন্ম সার্থক ক'র্‌বি আয়! নয়ন পবিত্র ক'র্‌বি আয়!!

গীত

বৃষকেতু। আজ মধুর মধুর মধুর মিলন,
একাসনে রাধাকিষণ;

রাধাকৃষ্ণ। যাবি ত আয় হৃদয়-রতন,—

[প্রস্থান।

বৃষকেতু। গুণধাম দাও ঐ চরণ॥

[প্রস্থান।

মাণিকচাঁদ। গুরুদেব! কোথায়—কৈ—সে মূর্ত্তি! কোথায় লুকাল! প্রভো! আমার কি হ'লো!

নারদ। বৎস! নিরাকারবাদীর নিরাকার ভাব জলবিম্বের মত

এইরূপ ক্ষণস্থায়ী। এই নিরাকারভাব সাধারণে হৃদয়ে রাখতে পারে না ব'লেই মহাত্মা আর্য্য ঋষিগণ এই সাকার মূর্ত্তির কল্পনা ক'রেছেন। বৎস! এখন বৃন্দাবনে চল। নিরাকার ব্রহ্মের সাকার কৃষ্ণমূর্ত্তির ভাব বুঝ্‌লে ত?

মাণিকচাঁদ। আপনি যার গুরু, সে শিষ্যের আর বুঝ্‌তে বাকি কি বলুন? সংসারে যে উন্মত্ততা ছিল, এখন সে উন্মত্ততা গেছে। চলুন বৃন্দাবনে চলুন, বৃন্দাবনচাঁদকে প্রাণভ'রে দেখিগে চলুন।

(গমনোদ্যত)

অমরকেতুর প্রবেশ।

অমরকেতু। বাবা, ভাত বেড়েছে; মা ডাক্‌ছে। বাবা, চল না, বেলা হ'য়ে গেছে যে? কখন খাবে বাবা?

মাণিকচাঁদ। প্রভো! অনুমতি করুন, যাবার সময় একবার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে যাই। সে আমাকে অতিশয় ভক্তি করে।

নারদ। বৎস! তবে তোমার এখনও মায়ান্ধতা ঘুচে নাই। সংসার লালসা বলবতী থাক্‌লে সে উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না।

মাণিকচাঁদ। তবে, তবে—

নারদ। সংসারে কঠিন শাস্তি না পেলে, কেউ আর সাধের সুখের সংসারের হাট ভাঙ্‌তে চায় না। মাণিকচাঁদ! বুঝ্‌তে পার্‌লে না, সংসারমায়া-স্রোতে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে।

এখনও সাবধান হও। এই মায়াতে আবদ্ধ হ'য়েই সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ব'সেছ। আমি এখন চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

মাণিকচাঁদ। তা ব'লে, তা ব'লে আমি একবারে অতো নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌ব না। চল বাবা, যাই চল। (উভয়ে গমনোদ্যত)

বৃষসেনের প্রবেশ।

বৃষসেন। মেসো মশায়! প্রণাম করি। আজ আমায় রক্ষা ক'র্‌তে হবে, পায়ে প'ড়েছি, আমায় দেখ্‌তে হবে।

মাণিকচাঁদ। (উত্থিতকরণ) কে বাবা বৃষসেন! কেন বাবা, কি হ'য়েছে? কেন এমন কাঁদ কাঁদ মুখে এলে ?

বৃষসেন। মেসো মশায়! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! বাবা পাগল হ'য়েছেন! পাগল হ'য়ে একজন কপট ব্রাহ্মণের নিকট সত্য ক'রে আমাদের প্রাণের বৃষকেতুর প্রাণনাশ ক'র্‌বেন। মেসো মশায়! আপনি ত সংসার দেখেন নাই, আমাদিগেও দেখেন নাই; কিন্তু আজ দেখ্‌তে হবে! আজ আর পাগলভাবে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না; আজ স্নেহ বিভিন্ন ক'র্‌লেই নিশ্চয় সোণার অঙ্গরাজ্য শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে। কেন আপনি এমন হ'য়েছেন? কেন আর আপনি আমাদিগকে ভালবাসেন না? আমরা কোন্ অপরাধে আপনার পদে অপরাধী হ'য়েছি ?

(পদাধারণ)।

মাণিকচাঁদ। বৃষসেন! আয় যাদু, আয় মাণিক, আমার কোলে আয়। হাঁ রে, আমার পায়ে ধ'রে কি তোদের স্নেহ ভিক্ষা ক'র্‌তে হবে? হাঁরে হৃদয়ের আনন্দ! স্নেহের প্রস্ফুটিত কুসুম! তোদিগে বাল্যকাল হ'তে যে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি। তবে বাবা, আর যে তোদিগে স্নেহ করি নাই, আর যে সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকি নাই, তার বহুবিধ কারণ আছে। ওরে, আমি কি সাধ ক'রে পাগল হ'য়েছি? সংসার যে আমায় পাগল ক'রেছে। মহামায়ার মায়া-রজ্জুতে আবদ্ধ হ'য়ে সকল বিসর্জ্জন দিতে ব'সেছি। বৃষসেন! আজ তোর মুখ দেখে হৃদয়ের সকল কথা খুলে ব'ল্লেম। আমি আবদ্ধ জীব, তোরা আমার কথা ছেড়ে দে। হাঁ রে, মহারাজ যদি সে প্রতিজ্ঞাই ক'র্‌লেন, তবে তোরা তার কি উপায় ক'র্‌ছিস? আঁা, কেন মহারাজ কি হৃদয়কে এতই পাষাণময় ক'রে তুলেছেন?

বৃষসেন। মেসো মহাশয়! পাষাণেরও দ্রবীভূত হওয়া সম্ভব, কিন্তু পিতার নির্ম্মল হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়াসঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। আমি তাঁর মতে অমত প্রকাশ ক'রেছিলাম ব'লে, তিনি আমায় শৃঙ্খলবদ্ধ করেন।

মাণিকচাঁদ। ব'লিস্ কি চাঁদ! তোর নবনীতসদৃশ কোমল কর সে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কঠিন শৃঙ্খলে বন্ধন ক'রেছিল! সংসার! তুমি কি ভয়ঙ্কর! পিতা হ'য়ে পুত্রের প্রাণনাশ! হাঁ, তারপর তোমার বন্ধন মোচন ক'র্‌লে কে?

বৃষসেন। নিজের ক্ষমতা!

মাণিকচাঁদ। বেশ ক'রেছ, বেশ ক'রেছ; তোমার আর সে নিষ্ঠুরের মুখ দর্শন ক'রে কাজ নাই। তোমার অকৃত্রিম ভক্তির সহিত আজ আমার অচল স্নেহরাশির বিনিময় ক'র্‌লেম। বাবা বৃষসেন! কিছু খেয়েছ দেয়েছ কি? মুখখানি যে তুলসী-পাতার মত শুকিয়ে গিয়েছে। চল, আগে কিছু খাবে দাবে চল।

বৃষসেন। না মেসো মশায়! আজ আর আমার খাওয়া হবে না, আর এ জীবনে হবে কি না, তাও জানি না। যতক্ষণ না প্রাণাধিক বৃষকেতুর কোন উপায় ক'র্‌তে পারি, যতক্ষণ না সেই নির্দ্দয় ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসকে রাজ্য হ'তে দূর ক'র্‌ছি, ততক্ষণ ত নয়ই। মেসো মশায়! আমি কি করি! আমি কি জন্মের মত বৃষকেতুকে হারাব!

মাণিকচাঁদ। হারাবি কি হৃদয়রত্ন, হারাবি কি? কেন রে আমি কি ম'রেছি, না পাগল হ'য়েছি ব'লে তোদের ভক্তি ভুলেছি? আচ্ছা বল দেখি, তুমি বন্ধনমুক্ত হ'য়ে কি ক'র্‌লে?

বৃষসেন। বন্ধন মোচন ক'রেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ ক'রে সৈন্যগণকে উত্তেজিত ক'রে নগর আক্রমণ ক'র্‌লেম! পথে মন্ত্রী আর সেনাপতি মহাশয় আমার সাহয্য ক'র্‌বেন ব'লে স্বীকৃত হ'লেন, পরে মন্ত্রিমহাশয়ের পরামর্শে বৃষকেতুর অনুসন্ধানে ক্রীড়া-চত্বরে গমন ক'র্‌লেম।

[মা]ণিকচাঁদ। তারপর, তারপর? কি সঙ্কল্পে গিয়েছিলে?

বৃষসেন। বৃষকেতুকে স্থানান্তরে ল'য়ে যাব ব'লে, পিতার রাজ্যে থাক্‌ব না ব'লে। কিন্তু হায়! সেখানে গিয়েই সব আশা-ডোর ছিন্ন হ'য়ে গেল। প্রাণাধিককে দেখ্‌তে পেলেম না। তাই এখানে ছুটে এলেম, কেন না বৃষকেতু ত প্রায় এখানেই থাকে।

মাণিকচাঁদ। বেশ, বেশ, যুক্তি ক'রেছ; কিন্তু বৃষকেতু এখন কোথায়?

অমরকেতু। বাবা! বৃষকেতু? সে আমার কাছে ছিল। তারপর এই খেল্‌তে গেল। কেন বৃষকেতুকে কাট্‌বে? তবে আমরা কার সঙ্গে খেল্‌ব? কে আর আমাকে দাদা ব'লে ডাক্‌বে?

মাণিকচাঁদ। কেন বাবা, ভয় কি? আমি ত এখনও মরি নাই। যদিও রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রেছি, যদিও অর্থহীন হ'য়েছি, তথাপি ক্ষমতাবিহীন হই নাই। এ শরীরে এখনও কোটী কোটী বজ্রের বল ধারণ ক'র্‌তে পারি। যাও বাবা বৃষসেন, মন্ত্রিমহাশয়কে আমার অভিবাদন জানিয়ে বৃষকেতুকে স্থানান্তরিত ক'র্‌বার চেষ্টা দেখ গে। আমি একবার মহারাজের কাছে যাব, গিয়ে তাঁর পায়ে ধ'র্‌ব, অনুনয় বিনয় ক'র্‌ব; তথাপি যদি তাঁর পাষাণময় হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার না হয়, তাতেও যদি তিনি আমাদের মতে মত না দেন, তাহ'লে আমি তোমাদের জন্য, আর একটী নিরাশ্রয় শিশুর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত, যা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, তাই ক'র্‌ব

বাবা অমরকেতু, তোমার দাদাকে ল'য়ে বৃষকেতুকে দেখিয়ে দাও গে। তার পর আমি তোমাদের কাছে যাচ্চি।

বৃষসেন। মেসো মশায়! চ'ল্লেম; আপনার আশ্বাসে আশ্বাসিত হ'য়ে চ'ল্লেম। আজ আমাদের বাঁচা মরা, সবই আপনার হাতে। এস ভাই অমরকেতু, আজ তোমাদের একটী সহাধ্যায়ী সঙ্গীর জন্য একটু কষ্ট স্বীকার ক'র্‌বে এস।

অমরকেতু। আমি ঠিক্ দেখিয়ে দোব, সে এই আমার কাছে ছিল, তার পর খেল্‌তে গেছে। আমি আগে জান্‌লে আপনার কাছে নিয়ে যেতেম।

[বৃষসেন ও অমরকেতুর প্রস্থান।

মাণিকচাঁদ। (স্বগত) আচ্ছা, মানুষের হৃদয়ে কি দয়া মায়া নাই!

নেপথ্য হইতে ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ। না, না, নাই হে বাপু, নাই।

মাণিকচাঁদ। যাদের হৃদয়ে দয়ামায়া নাই, তারা কি মানুষ?

ব্রাহ্মণ। (নেপথ্য হইতে) না, না, মানুষ কেন? পশু।

মাণিকচাঁদ। যে এরূপ কথা বলে, সে নিশ্চয়ই পশু। যারা নীচ, জঘন্য, চণ্ডালেরও অধম, যারা সমাজের মুখাপেক্ষী না হ'য়েও সমাজে বাস করে, তারাও এ কথা ব'ল্‌তে পারে না।

ব্রাহ্মণ। (নেপথ্য হইতে) বর্ব্বর! তুই কে রে?

মাণিকচাঁদ। তুই কে?

ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। আমি সেই চণ্ডাল। (ক্রোধে) ব্রাহ্মণ তোর নিকট চণ্ডাল! আমি বুঝি তোর গুপ্ত মন্ত্রণা কিছু শুনি নাই? তুই একজন রাজদ্রোহী, রাজার ধর্ম্মকার্য্যে বিঘ্ন দিবার জন্য রাজকুমার বৃষসেনকে কুমন্ত্রণা প্রদান ক'রছিলি?

মাণিকচাঁদ। তাতে আর হ'য়েছে কি? তুই কি ব্রাহ্মণ? মনুষ্যশিশুর মাংস-ভোজনে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মসাধনা নাকি? কিন্তু তুই জানিস্, আমি থাক্‌তে তোর এরূপ পৈশাচিক আশা কখনই পূর্ণ হ'তে দোব না। এই চ'ল্লেম, মহারাজের নিকট চ'ল্লেম; দেখি তিনি কিরূপে এই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়েছেন।

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই ভাল, আমিও যাচ্চি। (স্বগত) আহা, ভক্ত মাণিকচাঁদ আমার ঘোর মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে কিছুতেই কিছু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। এরই বা মায়াত্যাগের উপায় কি করি? ওমা মহামায়ে গো, ওমা তোর এ কিরূপ মায়া মা, যাকে তুই সংসার-মায়ায় একবার আবদ্ধ ক'রে ফেলিস্, তার কি আর সত্য জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না মা! যাই হোক্, কিন্তু মাণিকচাঁদ যে আমার পরম ভক্ত, সে অত সংসার-মায়ায় আবদ্ধ থেকেও মাঝে মাঝে আমার হরিনামের প্রেমে ভেসে গিয়ে, আমাকে আকুল ক'রে তুলে। ভক্ত রে!

আমি কি তোকে ভুলে থাক্‌তে পারি? কিন্তু তোমাকে কঠিন শাস্তি না দিলে, কিছুতেই তুমি তোমার সংসার-সুখের হাট ভাঙ্‌তে পার্‌বে না। তাই দোব; শেষে সেই বিষ-সমুদ্রে অমৃত উত্তোলন ক'র্‌ব। এখন যাই, দেখি মহারাজ কর্ণ কি অবস্থায় আছেন।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর।

খড়্গ হস্তে আত্মহননোদ্যতা পদ্মাবতী ও বাধা-প্রদানার্থিনী চন্দ্রা আসীনা।

পদ্মা। চন্দ্রা! কেন আমার মৃত্যুপথের কণ্টক হোস। আমার প্রাণের প্রাণ বিধু রৈল দেখিস্। আজ আমার জীবনলীলার শেষ দিন।

চন্দ্রা। না দিদি, বল কি? এক কথা হ'লে লোকে সাত কথা বলে, এলো অতিথি ব্রাহ্মণ, লোকে বলে রাক্ষস; কোন্ কথায় বিশ্বাস হয় দিদি?

পদ্মা। চন্দ্রা, তুই এখনও ছেলেমানুষ, সব কথা বিশেষ বুঝ্‌তে পারিস্ না। চন্দ্রা, আমি কি তাঁকে জানি না, তিনি যা মুখে ব'ল্‌বেন, কাজেও তাই ক'র্‌বেন। আমার বোধ হ'চ্চে, পাঁচ জনে যে কথা ব'ল্‌ছে, সেই কথাই সত্য। না চন্দ্রা, আর না, আমার সময় হ'য়েছে, আমি চ'ল্লেম; এইবার চন্দ্রা, এইবার (আত্মহননোদ্যত)।

চন্দ্রা। (অস্ত্র ধারণ) না দিদি, কর কি? এখনও ত মহারাজ আসেন নাই; তোমাকে ত কোন কথা বলেন নাই। অভিমানিনি! তবে কেন অভিমান কর? তবে কেন আত্মহত্যা ক'রে পাপের বোঝা কিনে লও?

পদ্মা। চন্দ্রা, অভাগিনী পদ্মা মহাপাপিনী না হ'লে প্রাণের প্রাণ পুত্রধন বিষ্ণুকে স্বহস্তে কাটতে যেতে পারে? চন্দ্রা, আমি কি শুনছি? সত্য সত্যই কি মহারাজ সত্য ক'রেছেন? সত্যই কি হৃদয়ের ধনকে আজ চিরজন্মের মত হৃদয় হ'তে বিসর্জ্জন দোব!

চন্দ্রা। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না, দিদি।

পদ্মা। চন্দ্রা, বিশ্বাসে আর প্রয়োজন কি? আর এতেই বা অবিশ্বাস কি আছে? শুনেছিলেম, বৃষসেন তাঁর মতে অমত প্রকাশ ক'রেছিল ব'লে, তিনি নাকি বাছার হাতে শৃঙ্খল দিয়েছিলেন। কেন তিনি আমার বাছার হাতে শৃঙ্খল দিলেন? কেন তিনি হতভাগিনীকে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মারবেন? তার চেয়ে আমি হতভাগিনী, আগে প্রাণত্যাগ করি, তার পর তাঁর যা ইচ্ছা হয়, তাই তিনি করুন। তিনি তাকে জন্ম দিয়েছেন, মারলেও মারতে পারেন, রাখলেও রাখতে পারেন; কিন্তু আমি যে তা পারি না। আমি যে বাছাকে বুকের রক্ত খাইয়ে মানুষ ক'রেছি, আমি যে আমার প্রতি-পদের চাঁদকে নিজের হাতে পূর্ণিমার চাঁদ ক'রে

গ'ড়েছি। আমি যে আমার দুঃখের বাগানের অফুটন্ত ফুলকে ফুটিয়েছি। আমি কি তা পারি? বিধাতা যদি নারীজাতিকে সেরূপ উপাদানে গঠন না ক'রতেন তা'হ'লে যে এত দিন সোণার সংসার শ্মশান হ'তো, এ দেবরাজ্য যে এত দিন রাক্ষসরাজ্যে পরিণত হ'তো। চন্দ্রা, আমার দুঃখের ছেলে বৃষকেতু রৈল দেখিস্, আজ তোর হাতে আমার স্বর্গের নিধিদিগে দিয়ে চ'ল্লেম, দেখিস্ বোন।

গীত

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

সখি দিলাম তোরে জীবনরতনে।
কথা রেখো, তারে দেখো, দেখো সখি দেখো.
জীবনের জীবন মম অঞ্চলের ধনে।
অবোধ দামাল ছেলে কারেও মানে না,
এখনো ঘুমায়ে কাঁদে মা চাঁদ দেনা মা,
সে যে মা বিনে, না জানে কিছুই গো—
সে মা তার হারা হ'লে বাঁচিবে কেমনে।
ক্ষুধা পেলে বাছা কভু মুখ ফুটে চায় না,
মানভরে অভিমানে কোন কথা কয় না,
সদা অঞ্চলে অঞ্চলে, ফিরে গো—
তখন দিস্ গো খেতে সুমিষ্ট বচনে।
পাঠশালা হ'তে বাছা যখন আসিবে,
মা মা ব'লে অভাগিরে কতই কাঁদিবে।

তখন বলিস্ গো সখি, যে তোর মা নাই,—
মা তোরে হারাবে ব'লে মরেছে বিষপানে।

চন্দ্রা। মা দুর্গে, বুদ্ধিবল, ধর্ম্মবল দাও, সাহস ক্ষমতা দাও; আমরা অবলা, তুমি অন্তর্যামিনী, মা তুমি ত সব জান্‌ছ যে, অঙ্গরাজ্যের পট্টমহিষী অসূর্য্যম্পশ্যা ললনা সুকোমলা পদ্মাবতীর কি দুর্ব্বিসহ-যন্ত্রণা! হায় হায় দেবি! আমি জন্মিয়াই কেন মরি নাই? কেন মন্দভাগিনী আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম? বিষকণ্টকীর তরুলতার আশ্রয় গ্রহণ করা ভাল হয় নাই। দিদি, আমি অতি দুঃখিনী, বিধাতা স্বামীকে পাগল ক'রে আমায় পথের ভিখারিণী ক'র্‌তে ব'সেছেন। তোমার পায়ে ধরি দিদি, তুমি আত্মহত্যা ক'র না। আমি তোমাকে কিছুতেই আত্মঘাতিনী হ'তে দোব না।

পদ্মা। আচ্ছা চন্দ্রা, তুই আগে যা বল্লি, তাই বরং আমি ক'র্‌ছি। কিন্তু যখন মহারাজ এসে সেই সর্ব্বনেশে কথা শুনাবেন, তখনই জানিস্ যে, পদ্মা আর ইহজগতে নাই।

চন্দ্রা। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দিদি, আমারও জীবনে চরম কাল উপস্থিত হবে। এস, তাই বরং অপেক্ষা ক'রে থাকি।

অদূরে বিষপাত্র হস্তে কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। (স্বগত) হায়! হায়! হায়!

এই কি রে সংসার-আশ্রম বিরাম-মন্দির!
সংসারীর আরামের স্থল!

হলাহলময় তবে কেন হেরি ?
কেন হেরি মায়াময়ী জ্বালা,
অশান্তির মালা !
কায় হ'তে প্রাণ, হানে বিষবাণ,
পরিত্রাণ আশা তাহে বৃথায় আমার।
রে সংসার ! তোরে হেরে কিরূপে ভুলিব ?
বিভব-সাগরে ডুবি, বুঝিয়াছি তার আস্বাদন।
ভাবি তাই মনে, সংসার-কাননে
কোন জনে বলে, বহে শান্তি-নির্ঝরিণী !
ধ্বনি তার অতি সুমধুর !
প্রবৃত্তি-তরঙ্গে যদি ঘটায় বিভ্রম,
নিবৃত্তি সমীর তায় করে সহায়তা।
কিন্তু কই ? হেরি চারিভিতে,
দ্বেষ হিংসা স্বার্থ আদি ছড়াছড়ি হেথা।
রে সংসার ! বড়ই কঠিন তুমি !
পাপভূমি-নরক-বর্ণন তোরে সাজে।
আর ভুলিব না, তোতে আর মজিব না।

পদ্মা। চন্দ্রা, এই বার আমার সময় হ'য়ে এসেছে ; মহারাজ এসেছেন। তুই বোন্, আমার কর্ণমূলে মধুর হরিনাম জপ কর্, আমার রিবু রৈল দেখিস্। (আত্মহননোদ্যত)।

চন্দ্রা। কর কি দিদি, এই ব'ল্লে কি, আবার ক'রছ কি ? মহারাজ তোমায় ত এখন কোন কথা বলেন্নি।

পদ্মা। আর কি ব'ল্‌বে চন্দ্রা, ব'ল্‌বার কি আছে চন্দ্রা! আচ্ছা, তবে আর একটু অপেক্ষা করি।

কর্ণ। (স্বগত) রে সংসার! তোতে মজিব না আর।

মায়াপাশে জর্জ্জরিত কায়,

কেহ কারে ভুলিতে না চায়,

হায় হায়! ধর্ম্মশিরোদেশে পদাঘাত ক'রে,

না বুঝে অন্তরে, জীবে লোকান্তরে

কিবা ফল পায়! পাপের,কি দারুণ দুর্গতি!

আর কেন আশা-নদী-নীরে করি সন্তরণ?

সকল উদ্যম টুটিয়াছে মোর।

ব্রাহ্মণের ঠাঁই ক'রেছিনু পণ,

দিব পুত্রধন, স্বকরে কর্ত্তন করি।

কিন্তু সত্য রক্ষা হ'ল না আমার।

মম দ্বেষী, হ'ল রাজ্যবাসী,

পুত্র যেও সেও রিপু মোর।

এ ঘোর সঙ্কটে কি করি উপায়!

অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী পদ্মা করিছে অমত পুনঃ।

যত আমি অপরাধী! রে সংসার!

এ সংসারে যত আমি অপরাধী।

পদ্মা। চন্দ্রা, শোন্; আর কিসের অপেক্ষা? অপেক্ষা ক'রতে গেলেই যে অনর্থ উপস্থিত হবে। (আত্মহননোদ্যত)।

চন্দ্রা। না দিদি, কর কি? এখনও অনেক সময় আছে।

কর্ণ। (স্বগত) যত আমি অপরাধী!
প্রতিবাদী তাই ব্রাহ্মণঠাকুর!
প্রতিহিংসা সাধিবারে না দিলেন মোরে।
রহি গেল শর শরাসনে,
অনায়াসে সহিলাম প্রজার পীড়ন!
ভাগ্যফল কে খণ্ডিতে পারে?
শুনিতেছি প্রিয়া না কি ত্যজিবে জীবন,
জীবনরতন মোর নিষুর লাগিয়া।
ধিক্ ধিক্ মোরে।
দয়াময় হরি, তাপহারী কত দেব।
এত অপরাধী কিসে কর্ণ সংসারে তোমার?
তাই কি হে এত মনস্তাপ ঘটে?
ভাল, এত অরি যার,
কি ফল জীবনে তার?
বিশেষতঃ সত্যহীন প্রাণে কিবা প্রয়োজন!
তুষিতে ব্রাহ্মণ, যেই অকিঞ্চন,
অক্ষম সতত, পরম পাতকী সেই।
প্রেতরাজ্যে বাসভূমি তার।
প্রেতকার্য্যে তাহার জীবন।
প্রেত আমি. প্রেতিনী গৃহিণী মোর।
প্রেত মোর রাজ্য-অনুচর, প্রেতরাজ্যে আমি রাজা।
সবই প্রেতময়, বিশ্ব আজ প্রেতের ভাণ্ডার!

তার মাঝে, অই সেই, অই সেই,
দীর্ঘ জটাজুটধারী, ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত,
ভালে সুদীর্ঘ তিলক, পরিধান কাষায় বসন,
অনলসদৃশ চক্ষু,
খণ্ড প্রলয়ের কোটী-সূর্য্য-তেজ জিনি!
অনুমানি বিশ্বধ্বংসে উদয় উহাঁর!
বৃষকেতু মাংস-আশা ছলনা চাতুরী।
কি করি কি করি, আঁখি ফিরাইতে নারি!
ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষম মোরে ক্ষণকাল!

(বিষপাত্র বহিষ্করণপূর্ব্বক)।

এই কাল-কূট কালের দোসর,
আনিয়াছি গুপ্তভাবে প্রাণনাশ তরে।
ওরে বিধে! বিশ্ববাস ঘুচাও আমার!
করি বিষ পান!
প্রাণারাম, শান্তি দাও প্রাণে,
যেন আর এ জগতে, কারে মুখ না দেখাতে হয়।

(বিষপানোদ্যত)।

চন্দ্রা। দিদি, সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল! ব'সে কাঁদ্‌ছ কি? মহারাজ যে বিষপান ক'র্‌তে যাচ্চেন। (দ্রুতপদে কর্ণের নিকট গমন ও হস্তধারণ) মহারাজ, মহারাজ, ক'র্‌ছেন কি? ছাড়ুন—ছাড়ুন, বিষের বাটী ছাড়ুন।

কর্ণ। কে ও, চন্দ্রা! চন্দ্রা আর বাধা দিস্‌নে। তোর উন্নত মনের

ভক্তির সহিত পিশাচের ক্ষীণ আশার বিনিময় কথনই ঘ'ট্‌তে পারে না।

চন্দ্রা। সেকি মহারাজ! আপনি প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে যাচ্চেন, আর আমি তাতে বাধা দোব না? তবে কেন অধীনীকে এত দিন অন্নদান ক'রেছিলেন?

কর্ণ। কি ব'ল্লে, আমি তোমায় অন্নদান ক'রেছি? আমি একজন নরকের কীট! আমার গৃহ হ'তে আজ একজন অতিথি ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বঞ্চিত হ'য়ে যাচ্চে, আর আমি তোমাকে অন্নদান করি—পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য অন্নদান করি? যে নরাধম, মহাপাপ পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ হওয়াতে, মুহূর্ত্তমধ্যে ব্রহ্মক্রোধানলে সপরিবারে ভস্মীভূত হ'তে ব'সেছে, তুমি তার অন্নদাসী! চন্দ্রা, আর উপহাস করিস্‌নে? আর পোড়া প্রাণে বিষের আগুন ঢেলে দিস্‌নে।

চন্দ্রা। এত আত্মগ্লানি কেন মহারাজ! যে তার জন্য জীবন পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিবেন?

কর্ণ। চন্দ্রা, দুঃখের কথা কি ব'ল্‌বো? চন্দ্রা, বল্‌ দেখি, কে কোথায় আপনার ধর্ম্মপত্নীকে পতির বিপরীতাচরণ ক'র্‌তে দেখেছে? দানের তুল্য আর ধর্ম্ম নাই, এই ত আমি জানি; তাই আজ সেই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য একটী অসম্ভব কার্য্য ক'র্‌বো ব'লে, এক ব্রাহ্মণের নিকট স্বীকার ক'রেছি। এখন তা যদি না করি, তাহ'লে আর মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেম কেন? হায়! হা য় রে! সংসারে আর আমার সুখ নাই।

আমার উপর পত্নী, পুত্র, প্রজা সকলেই আজ বিরক্ত। তবে আর আমার সংসারে শান্তি কৈ? চন্দ্রা, আমি পাপসাগরে ডুবেছি না ডুবতে আছি; এখন আমার জীবন মৃত্যু একই কথা। আমি যখন ব্রাহ্মণের নিকট সত্য ক'রে, সেই ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত ক'রতে ব'সেছি, তখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তোরা আর আমায় বাধা দিস্‌নে।

(বিষপানোদ্যত)।

চন্দ্রা। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) না, মহারাজ! তা হবে না।

পদ্মা। মহারাজ! আমারও হৃদয়ে বড় জ্বালা জ্ব'লছে। আমিও মর্ম্মের আগুনে পুড়ছি। মহারাজ, আমিই কেবল আপনাকে যন্ত্রণা দিবার জন্য এ জগতে এসেছিলাম! মহারাজ, বলেন কি? মা হ'য়ে পুত্রকে স্বহস্তে কাট্‌বো? আর আপনিই বা পিতা হ'য়ে কিরূপে এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য ক'রবেন? তা মহারাজ, তুচ্ছ প্রাণের জন্য আমিও ভীত নই। আমি প্রাণের দাসী নই।

চন্দ্রা। প্রাণের দাসী না হ'তে পার, কিন্তু পতির দাসী, এ কথা কথা ত স্বীকার ক'রতে হবে। প্রাণের মায়া না কর, কিন্তু পতির মায়া ত ক'রতে হবে নারীজীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হ'চ্চে, পতিপরায়ণতা। পতি ধর্ম্ম, পতি স্বর্গ, পতিই নারীর একমাত্র মোক্ষ। পতিপদে প্রীতি ভক্তি থাক্‌লে, স্ত্রীলোকের আর অন্য দেবারাধনার প্রয়োজন হয় না। যে নারী পতিকে সন্তুষ্ট রাখে, নারায়ণ তার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, লক্ষ্মীও তার

সঙ্গিনী হন। দিদি, শাস্ত্র পড়ি নাই, শাস্ত্র জানি নাই, শাস্ত্রের কথা ব'ল্‌ছি কি না, তাও ব'ল্‌তে পারি নাই ; কিন্তু স্ত্রীজাতির এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম তা বেশ ব'ল্‌তে পারি। যে রমণী এই ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার নরকেও স্থান হয় না। দিদি জগতে স্ত্রীজাতিই লক্ষ্মী, স্ত্রীজাতি হ'তেই সংসারের উন্নতি হয়। তবে দিদি, সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী রমণীর চরিত্রে কেন কলঙ্ক দাও? পতির সম্মান রক্ষা কর, পতির সোহাগিনী হও, ধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধি কর। পতি অপেক্ষা কি পুত্র শ্রেষ্ঠ? কার হ'তে পুত্রের মুখ দেখ্‌তে পেলে? কার গৌরবে তুমি গৌরবিণী? দিদি, দেখ, দেখ, সত্যের অপলাপ হবে ব'লে, কিরূপ বিষাদের ছায়া এসে মহারাজের বদনমণ্ডল অধিকার ক'রেছে! আহা, তাই প্রাণনাশের জন্য হস্তে বিষের বাটী ধারণ ক'রেছেন। এ কেবল দিদি তোমার জন্য! তুমি স্ত্রী. তোমা হ'তে আজ তোমার স্বামী আত্মঘাতী হবেন! হায় হায় লক্ষ্মীরূপিণী স্ত্রীজাতি আজ স্বামিঘাতিনী! দিদি, এ কলঙ্ক কোথায় রাখ্‌বে? এ কথা শুন্‌লে নরকের কীটও সব হেসে উঠ্‌বে। দিদি, আমার কথা রাখ; এবার মায়া মমতা সকল একবারে জন্মের মত বিসর্জ্জন দাও। আর কেন, এবার স্বামীর মুখের পানে চাও।

কর্ণ। চন্দ্রা, তুই এই রমণীকুলের একমাত্র কহিনুর মণি।

পদ্মা। আর আমিই একমাত্র কলঙ্কিনী। মহারাজ, আমি আর এ কলঙ্ক রাখ্‌ব না! আমার জন্য আপনি জীবন ত্যাগ ক'র্‌বেন?

আমার জন্য আপনি অধর্ম্মকূপে নিমগ্ন হবেন? আমার জন্য আপনি অজস্র অশ্রুপাত ক'রছেন? তবে আমি এ কলঙ্ক রাখ্‌ব কেন? আপনি আমার একমাত্র সম্বল। পুত্রের মায়া—ছার পুত্রের মায়া! আপনার জন্য এবার আমি সব পার্‌ব! আমি হতভাগিনী আপনার প্রাণনাশের কারণ হ'চ্ছিলেম! এবার আমি হৃদয়কে বেশ কঠিন ক'রে বাঁধ্‌তে পার্‌ব। এবার আমার মনের ভ্রম দূর হ'য়েছে! হৃদয় বেঁধেছি। জান্‌লেন, এ জগতে একমাত্র স্ত্রীজাতিই পরাধীনা। স্বাধীনা হ'য়েও পরাধীনা হ'য়ে না থাক্‌লে, কিছুতেই তারা মনের সুখ পায় না। ছাড়ুন নাথ, বিষের বাটী ছাড়ুন। চলুন, কোথায় গিয়ে প্রাণতুল্য বৃষকেতুকে করাত অস্ত্রে দ্বিখণ্ড ক'র্‌তে হবে, সেইখানে চলুন। কোথায় সেই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ আছেন, সেইখানে চলুন। আজ সেই নির্ম্মম ব্রাহ্মণকে পুত্রের মাংস আহার করিয়ে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাণ করিগে চলুন।

গীত

ভৈরবী—আড়া।

চল হে নাথ জীবনব্রত করি উদ্‌যাপন।
দ্বিজে দক্ষিণান্তরূপে স'পিব প্রাণ পুত্রধন।
বধ্যভূমি গঙ্গাতীরে, অশ্রুজল শান্তি-নীরে,
তাপহোমানল শান্ত ক'রে, লভিগে নরকভবন।

কর্ম্ম যেমন, ফল তেমন, ভুঞ্জে জীবগণ,
কর্ম্মসূত্রে বাঁধা বিধি হরনারায়ণ,
তা না হ'লে কোন্ নিরদয়, পাষাণ কঠিন হৃদয়।
দারুণ ভুজঙ্গের প্রায় নাশে গো নিজ নন্দন ॥

মাণিকচাঁদ ও ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

মাণিকচাঁদ। মহারাজ, মহারাজ, পথিমধ্যে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখে আস্‌ছি।

কর্ণ। কি মাণিকচাঁদ! কি দেখে এলে?

মাণিকচাঁদ। দেখ্‌লেম, আপনার অতি যত্নের উদ্যানে একটী মনোরম কুসুমকোরককে এক হৃদয়হীন কুটিল কীট আক্রমণ ক'রেছে। আহা মহারাজ! কোরকটী এখনও সম্পূর্ণ পুর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

কর্ণ। তুমি কেন সেই কুটিল কীটের প্রাণ নষ্ট ক'র্‌লে না? আততায়ীর প্রাণদণ্ড ত রাজনীতির ধর্ম্ম।

মাণিকচাঁদ। আর প্রজার এ পালনীয় কার্য্য, তাও জানি। তাই আজ সেই পাপিষ্ঠকে সঙ্গে ক'রে মহারাজের নিকট ল'য়ে এসেছি। মহারাজ, আপনার দেহ-উদ্যানের বৃষকেতুরূপ কুসুমকোরক এই পাপিষ্ঠ কীটই নষ্ট ক'র্‌বার জন্য সমুদ্যত হ'য়েছে।

ব্রাহ্মণ। তা, তুই আর ব'ল্‌ছিস্ কি? মহারাজ তাই নয় আমাকে ফিরে যেতেই বলুন না? আজ তাই নয় কর্ণের

অসাধারণ ভুজবীর্য্য, আর তোর শরকার্ম্মুকের কৌশলে ব্রহ্মতেজঃ লুপ্ত হোক্, কিন্তু মাণিকচাঁদ গুপ্ত শত্রু অপেক্ষা প্রকাশ্য শত্রু সহস্রগুণে ভাল, এটী যেন তোমাদের মহারাজ বেশ বোঝেন।

মাণিকচাঁদ। বোঝেন বৈ কি? মহারাজ ত আর তোর মত পাগল হন নাই? পামর! তোর নিদারুণ ছলার গূঢ় তাৎপর্য্য এবার বিলক্ষণ বুঝেছি।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, দেখ্‌ছেন কি? এ একজন রাজদ্রোহী। আপনার ধর্ম্মকার্য্যে বিঘ্ন দিবার জন্য আপনার পুত্র বৃষসেনকে কুমন্ত্রণা প্রদান ক'রছিল।

কর্ণ। বলেন কি প্রভো! মাণিকচাঁদ, রাজভক্ত মাণিকচাঁদ রাজদ্রোহী!

ব্রাহ্মণ। কেন মহারাজের কি অবিশ্বাস হ'ল না কি? আমি স্বয়ং সে মন্ত্রণা শুনে এলেম,আর আপনার তাতে বিশ্বাস হ'চ্চে না?

কর্ণ। অ্যাঁ, মাণিকচাঁদ আমার বিরুদ্ধাচারী!

ব্রাহ্মণ। হাঁ, মাণিকচাঁদ, এই মাণিকচাঁদ, মাণিকচাঁদ তোমার বিরুদ্ধাচারী, বুঝ্‌লে?

কর্ণ। অ্যাঁ, মাণিকচাঁদ আমার ধর্ম্মকার্য্যে বিঘ্ন দিচ্ছে!

মাণিকচাঁদ। আপনার কি বোধ হয়?

কর্ণ। ব্রাহ্মণ কি তবে মিথ্যাবাদী?

মাণিকচাঁদ। আমি কি তা ব'ল্‌তে পারি, যে ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাদী, ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছেন। কখনই তা নয়।

কর্ণ। তবে তুমি আমার বিরুদ্ধাচারী, রাজদ্রোহী?

মাণিকচাঁদ। এখন নয়, আগে পায়ে ধরি, মিনতি করি, সে সঙ্কল্প পরিত্যাগের কথা বলি, তাতে যদি সম্মত না হন, তা'হ'লে আমি নিশ্চয়ই রাজদ্রোহী! স্নেহাস্পদ শিশুর প্রাণ-রক্ষার জন্য মাণিকচাঁদ সব ক'র্‌তে পারে।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, শুন্‌লেন ত? আমার আর এ বিষয়ে ব'ল্‌বার কোন কথা নাই; কিন্তু মহারাজ! আমি আর অপেক্ষা ক'র্‌তে পারি না, যা বিহিত হয় করুন; এই মুহূর্ত্তে করুন। প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে বৃষকেতুর সুকোমল মাংসপ্রদানে উহা নির্ব্বাপিত করুন; নতুবা এই অনল বিস্তৃত হ'লে মহারাজের কিছুতেই মঙ্গল হবে না। মহারাজ, একবার ভেবে দেখুন দেখি, আমাকে কতক্ষণ পূর্ব্বে অপেক্ষা ক'র্‌তে ব'লেছেন? আর আমার অপরাধ নাই, এখনও ব'ল্‌ছি মহারাজ, শুনুন মহারাজ! সাবধান, সাবধান হ'য়ে কার্য্য ক'র্‌বেন!

পদ্মা। স্বামিন্! স্বামিন! কি ক'র্‌ছেন, কি দেখ্‌ছেন! ঐ যে ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল! চলুন নাথ, যা ক'র্‌তে হবে, তাতে আর বিলম্ব ক'রে কি হবে? ঠাকুর, ঠাকুর! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন! আমার বাছাকে আমি দোব, আপনি আর আমার স্বামীর প্রতি কোপ প্রকাশ ক'র্‌বেন না।

কর্ণ। প্রিয়ে! বৃষকেতু কোথায় গেল?

পদ্মা। বোধ হয় বাছা আমার খেল্‌তে গেছে।

কর্ণ। চন্দ্রা, তবে তুমি বৃষকেতুকে ল'য়ে এস। ব্রাহ্মণঠাকুর আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না। যদি বিধাতার ইচ্ছা তাই হ'ল, যদি আমার জীবনসর্ব্বস্বকে জীবনের মত বিসর্জ্জন দিতেই হ'ল, তাহ'লে আর অপেক্ষা ক'রে কি হবে? চন্দ্রা, যাও, তোমার আর অপেক্ষা ক'রে কাজ নাই। মাণিকচাঁদ! ভাই আমার তোমাকে আমি সহোদরের ন্যায় স্নেহ ক'রে থাকি, তুমিও আমায় জ্যেষ্ঠের ন্যায় ভক্তি ক'রে থাক; তবে ভাই, তুমি কি জান না যে, কর্ণের প্রাণ অপেক্ষা সত্যরক্ষাই অধিক প্রিয়তর।

মাণিকচাঁদ। মহারাজ। আপনি কি পাগল হ'লেন? মহারাজ! বলেন কি? কর্ণ বধির হও। যে বৃষকেতুকে আমি হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি, যে বৃষকেতুর সদাশয়তা দেখে কত লোক কত সুখ্যাতি ক'র্‌ত, আপনি সেই বৃষকেতুর শিরশ্ছেদন ক'র্‌বেন? মহারাজ! আমি মস্তক পেতে দিচ্ছি; আপনি ব্রাহ্মণের সন্তোষের জন্য আমার মস্তক ছেদন করুন। কিন্তু আমি থাক্‌তে কখনই এই বিসদৃশ ঘটনা সঙ্ঘটিত হ'তে দোব না।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। মহারাজ, মহারাজ! সেনাপতি, মন্ত্রিমহাশয়, আর কুমার বৃষসেন, বৃষকেতুকে স্থানান্তরিত ক'র্‌বার জন্য

ক্রীড়া-চত্বরে গমন ক'রেছেন। অসংখ্য প্রজা, অসংখ্য সৈন্য তাঁহাদের সাহায্যের জন্য পশ্চাদ্‌গামী হ'চ্চে। এক্ষণে আপনার কি আদেশ হয়?

মাণিক। যাও প্রতিহারি! যাও যাও! চল, চল, আমিও যাচ্চি। মন্ত্রিমহাশয়কে বিশেষরূপে যুদ্ধ ক'র্‌তে বল গে। আর এ রাজ্যে থাক্‌ব না। এ প্রেতরাজ্য, কখনই মানবজাতির বাসের যোগ্য নয়। যেখানে দয়া, মায়া, প্রেম, অনুরাগ, স্নেহ, ভক্তি, ভয়, লজ্জা নাই, সেই ত উত্তপ্ত বালুকারাশি-পূর্ণ ভীষণ মরুভূমি! সেখানে কে থাক্‌তে পারে রে? যে রাজ্যে নির্দ্দয় পিতা, পুত্রের মুখের দিকে চায় না, যে রাজ্যে কেবল স্বার্থের ছড়াছড়ি, সে পাপরাজ্যে কত কাল আর মনের স্থিরতা থাকে? প্রতিহারি, প্রতিহারি! তুমি বেস্ সময় সংবাদ এনেছ। বুঝ্‌লেম, এ সব সেই মঙ্গলময় রাধাকিষণের ইচ্ছা। মহারাজ! আপনার পায়ে ধর্‌লেম, যখন তাতেও আপনার নির্দ্দয় হৃদয়ে এক বিন্দু দয়ার সঞ্চার হ'ল না, তখন আমি সগর্ব্বে উচ্চ-কণ্ঠে আপনাকে বলি শুনুন। আমি একজন রাজদ্রোহী! আবার বলি শুনুন! আমি একজন রাজদ্রোহী! চ'ল্লেম— আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা উচ্ছেদের জন্য চ'ল্লেম।

[বেগে প্রস্থান।

কর্ণ। ব্রাহ্মণ ঠাকুর! তবে আমার উপায় কি হবে?

ব্রাহ্মণ। আরে, মাণিকচাঁদকে প্রত্যাবৃত্ত হ'তেই বল না। (স্বগত) এইবার মাণিকচাঁদকে বিশেষ কষ্ট দিতে হবে।

কর্ণ। (উচ্চৈঃস্বরে) মাণিকচাঁদ! কোথায় যাও? কোথায় যাও এখনও ব'লছি, প্রত্যাগমন কর। প্রজার কর্ত্তব্য পালন কর।

মাণিকচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।

মাণিক। কেন মহারাজ! উঃ এখনও তোমাকে মহারাজ ব'লে সম্বোধন ক'র্‌ছি! কিন্তু নিষ্ঠুর, কিন্তু নির্দ্দয়, কিন্তু পাষাণ, তুমি মহারাজ-নামের যোগ্য নও; তুমি নীচ কিরাতপতি নাম পাবার যোগ্য।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! মাণিকচাঁদের স্পর্দ্ধার কথা শুনুন। দুর্বৃত্তের অন্তর কি কলুষিত!

কর্ণ। মাণিকচাঁদ! তুমি কিরূপ অপরাধী, তা তুমি স্বয়ং বিবেচনা কর। আমি যে তোমায় এতদিন বক্ষে রেখে প্রতিপালন ক'রে আস্‌ছি, তুমি আজ তার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা দেখালে! তুমি আজ ঘোরতর অপরাধী।

মাণিক। আমি সহস্র অপরাধে অপরাধী হ'লেও এখন আমি অপরাধী নই; কারণ, আমি অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। অবশ্য আপনি আমায় অন্নদান ক'রেছেন, আমি আপনার আজ্ঞাবহ দাস; সুতরাং দাসের আর অন্য কথা ব'লবার তত ইচ্ছা নাই। এখন আমি অপরাধী, আমার যথোচিত দণ্ড বিধান করুন।

ব্রাহ্মণ। তবে মহারাজ! মাণিকচাঁদের কারাগারবাসই হ'চ্চে প্রধান দণ্ড। আর ঐ সঙ্গে বৃষকেতুর মস্তকচ্ছেদনের সময়

ওকে সেইখানে রাখ্‌তে হবে। তা'হ'লে ও যেমন কার্য্য ক'রেছে, ঠিক্ তার প্রায়শ্চিত্ত হবে।

কর্ণ। মাণিকচাঁদ! ব্রাহ্মণঠাকুর যা ব'ল্লেন, তবে তুমি সেই দণ্ডই গ্রহণ কর।

মাণিক। মহারাজের বাক্যই শিরোধার্য্য। কিন্তু মহারাজ, আপনি ঐ ব্রাহ্মণের বাক্যে আমাকে আর সেই লোমহর্ষণ ঘটনার সময় ল'য়ে যাবেন না, এই আমার অনুরোধ রৈল। মহারাজ! আমাকে কারাগারে ল'য়ে যাবার জন্য কোন ব্যক্তির প্রতি আদেশ করুন। সংসার দেখ্‌তে আর ইচ্ছা হ'চ্চে না। মানবজাতির মুখ দেখ্‌তেও ঘৃণাবোধ হ'চ্চে।

কর্ণ। প্রতিহারি! মাণিকচাঁদকে কারাগারে ল'য়ে যাও। শৃঙ্খলবদ্ধ ক'রে ল'য়ে যাবে; রাজনিয়ম সর্ব্বত্রই সমান।

(প্রতিহারী কর্ত্তৃক মাণিকচাঁদকে বন্ধন করণ)।

চন্দ্রা। মহারাজ। কার প্রতি এরূপ কঠোর আজ্ঞা ক'র্‌ছেন? আমার স্বামীকে কারাগারে দিবেন?

কর্ণ। তোমার স্বামী আমার শত্রুতা ক'র্‌বেন?

চন্দ্রা। মহারাজ! উনি আপনার যতই অপ্রিয় কার্য্য করুন, তথাপি আমার মুখের দিকে চেয়ে ওঁকে রক্ষা ক'র্‌তে হবে আমি আপনার পায়ে ধরি, আমাকে আমার পতি ভিক্ষা দিন। বিশেষতঃ উনি প্রকৃতিস্থ নন; সেই জন্য এরূপ অন্যায় ক'রেছেন।

মাণিক। আঃ, চন্দ্রা, কেন দুঃখ কর? সংসার যে দুঃখের আগার।

এখানে যে কেবল স্বার্থের ব্যবসায়। চন্দ্রা! মহারাজ আমায় কারাগারে দিয়ে রাজদ্রোহিতার কি প্রতিশোধ লবেন? এ কারাগার ত আমার নূতন নয়? উনি কেবল এক কারাগার হ'তে অন্য কারাগারে পাঠাচ্চেন। আমি যে কারাগারে থেকে তোমাকে নিদারুণ যাতনা দিয়েছি, আর নিজেও যাতনা ভোগ ক'রছি, আজ দেখব প্রিয়ে! সে কারাগার হ'তে স্বতন্ত্র হ'য়ে অন্য কারাগারে কিছু সুখশান্তি আছে কি না। তুমি তার জন্য কেন এত দুঃখ ক'রছ? প্রিয়ে! আমি তাই পূর্ব্বেই ব'লেছিলাম, চন্দ্রা, চল বৃন্দাবনে যাই; কেন না আমি পূর্ব্বেই জানতে পেরেছিলাম যে এ সংসারের সুখশান্তি প্রায়ই এইরূপ। তথাপি মহামায়ার মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে কিছুতেই কিছু উপায় ক'রতে পারি নাই। বর্ত্তমান কালে আমি সংসারের যত নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হ'চ্ছি, ততই তার অন্তস্পর্শ ভাব সকল সন্দর্শন ক'রছি। সংসার, সংসার নয়, শুধু অসারতাপূর্ণ। প্রতিহারি! আয় ভাই, আজ যদি নূতন কারাগারে গিয়ে মনের দুঃখ কিছু দূর ক'রতে পারি, তার উপায় করি গে। বাবা বৃষসেন! আমি তোমার বিপদের সময় সাহায্য ক'রতে পেলেম না, এই মনে বড় দুঃখ রৈল। তোমার পিতার অন্নদাস ব'লে, প্রভুর বাক্য অবহেলা ক'রতে পারলেম না। নতুবা মাণিকচাঁদ আজ বন্দী! লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ! ও রে, ভাবতে গেলেও রক্তবহা নাড়ী সকল স্ফীত হ'য়ে উঠে! প্রতিহারী, আর কিন্তু হ'চ্ছ কেন ভাই? যখন অন্নদাতা

ভ্রাতার ইচ্ছাই এই হ'ল, তখন আর অপেক্ষা কেন? এখন চল ভাই, সেই নব কারাগার-রাজ্যে নব কর্ম্মচারী মাণিকচাঁদকে একটু স্থান দিবে চল।

[মাণিকচাঁদসহ প্রতিহারীর প্রস্থান।

চন্দ্রা। মহারাজ! ঐ সঙ্গে সঙ্গে হতভাগিনী চন্দ্রাকেও আপনি কারাবাসিনী করুন। আমি নাথের অদর্শনজনিত বিরহ-জ্বালা কিছুতেই সহ্য ক'র্‌তে পারব না। স্বামিন্! দাঁড়ান, দাঁড়ান্, আমি যাচ্চি। আমি আপনার সঙ্গে বৃন্দাবনে যেতে চাই নাই, কিন্তু আজ আমি আপনার সঙ্গে কারাগারে যাবো।

(গমনোদ্যত)।

কর্ণ। চন্দ্রা, তুমি রমণীকুলের শিরোমণি হ'য়ে সামান্যা রমণীর ন্যায় কেন এরূপ অধীরা হ'চ্চ। তুমি জান, অপরাধীর দণ্ড হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তার অপরাধের কথা সকলি ত শুনলে?

ব্রাহ্মণ। আরে দুর্বৃত্ত কর্ণ! এখনও ক'রছিস্ কি? উঃ, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়! ঐ দেখ্ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব মধ্যগগনে কিরূপ প্রখর কিরণ বিকীরণ ক'র্‌ছেন। এখনও কি তোর্ ব্রাহ্মণভোজনের সময় হয় নাই? তুই কেবল অসার বাক্যকৌশলে আমায় মুগ্ধ ক'রে রাখ্‌ছিস্। না মহারাজ, চ'ল্লেম, আমি আর তোর্ মুখাপেক্ষী হ'য়ে এরূপভাবে এখানে অবস্থান ক'র্‌তে পারি না! তুই যে কেমন সত্য রক্ষক,

দানশীল, সাধুচরিত্র, অধ্যবসায়ী, তা আমি বিলক্ষণ জেনেছি! কিন্তু রে শঠ! তুই জানিস্ যে কার নিকট প্রতিজ্ঞপাশে আবদ্ধ আছিস্? তুই মুখে যতই সাধুতা প্রদর্শন কর্ না, যতই ছলনা বিস্তার কর্ না, কিন্তু আমি কিছুতেই তাতে ভুল্‌চি না। তুই যখন ব্রাহ্মণকে আশা দিয়ে, সেই আশায় বঞ্চিত ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিস, তখন আমি নিশ্চয়ই ব'ল্‌ছি, তোর্ অসামান্য রাজ্য, অসাধারণ ভুজবীর্য্য, পারিবারিক সুখসমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য, সকলই অবিলম্বে—অবিলম্বে ব্রহ্মকোপানলে—

কর্ণ। ঠাকুর, ঠাকুর, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! আর একটু সময় অপেক্ষা করুন; আমাকে একবার ক্রীড়া-চত্বরে যেতে দিন।

ব্রাহ্মণ। হাঁ মহারাজ! এ ধূর্ত্ততা কোথায় শিক্ষা ক'রেছিলেন? আমি আপনাকে এখান হ'তে যেতে দিই, আর আপনি স্থানান্তরে প্রস্থান করুন; আমিও পেটুকের ন্যায় মহারাজ কখন আস্‌বেন, কতক্ষণে সদয় হবেন, এইরূপ অপেক্ষা ক'রে এইখানে ব'সে থাকি, কেমন? না মহারাজ, সে অলীক সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। আপনি শীঘ্র দিবেন কি না, সেইটি আমায় বেস্ সরল কথায় ব'লে দিন্। আর না পারেন, ব'ল্লেই ত ছাই চুকে যায় যে, আপনার দ্বারা সে কার্য্য হবে না, আপনি পুত্রের মুখ ভুল্‌তে পার্‌বেন না। কিন্তু এটি যেন স্মরণ থাকে, আপনি যতক্ষণে স্বীকার ক'রেছেন, ততক্ষণে আমি প্রার্থনা ক'রেছি। আরে রে কর্ণ! আরে রে ধূর্ত্ত! ব্রাহ্মণের নিকট

সত্য-পাশে আবদ্ধ হ'য়ে, সেই সত্যের শিরোদেশে পদাঘাত! মহারাজ! এখনও ব'ল্‌ছি, যদি আপনার উর্দ্ধতন বংশধরগণকে ও অধস্তন বংশাবলীকে নরকের দুর্গন্ধময় কূপে নিপতিত ক'র্‌তে বাসনা না থাকে, তাহ'লে এখনও প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষা ক'র্‌তে ঔদাস্য প্রকাশ ক'র্‌বেন না। আরে রে বর্ব্বর! এই আমার আরক্ত নেত্র, আর এই কুটিল ভ্রূভঙ্গি দর্শনে তুই এখনও কিছু বুঝ্‌তে পারিস্‌ নাই? মহারাজ!—(কম্পন)।

কর্ণ। ঠাকুর, ঠাকুর, রক্ষা করুন! আপনার ভয়ঙ্কর ভাব দর্শনে আমার সর্ব্বশক্তি আজ অন্তর্হিত হ'ল। চন্দ্রা, আমার উপায় কি হবে? বুঝি এত দিনে বিধাতা আমায় সবংশে ব্রহ্মকোপানলে ধ্বংস ক'র্‌লেন! ঠাকুর! পায়ে ধরি, এ দাসের প্রতি একটু সদয় হোন।

গীত।

বিভাস—আড়খেম্‌টা।

দ্বিজ রাখ রাখ পায়, এই নিরুপায়, নিরাশ্রয় দীনজনে।
ধর্ম্ম সাক্ষী সত্য পণ, দিব হে নন্দন, নহে অসত্য বচন,
হ'য়ে ধর্ম্মহীন কি ফল দেহধারণে॥
সত্যের গৌরব বৃদ্ধির কারণ, সত্যসন্ধ রাম প্রবেশিলা বন,
সত্য লাগি হরি গেলেন বৃন্দাবন, খেলিলেন খেলা গোষ্ঠে বৃন্দাবনে॥
সত্য ধ্রুব-তারা জীবন-আকাশে, অস্তিমেতে মোক্ষ কিরণ প্রকাশে,
হেন সত্য লাগি কে না পুত্র নাশে, সত্যভঙ্গে বাস নরকভবনে॥

চন্দ্রা। (স্বগত) চন্দ্রা, তুই এবার হৃদয় বাঁধ। ভৃত্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যা, তা তোর হাতে এবার উপস্থিত হ'য়েছে। রাজা তোর পতিকে কারাগারে দিয়েছেন ব'লে, দুঃখিত হোস্ নে। রাজা, রাজার ধর্ম্ম প্রতিপালন ক'রেছেন, প্রজার প্রজাধর্ম্ম প্রতিপালন করা উচিত। বিশেষতঃ তাঁর অন্নে তোদের জীবন। যাঁর অন্নে তোদের জীবন, তাঁর বিপদের সময় তোদের দেখা কর্ত্তব্য। আজ এক চোখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, আর এক চোখে হাস্‌তে হাস্‌তে রাজার কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌ব। (প্রকাশ্যে) কেন মহারাজ! কাতর হ'চ্চেন, আপনার অন্নদাসী চন্দ্রা এখনও মরে নাই।

পদ্মা। চন্দ্রা, যাতে মহারাজ প্রতিজ্ঞাপাশ হ'তে মুক্ত হন, তাই এখন কর্ বোন।

কর্ণ। চন্দ্রা, আর কি ক'র্‌বে, পদ্মা! চন্দ্রা আর কি ক'র্‌বে! এতক্ষণ ক্রীড়া-চত্বর বিপক্ষসৈন্যে পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে।

চন্দ্রা। মহারাজ! ঐ সঙ্গে চন্দ্রারও হৃদয়ের প্রভুভক্তির সহিত সাহস, উদ্যম, ক্ষমতা, সকলই আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠ্‌ছে। মহারাজ! স্ত্রীলোক ব'লে অবহেলা ক'র্‌বেন না এ নারীদেহে সব আছে। আমি যখন বীরপত্নী, বীরকন্যা এব বীরের অন্নদাসী, তখন এ ভুজলতা শুধু দেহের সৌষ্ঠবসাধনের জন্য বহন করি নাই, এটী নিশ্চয় জান্‌বেন: আর আপনি বোধ হয় জানেন যে, আপনার অন্তঃপুরে আমার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক স্ত্রীসৈন্য আছে। আজ সেই সব স্ত্রী-

সৈন্যকে ল'য়ে এবং আমি তাদের অধিনায়িকা হ'য়ে, ক্রীড়া-চত্বরে সৈন্যগণের সম্মুখে যাব। জয় দুর্গা ব'লে সত্যধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধি ও অন্নদাতার উপকারের জন্য তাদের হাত থেকে বৃষকেতুকে মুক্ত ক'র্‌ব। মহারাজ! আমার স্বামীকে কারাগারে দিয়েছেন ব'লে, আমার হৃদয় কাতর হ'লেও, আমি আপনার কার্য্যে অবহেলা ক'র্‌ব না। এক্ষণে অনুমতি দিন্‌।

কর্ণ। চন্দ্রা, আমার আর ব'ল্‌বার কিছুই নাই; যাতে ভাল হয়, তাই তোরা কর্‌। চন্দ্রা, এ বিপদের সময় তুই আমার একমাত্র সহায়। আসুন্‌ ব্রাহ্মণ ঠাকুর! এস প্রিয়ে পদ্মাবতি! চল আমরা বধ্যভূমিতে যাই। চন্দ্রা বৃষকেতুকে আনয়ন করুক। ব্রাহ্মণ ঠাকুর! এই সময়টুকু অবসর দিন্‌।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, তাই দিলে যদি তোমার ভাল হয়, তাই দিলেম।

কর্ণ। তবে যাও চন্দ্রা, দেখো, তুমি আমার এখন একমাত্র অবলম্বন। আসুন।

[কর্ণ, ব্রাহ্মণ ও পদ্মাবতীর প্রস্থান।

চন্দ্রা। কি ভয় কি ভয় নৃপ বল প্রজাগণে;
থাকিতে অধীনা চন্দ্রা তোমার ভবনে॥
কামিনীর কমনীয় কান্তি বটে ধরি।
বীরত্বেও নাশিবারে পারি বীর অরি॥
আয় লো সঙ্গিনীগণ অস্ত্রশস্ত্র ল'য়ে।

নাশিবারে রাজদ্রোহী পাপিষ্ঠনিচয়ে ॥
অন্নদাতা পিতা আজ পড়েছেন বিপদে ।
রাখি চল্ সেই ধর্ম্ম আজি রণ-নদে ।
কি ভয় কি ভয় সখি ! কি ভয় কি ভয় !
জন্মিলেই হয় যদি মরণ নিশ্চয় ॥
এত দিন যার অন্নে ধ'রেছি জীবন ।
আজ তার হিত জন্য এস ভগ্নিগণ ।

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। এই ত এসেছি দিদি, সাজি রণসাজে,
হৃদয় পাষাণে বাঁধি প্রভুর লাগিয়া,
যাইতে সংগ্রামে ; দেখাইতে রণনিপুণতা ।
ভয় কি করি গো মোরা মরিতে সমরে ?
ক্ষত্রিয়ের নারী কোথা মৃত্যুতে কাতর ?
আয় লো সঙ্গিনীগণ ! সমরপ্রাঙ্গণে ।
কটিতটে অসি বাঁধি রণবর্ম্ম পরি,
ধরি করে খর শর বিপুল আহবে ।

কৃষ্ণার প্রবেশ।

কৃষ্ণা। কি ভয়, কি ভয় সখি ! কি ভয় কি ভয় !
গাও সদা বীরগাতি অঙ্গনার জয় ॥
রাজদ্রোহী আজ সবে যত ক্ষত্রগণ ।

শুধু নারী রাজপক্ষ ধর্ম্মের কারণ॥
রাজভক্তি ধর্ম্মে প্রীতি দেখাবার তরে।
আয় লো সঙ্গিনীগণ আয় লো সত্বরে॥

রণচণ্ডীর প্রবেশ।

রণচণ্ডী। সৌভাগ্য ঘটেছে দিদি, বহুদিন পরে,
শুনিলাম রণ-কথা রমণীর মুখে।
রণচণ্ডী আমি, সদা রণ ভালবাসি,
রণ পেলে মত্ত হ'য়ে ধাই রণমাঝে।
শিখিয়াছি বাল্যাবধি কত অস্ত্রবিদ্যা,
বাহুযুদ্ধ শিখায়েছ তুমি ভগ্নি ভাবি।
বড় সাধ দিদি ভাসিতে শোণিতহ্রদে।
দিদি, কই রণ? কোথা সে সমরক্ষেত্র?
বেস্, বেস্, অসিযুদ্ধ করিব কৌতুকে।
রণ! রণ! রণ! রণ! দে রণ, দে রণ,
রণচণ্ডী, রণনামে উঠিছে নাচিয়া।
সত্য কি গো চন্দ্রা দিদি, বাধিবে সমর?
আসিবে কি মত্ত রথী আকাঙ্ক্ষা-মদিরা পিয়ে?
পারিব ত দুষ্টগণে দলিতে চরণে?
চন্দ্রা। না পারিলে তবে কেন হেন আশা কর?
তবে কেন পুরুষের মত যোদ্ধৃসাজে

সাজিয়ে সুন্দরি ! এলে তুমি রণপথে ?
কমলে কণ্টক যদি রাখিবি লো তুলে,
কোন্ কালে তবে বোন্, সাধিবি কণ্টকে
কণ্টকের কাজ। ডাক সব সখিগণে।
শৈশব হইতে যাহা শিখায়েছি বোন্,
তোমরাও শিখিয়াছ সবে, সেই শিক্ষা,
সেই তেজ, সেই বীর্য্য, সেই সে কৌশল,
সেই আশা জীবনের সঞ্জীবনী যাহা
দেখাবে দেখাবে চল ভগিনীনিচয় !
বল মুখে উচ্চৈঃস্বরে অঙ্গনার জয় !

চন্দ্রা। আয় লো সঙ্গিনীগণ আয় লো সত্বরে !
অই শোন বিপক্ষের ঘোর হুহুঙ্কার !
মার্ মার্ পাপিষ্ঠনিচয়ে !

[প্রস্থান।

সকলে। জয় জয় জয় !
জয় জয় জয়, অঙ্গনার জয়।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ক্রীড়া-চত্বর।

ক্রীড়াচ্ছলে বালকবেশী কৃষ্ণ, বালিকারূপধারিণী রাধিকা ও বৃষকেতুর প্রবেশ।

রাধা। এবারেও আমি আগে এসেছি। দেখ শ্যাম! এ বারেও কিন্তু আমার জিৎ। তোমার গায়ে তিন কোট্।

কৃষ্ণ। (অভিমান সহকারে) প্যারি! তোমার সকল কাজেই জিৎ।

রাধা। দেখ শ্যাম, তোমার কেমন ঐ এক বড় বদ্ অভ্যাস! খেল্‌তে খেল্‌তে হেরে যাবে, আর কথায় কথায় মান ক'র্‌বে। তুমি কেবল দুটী কাজ বেশ জান;—একটী লুকোচুরি, আর একটী মানুষ কাঁদান। কৈ বৃষকেতু! তুমিও ত ভাই ছুঁতে পার্‌লে না?

বৃষকেতু। কেন, আমার শ্যামদাদা ত ছুঁয়েছে।

রাধা। আমরি! তোমার শ্যামদাদার কথা আর ব'ল না! ও আবার কোন্ কালে জিতে? ও হার্‌তেও যেমন, আর পায়ে ধ'র্‌তেও তেমন।

বৃষকেতু। দেখ, অমন কথা ব'ল্‌তে নাই। আমার দাদাকে তুমি চিন না; তাই তুমি অমন কথা ব'ল্‌ছ। তুমি মেয়েমানুষ, তুমি আমার শ্যামদাদাকে বুঝ্‌বে কি?

রাধা। বেশ; আমি আবার তোমার শ্যামদাদাকে বুঝি না! আমি

তোমার শ্যামদাদাকে বুঝে বুঝে এক সময় পাগলিনী হ'য়েছিলাম। তোমার ঐ শ্যামদাদা কম্ না কি? আমাকে ও ঘরে থাক্‌তে দিত না; আমাকে ও বড় খোয়ার ক'রেছিল। তবে ওর সঙ্গে আমি ছেলেবেলা থেকে খেলে আস্‌ছি কি না? তাই ওকে কেমন ভুল্‌তে পারি না। নৈলে কি আমি ওর ত্রিসীমানায় আস্‌তেম? তুমিও আমার মত ছেলেমানুষ, তাই অত তর্ক ক'র্‌ছ। মেয়েমানুষের কাছে আবার হার মানে না কে? বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, নয়? কেন, তোমার শ্যামদাদাকে জিজ্ঞাসা কর না, একদিন ও আমার সঙ্গে কি ক'রেছিল—তাই বড় রাগ হ'য়েছিল; শেষে ওকে হার মানালেম, পায়ে ধরালেম, তারপর ছাড়্‌লেম।

বৃষকেতু। হাঁ শ্যামদাদা, তুমি প্যারীর পায়ে ধ'রেছিলে? প্যারী যে বড় ঠক্ ঠক্ ক'রে ব'ল্‌ছে।

কৃষ্ণ। ভাই, কি জন্যে যে প্যারীর পায়ে ধ'রেছিলাম, তা ত আর কিছু ব'ল্লে না? শুন্‌লে ত, প্যারী আগে কি ব'ল্লে, আমি দুটী কাজ জানি, তার মধ্যে একটী হারা, আর একটী মানুষ কাঁদান। তাই একদিন ওকে কাঁদিয়ে কিছুতেই আর শান্ত ক'র্‌তে পারিনে, তাই শেষে পায়ে ধ'রেছিলেম।

বৃষকেতু। প্যারী বুঝি খেল্‌তে খেল্‌তে হেরে গিয়ে কাঁদ্‌ছিল?

রাধা। হাঁরে, হাঁরে, তা ব'ল্‌বি বৈকি? আমি হেরেছিলাম বৈকি? হাঁরে, মেয়েমানুষ বুঝি সহজে হারে?

বৃষকেতু। সকলেই হারে। আমার শ্যামদাদা হার্‌বে কেন?

রাধা। তুই কেন তোর শ্যামদাদার এত গোঁড়া বল্‌ত?

বৃষকেতু। তুমি যদি আমার শ্যামদাদার সে মিষ্টি চেহারাটুকু দেখ্‌তে পেতে, তাহ'লে তুমিও ওর গোঁড়া হ'তে।

রাধা। কৈ তোর শ্যামদাদার সে রূপ কৈ? দেখানা।

বৃষকেতু। সে কি সব চোখে দেখা যায়? যার চোখ্ আছে, সেই দেখ্‌তে পায়।

রাধা। ভাই বৃষকেতু! তুই কি ব'লেছিস্? ঐ কাল কুঁচুটে ছোঁড়াটা আমাকেও একদিন অমন ক'রে ভুলিয়েছিল। ভাই, তোর শ্যামদাদার গুণের মধ্যে বেশ্ আর একটী গুণ আছে, বেশ্ লুকোচুরি খেলা খেল্‌তে পারে।

কৃষ্ণ। না ভাই বৃষকেতু, প্যারী আবার আমার চেয়েও পারে। লুকোচুরি খেলায় আমি প্যারীর কাছে হার মেনেছি। আর সেদিন থেকে জেনেছি যে, মেয়েমানুষে খুব লুকোচুরি খেলা খেল্‌তে জানে।

রাধা। তা জানেই ত। না ভাই বৃষকেতু, সে তোর শ্যামদাদা, আমি তাতে হার মেনেছি। ভাই, তোর শ্যামদাদার গুণের মধ্যে আর একটী বেশ্ গুণ আছে; খুব চুরি বিদ্যা জানে। একদিন, ও আমাদের কাপড় চুরি ক'রে রেখে এমনি নাকাল ক'রেছিল, কেমন শ্যাম! মনে আছে? দেখ ভাই, ও পরের জিনিস পেলে সহজে ছাড়ে না। বেশ্ চোর

বৃষকেতু। দেখ, আমার শ্যামদাদাকে চোর চোর ব'ল না, তা যদি বল, তাহ'লে আর আমি তোমার সঙ্গে খেলা ক'র্‌ব না।

রাধা। তবে তোর শ্যামদাদাকে হার মান্‌তে বল্।

বৃষকেতু। হার মান্‌বে কেন? তবে আমরা খেল্‌ব, তোমায় হারাব।

রাধা। আর যদি হেরে যাও, তাহ'লে কি হবে?

বৃষকেতু। তুমি যদি হেরে যাও, তাহ'লে কি হবে?

রাধা। (কৃষ্ণের হস্ত হইতে পাঁচনি গ্রহণপূর্ব্বক) তাহ'লে আমি এই বেতের চার ছড়ি খাব, তোমরা খাবে বল? ইস্, তা আর পারতে হয় না।

কৃষ্ণ। (স্বগত) রকম দেখ। ক'র্‌ব কি? (প্রকাশ্যে) দেখ ভাই বৃষকেতু, খেলিস্‌নে ভাই। মেয়েমানুষের চোকের জোর বেশী। আমরা লুকোলে ঠিক গিয়ে ধ'রে ফেল্‌বে।

বৃষকেতু। তবে আমরা ও খেলা খেল্‌ব না। আমরা দোব বুড়ির মাথায় হলুদ তেল। কেমন শ্যামদাদা?

কৃষ্ণ। সেই ভাল ভাই।

রাধা। চার ছড়ি। সহজে ছাড়্‌ব না। এস, দাঁড়াও।

বৃষকেতু। দেখ আগে ছুট্‌তে পারে না। এস না, এস না, শ্যামদাদা, প্যারীর গরব ভেঙে দি।

কৃষ্ণ। তাই এস ত ভাই।

[পর্য্যায়ক্রমে রাধা, কৃষ্ণ ও বৃষকেতুর বেগে প্রস্থান।

পর্য্যায়ক্রমে রাধা, কৃষ্ণ ও বৃষকেতুর বেগে পুনঃ প্রবেশ।

রাধা। কি বৃষকেতু, পেছিয়ে প'ড়লে যে? তোমার শ্যামদাদা

ত আগিয়ে স'য়ে আস্‌তে পার্‌লে না। এখন তোমার হ'য়ে মার খাবে কে? তুমি, না তোমার শ্যামদাদা?

বৃষকেতু। কেন, মার না, মার না, আমি হেরেছি আমায় মার। তার আবার গঞ্জনা কি? তুমি আমায় মার। (পৃষ্ঠ পাতিয়া দেওন ও শ্রীকৃষ্ণ তাহার পৃষ্ঠে পৃষ্ঠদানপূর্ব্বক দণ্ডায়মান)।

রাধা। মার্‌বই ত। এই রাম, দুই, তিন। (বেত্রাঘাত)।

বৃষকেতু। কেন শ্যামদাদা, স'রে যাও না। কেন প্যারীর মার খাচ্চ? আমি হেরেছি, আমি মার খাব। তুমি আমার হ'য়ে মার খাচ্চ কেন?

কৃষ্ণ। ভাই বৃষকেতু! ওরে ভাই, আমি যে পরের জন্যই মরি, পরকে পর করি না ব'লেই ত, প্যারী আমায় এত ক'রে বলে। এই সকলের জন্যেই ত একদিন প্যারীর পায়ে ধ'রেছিলেম।

বৃষকেতু। এ কি শ্যামদাদা, এতদিন ধ'রে তোমায় ত দেখ্‌ছি, কৈ এমন ত কখন দেখি নাই। এ কি, এ যে আমার সেই রাধাকিষণ। দাদা! দাদা!— (ব্যস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের করধারণ)

গীত।

গৌরী ও মিশ্র—কাশ্মীরি।

বৃষকেতু। শ্যাম দাদা তোমায় চিনেছি তুমি আমার রাধাকিষণজি।
ভালবেসে খেলাও এসে বুঝে বুঝে আজ্‌কে ধ'রেছি।

কৃষ্ণ। আমি তোর ভক্তি দেখে আপনি ধরা দিয়েছি।
নৈলে রে ভাই কেউ আমায় ধ'র্‌তে পারে কি।

রাধা। ও শঠের ধারা এমনি ধারা, মন কেড়ে নিয়ে দেয় রে ফাঁকি।
তাই ত আমি দিনদুপুরে ঐ মনচোরারে ল'য়ে থাকি।

কৃষ্ণ। দেখ ক'রুলে মাটি, দেখ্ ক'স্‌নে কথা।

রাধা। কেন শ্যাম দাও হে ব্যথা,—
আমি তোমার লাগি কলঙ্কিনী রাই নাম কিনেছি।

কৃষ্ণ। দেখ্ করিস্‌নে বাড়াবাড়ি, তোর সঙ্গে কিসের আড়ি,
আমি তোর লাগিয়ে গোপের বোঝা মাথায় ক'রে ব'য়েছি।

রাধা। তুমি ত তার শোধ ল'য়েছ মথুরাতে, আমি একশ বছর কেঁদেছি।

কৃষ্ণ। মনে কি নাইক তোমার, সে মোহন কুঞ্জে বিহার,
অভিমান যায় না কি রাই, যখন পায়ে ধ'রে সেধেছি। (পদধারণ)।

রাধা। থাক্ থাক্ বংশীবয়ান, কাজ কি তোমার সাধিয়ে মান,
মানে মান হ'ল যদি, আমি এই মানে মানে যেতেছি।।

[ধীরপদে প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বুঝি চোটে গেল,—
কোথা যাও মুখ তুলে চাও, কালায় ফেলে যাওয়া উচিত কি।
তুমি আমার আমি তোমার রাধে তাও জাননা কি।

[প্রস্থান।

বৃষকেতু। শ্যামদাদা, কোথায় যাও? আমায় ফেলে যেও না। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। আজ তোমাদের বাড়ী দেখ্‌তে যাব। দাদা, আমি তোমার কেউ নই? তোমার প্যারী আমার চেয়ে বড় হ'ল? (রোদন)।

কৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ।

গীত।

কৃষ্ণ। প্যারী আমার বড়—জগৎ বড়,—
তাই চূড়ায় যতন ক'রে রাধানাম লিখেছি।

[প্রস্থান।

রাধার পুনঃপ্রবেশ।

রাধা। ওরে তাই ও বড় ক'রে ছোট করে,
তাই বড় হ'য়ে বড় খোয়ার হ'তেছি।
এবার প্রেমের মাথায় ক্ষার মাখিয়ে বৃন্দাবনে যেতেছি।

বৃষকেতু। (স্বগত) প্যারি, আমি প্রেম জানি নাই, প্রেম শিখি নাই; তবে আর তোমাদের প্রেমের তত্ত্ব জানব কি? আমি জানি আমার শ্যামদাদা। শ্যামদাদা! আজ আমি তোমাদের বাড়ী যাব, একবার গিয়ে দেখে আস্‌ব। শ্যামদাদা, আমায় তুমি পায়ে ঠেলো না।

বৃষসেন ও অমরকেতুর প্রবেশ।

অমরকেতু। কেমন দাদা, ঠিক, ঠিক ব'লেছি কি না? ঐ দেখ, বৃষকেতু দাঁড়িয়ে আছে। ঐ দেখ হাঁ ক'রে কি ভাবছে। তবে তুমি যাও দাদা, বাবা কি বলেন আমি শুনে আসি গে।

[প্রস্থান।

বৃষসেন। আয় রে, আয় রে ভাই, আয় রে জীবনরত্ন, আয় রে আমার বুকে আয়। তোকে আমি খুঁজে খুঁজে পাগল

হ'য়েছি। হারানিধি, প্রাণনিধি আয় ভাই, আজ আমার পোড়া প্রাণে একটু শান্তি-জল দিবি আয় ভাই।

(বৃষকেতুকে বক্ষে গ্রহণ)।

গীত।

দেশসিন্ধু—আড়খেম্‌টা।

আয় আয় ভাই তো বিনে রে ভাই,
জুড়াইতে জ্বালা আর কেহ নাই।
বাল্যকাল থেকে, স্নেহ ধূলি মেখে,
খেলেছ যেমন আজও খেল তাই॥
প্রেমনদী নীরে সোহাগপুলিনে আনন্দবাজারে স্নেহ-কুঞ্জবনে,
শ্যামল প্রান্তরে শ্যাম দূর্ব্বা'পরে, সেই নিত্য খেলা জাগিছে সদাই॥
গগনেতে চাঁদ উদিত যখন, নাচিতে খেলিতে হাসিতে যেমন,
তেমনি মধুভাষে, তেমনি নেচে হেসে, দাদা ব'লে ডাক জীবন জুড়াই॥

বৃষকেতু। কেন দাদা, কি হ'য়েছে? কাঁদ্‌ছ কেন দাদা? কেন অমন ক'র্‌ছ দাদা?

মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রবেশ।

সেনাপতি। কুমার, এখনও আপনি অপেক্ষা ক'রছেন? আর অপেক্ষা কিসের? দিন্ দিন্, কনিষ্ঠ কুমারকে আমার কোলে দিয়ে আপনি একবার রাজবর্ত্মের অভিমুখীন হোন্ গে। কেন না এতক্ষণ বোধ হয় মহারাজ কনিষ্ঠ কুমারের অনুসন্ধানের জন্য এসেছেন। সৈন্যগণ আপনার মুখাপেক্ষী হ'য়ে অবস্থান ক'র্‌ছে। (ক্রোড়ে গ্রহণ)।

বৃষসেন। সেনাপতে! তবে তুমি অবিলম্বে আমার সংসারনিধিকে অঙ্গরাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে লয়ে যাও। আমি সৈন্যগণের সহিত মুহূর্ত্তমধ্যে রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে যাচ্চি। মন্ত্রিমহাশয় আমার অনুসরণ করুন (গমনোদ্যত)।

বৃষকেতু। না দাদা, যেও না যেও না। আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! কেন আপনি, মন্ত্রিমহাশয়, সেনাপতি মহাশয় এরূপ ভাবে এলেন? কেনই বা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সেনাপতি মহাশয় আমাকে কোলে ক'র্‌লেন? কেনই বা আমাকে অঙ্গরাজ্য হ'তে ল'য়ে যাবেন? কেন? বাবা কোথায়? কি হ'য়েছে ব'লে যাও না দাদা!

বৃষসেন। ভাই রে, বল্‌বার আর সময় নাই, অথবা সে কথা ব'ল্‌তে গেলেও রসনা নীরস হ'য়ে যায়। হৃদয়ের মধ্যে যেন কি আঘাত লাগ্‌তে থাকে।

বৃষকেতু। দাদা, বল না কি হ'য়েছে? আমার প্রাণ যে বড় কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। বাবার ত কিছু হয় নাই? মা ভাল আছেন ত?

সেনাপতি। জীবনাধিক! তুমি কি এখনও জান না যে, তোমার নিষ্ঠুর পিতা আজ একটী কপট ব্রাহ্মণের চাতুরীতে মুগ্ধ হ'য়ে তোমার প্রাণনাশ ক'র্‌বেন? কুমার! তুমি কি এখনও জান নাই যে, আজ এই পাপ-পুরীতে অবস্থান ক'র্‌লে মুহূর্ত্তমধ্যে তোমার অমূল্যজীবন চিরদিনের জন্য সংসারবাস হ'তে বিলুপ্ত হবে? তাই কুমারের সহিত এই পাপ কিরাতরাজ্য

পরিত্যাগ ক'র্ব মনে ক'রেছি। তাই তোমায় কোলে ক'রেছি।

মন্ত্রী। কুমার! এখন কি আপনার বিলম্বের সময়? আপনি আজ কি দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রেছেন, তা কি আপনার স্মরণ নাই? যদি মহারাজ এই সংবাদ জানতে পারেন, তাহ'লে আর কিছুতেই কনিষ্ঠ কুমারকে রক্ষা ক'র্তে পারব না।

বৃষসেন। না না মন্ত্রিমহাশয় যাচ্ছি। কিন্তু আমার যেতে কিছুতেই মন স'র্ছে না। একবার যাই যাই মনে করি, আবার বৃষকেতুর কমনীয় মুখকান্তি দর্শন ক'র্লে আর যেতে ইচ্ছা হয় না। এই যাচ্চি। (সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে গমনোদ্যত)।

বৃষকেতু। না দাদা, যেও না। যদি যাবে, তবে আমায় আর একটী কথা ব'লে যাও। কেন বাবা আমার প্রাণনাশ ক'রবেন? আমি তাঁর কি ক'রেছি দাদা! বাবার সাদা বুকে এ কালির দাগ কে দিলে দাদা?

বৃষসেন। (নিস্তব্ধ)।

সেনাপতি। কুমার, জ্যেষ্ঠ কুমারকে আর সে কথা জিজ্ঞাসা ক'র্বেন না। আমি তা ব'ল্ছি। উঃ! ব'ল্তে গেলেও যে বুক ফেটে যায় রে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব অন্ধকারময় দেখ্তে থাকি। কুমার, তোমার প্রাণনাশের কারণ এই—এক অতিথি ব্রাহ্মণ তোমার মাংসভোজনের বাসনা ক'রেছেন; তাতেই মহারাজ—

বৃষকেতু। (বিরক্তির সহিত) সেনাপতে, কোল হ'তে নামিয়ে দাও। এখনও ব'লছি নামিয়ে দাও। তোমরাই ত দুষ্ট। তোমরাই ত আমার দাদাকে মাতিয়েছ? তোমরাই নয় আমার বাবাকে নিষ্ঠুর কিরাত ব'লছিলে? তোমরাই ত কিরাত! তোমরাই ত পাপী! তোমরাই ত চণ্ডাল! সেনাপতে! আমার তুচ্ছ প্রাণ ব্রাহ্মণে গ্রহণ ক'র্‌বেন, আমার মাংসভোজনে সন্তুষ্ট হবেন, দাদা! এর চেয়ে আর আমার কি সৌভাগ্য হবে? দাদা, ল'য়ে চল, বাবার কাছে আমায় ল'য়ে চল। দাদা, সত্য ক'রে বল, ব্রাহ্মণকে আমার মাংস ভোজন করাবেন ব'লে বাবা ত স্বীকার ক'রেছেন?

সেনাপতি। এ আবার কি হ'ল! এ অমৃতে হলাহল কে তুল্লি রে? এ হরিষে বিষাদ কে সাধ্‌লি রে! ওরে এ মরুভূমির মধ্যে শীতলজল দান ক'রে, কেন আবার সে জলে বঞ্চিত ক'র্‌তে চাস্‌। কুমার! তুমি বালক। জীবনের মূল্য তুমি জান না। অমূল্য জীবনের মূল্য যদি তুমি জান্‌তে, তাহ'লে কখনই তুমি ওরূপ কথা ব'ল্‌তে না।

বৃষকেতু। আমার তা জেনেও কাজ নাই। কয়েকটী কথা আমি জেনেও রেখেছি,—মানুষকে ম'র্‌তেই হয়, কেউ জগতে চিরকাল থাক্‌বে ব'লে আসে নাই! আর এও জেনেছি যে, এ শরীর কিছুই নয়। যেমন ফুলে মধু থাক্‌লে ভ্রমর যত্ন করে, তেমনি দেহে প্রাণ থাক্‌লে মানুষও যত্ন করে। নতুবা একের অভাব হ'লে অন্যের যত্ন থাকে না। তবে

যদি সেই দেহ দেব কিম্বা দ্বিজ বাসনা করেন, এর চেয়ে কি সৌভাগ্য হ'বে? সেনাপতি মহাশয়! আমাকে কোল হ'তে নামিয়ে দিন। আমি বাবার কাছে যাব, ব্রাহ্মণকে এ দেহ দোব। বাবা ব্রাহ্মণের কাছে সত্য ক'রেছেন, আর আমি তুচ্ছ প্রাণের জন্য তাঁর সে সত্য পূর্ণ ক'র্‌ব না? দাদা, তাহ'লে আর এ অপদার্থ দেহে প্রয়োজন কি?

মন্ত্রী। সেনাপতে! তুমি যে একবারে বালকের কথায় অধীর হ'য়ে প'ড়্‌লে! এখন কুমারের কথা শুন্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। আজ যে কঠিন কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছ, সে কার্য্য অগ্রে সুসম্পন্ন কর, তারপর কথা হবে।

নেপথ্যে স্ত্রীসৈন্যগণ—

জয় হর হর শঙ্কর! জয় হর হর শঙ্কর!

সেনাপতি। একি, একি, এ বামাকণ্ঠনিঃসৃত ভীষণ বিজয়হুহুঙ্কার কোথা হ'তে আস্‌ছে? একি চতুষ্পার্শ্বে যে বিজয়িনী ভৈরবীর ধ্বনি। সমূহ দিঙ্মণ্ডল যে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্লে! একি, ওকি বিদ্যুতের ঝলা! বর্ষার ফলা! মুহুর্মুহুঃ ধনুকের টঙ্কার! অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি! কর্ণকুহর বধির ক'রে তুল্লে! মন্ত্রিমহাশয়! মন্ত্রিমহাশয়! অকস্মাৎ একি!

পুনঃ নেপথ্যে—

জয় হর হর শঙ্কর! জয় হর হর শঙ্কর!

সেনাপতি। একি, একি, এ যে সব স্ত্রীসৈন্য। অন্তঃপুরচারিণী

মহিলাদের অনুরূপ ব'লে বোধ হ'চ্চে। চন্দ্রা না? কি ভীষ মূর্ত্তি। যেন সাক্ষাৎ দেবী মহিষমর্দ্দিনী সঙ্গিনীগণ সহ প্রলয়কালীন বিশ্বসংহারিণী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা! বুঝেছি, চন্দ্রা রাজার পক্ষ অবলম্বন ক'রেছে।

বৃষসেন। সেনাপতি মহাশয়, তবে কি হবে? তবে বুঝি আর আমরা বৃষকেতুকে রক্ষা ক'রতে পারলেম না। তবে আমাদের উপায়? এখন ত সৈন্যগণ কেউ এখানে নাই।

যোদ্ধৃবেশে চন্দ্রা, বৃন্দা, কৃষ্ণা প্রভৃতি স্ত্রী-সৈন্যগণের বেগে প্রবেশ।

স্ত্রীসৈন্যগণ। জয় হর হর শঙ্কর! জয় হর হর শঙ্কর!

সেনাপতি। মন্ত্রিমহাশয়, দেখ্ছেন কি? দুর্ব্বিনীতারা ক্রমেই যে সম্মুখীনা হ'য়ে এল। শীঘ্র সুসজ্জিত হ'ন্। জয় হর হর শঙ্কর! সাবধান! এখনও ব'ল্ছি, সম্মুখে এস না।

চন্দ্রা। সাবধান! এখনও ব'ল্ছি, আমাদের পথাবরোধ ক'র না।

সেনাপতি। কেও, চন্দ্রা! কেন কল্যাণি! তুমি এখানে কেন?

চন্দ্রা। আর আপনি এখানে কেন?

সেনাপতি। একটী রাজবংশ রক্ষার জন্য।

চন্দ্রা। আমিও একটী রাজবংশ রক্ষার জন্য এসেছি।

সেনাপতি। তবে কি তুমি আমাদের সহযোগিনী?

চন্দ্রা। সে কিরূপ?

সেনাপতি। আমরা মহারাজের আচরণে দুঃখিত হ'য়ে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রছি, সেই কার্য্যে।

চন্দ্রা। না না, আমি তোমাদের সহযোগিনী নই।

সেনাপতি। তবে কি তুমি আমাদের বিরুদ্ধাচারিণী?

চন্দ্রা। সম্পূর্ণ।

সেনাপতি। তবে রাজবংশ রক্ষা ক'রবে কিসে?

চন্দ্রা। আপনি যে সঙ্কল্পে রাজবংশ রক্ষা ক'রবেন ব'লে চেষ্টা ক'রছেন, তাতে রাজবংশ ত রক্ষা পাবে না; বরং ধ্বংস ক'রবার পদ্ধতি অবলম্বন ক'রছেন মাত্র। আপনি জানেন—ব্রাহ্মণের কোপানল বিশ্ব দগ্ধ ক'রতে পারে।

সেনাপতি। আর তুমি কিসে রক্ষা ক'রবে?

চন্দ্রা। কেন, বৃষকেতুকে ল'য়ে গিয়ে সেই ব্রাহ্মণকে দান ক'রব; পরে ব্রাহ্মণ সন্তোষ লাভ ক'রে আশীর্ব্বাদ ক'রলে, তাতে আবার সবি হ'তে পারবে।

সেনাপতি। চন্দ্রা, তুমি স্ত্রীলোক। এখনও সংসারব্যূহ ভেদ ক'রবার শক্তিশালিনী হও নাই।

চন্দ্রা। আপনিও তদ্রূপ। তা না হ'লে অপরের বস্তুতে আপনার কি অধিকার আছে, তা কি বুঝ্‌তে পারছেন না? মহারাজের চেয়ে কি আপনি বৃষকেতুকে অধিক স্নেহ-মমতা করেন? যদি তাই হয়, তাহ'লে ঈশ্বরের নীতির অনেক ব্যতিক্রম ঘ'টেছে।

রণচণ্ডী। দিদি! সময় বিলম্বে ব্রহ্মকোপানল!

সেনাপতি। চন্দ্রা, আমি অসি স্পর্শ ক'রে ব'লছি, আমার এতে বিন্দুমাত্র শঠতা নাই।

চন্দ্রা। তা হ'তে পারে। যাই হ'ক, বৃষকেতুকে আমায় দিন্।

সেনাপতি। কি জন্য? প্রাণনাশের জন্য বৃষকেতুকে কোল হ'তে নামিয়ে দোব? চন্দ্রা, তুমি যে রমণী! জান্‌তেম, স্ত্রীজাতীর হৃদয় অতি কোমল! জান্‌তেম, কমনীয় নবনীত বা সুকোমল কমলও সে হৃদয়ের তুল্য নয়। এখন দেখ্‌ছি, তা নয়; উহা পাষাণময়, লৌহও উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে। চন্দ্রা, তুমি নয় আমাদের কুমারকে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছিলে? চন্দ্রা, বৃষকেতু না তোমায় মাসি মা ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকে? চন্দ্রা, বৃষকেতু না তোমায় মায়ের চেয়েও ভক্তি ক'রে থাকে? আজ কি তার এই পরিণাম?

চন্দ্রা। আর এত দিন যিনি আপনাকে বক্ষে রেখে প্রতিপালন ক'রে এলেন, যাঁর অন্নদাস হ'য়ে আপনি এত দিন দেহধারণ ক'র্‌তে সক্ষম হ'লেন, আজ কি তাঁর এই প্রত্যুপকার ক'চ্চেন না কি? এ ব্যবহারে যে আপনার নরকেও স্থান হবে না।

সেনাপতি। সাবধান দুর্ব্বিনীতে! (অসি নিষ্কাসন ও বৃষকেতুকে মন্ত্রির ক্রোড়ে দান)

স্ত্রীসৈন্য। সাবধান সেনাপতে! জয় হর হর শঙ্কর। (যুদ্ধ ও সেনাপতির মূর্চ্ছা)।

চন্দ্রা। রণচণ্ডি! সেনাপতিকে বন্ধন কর।

রণচণ্ডি। যে আজ্ঞা দেবি! (সেনাপতিকে বন্ধন)।

মন্ত্রী। অহো কি হ'ল, কি হ'ল! সেনাপতি যে মূর্চ্ছা গেলেন! ধিক্ কলঙ্কিনি! আয় এই অস্ত্রাঘাতেই তোদের জীবন নাশ করি।

চন্দ্রা। মন্ত্রিমহাশয়, কেন অসার বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌ছেন? এখনও বৃষকেতুকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন, না হয় প্রাণ ল'য়ে পলায়ন করুন।

মন্ত্রি। কি, কি দুশ্চারিণি! এতদূর স্পর্দ্ধার কথা! আজ এই অস্ত্রেই তার প্রতিফল দর্শন কর্। (অসি নিষ্কাসন ও বৃষকেতুকে বৃষসেনের ক্রোড়ে দান)।

স্ত্রীসৈন্য। জয় হর হর শঙ্কর। (যুদ্ধ ও মন্ত্রীর মূর্চ্ছা)।

চন্দ্রা। রণচণ্ডী, মন্ত্রিমহাশয়কে বন্ধন কর।

রণচণ্ডী। যে আজ্ঞা দেবী। (মন্ত্রীকে বন্ধন)।

বৃষসেন। কি হ'ল! অমিতপরাক্রমশালী সেনাপতি মহাশয়, আর মন্ত্রিমহাশয় চন্দ্রা মাসীর কাছে পরাজিত হ'লেন! হায়, তবে আমি একাকী কিরূপে এই স্ত্রীসৈন্যের মধ্যে বৃষকেতুকে রক্ষা ক'র্‌ব।

চন্দ্রা। বাবা বৃষসেন! কেন বাবা মহারাজের প্রতি আজ এত ক্রুদ্ধ হ'য়েছ? পিতার প্রতি সন্তানের কি অত কোপ প্রকাশ করা উচিত? তোমার পিতা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অপমানিত হ'চ্ছেন, আর তুমি গুণবান্ পুত্র হ'য়ে তা স্বচ্ছন্দে দর্শন ক'র্‌ছ! বাবা, অভিমান ত্যাগ কর, ঘরে চল! এস বাবা বৃষকেতু, আমার কোলে এস।

সেনাপতি। অহো, নারীহস্তে অপমানিত হ'লেম! কুমার! আমি এখন বন্ধন অবস্থায় কালাতিপাত ক'রছি, কিন্তু আমাদের ভবিষ্য-ভাগ্য-গগনে আজ কি কাল-মেঘের উদয় হ'চ্চে, তা কি দেখতে পাচ্চ? তা যাই হ'ক, কিন্তু আজ তোমার হাতে আমাদের অমূল্য ধন সমর্পণ ক'রে এসেছি, দেখ' কুমার, যেন আমরা সে অমূল্য ধনে বঞ্চিত না হই!

বৃষসেন। মাসিমা, আমায় আর কিছু ব'ল না। আমি তোমায় মায়ের অপেক্ষা ভক্তি করি, কিন্তু আমি আজ এ অনুরোধ কিছুতেই রক্ষা ক'রতে পারব না। মাসিমা, এ সংসারে ভাইএর তুল্য আর কি ধন আছে? আমাকে তুমি কি ক'রে ও কথা ব'লছ? মাসিমা, আমাদের কয়েক ভ্রাতার মধ্যে তুমি ত আমার বৃষকেতুকেই অধিক স্নেহ ক'রে থাক, তবে তুমি আবার কেমন ক'রে সেই বৃষকেতুকে পিতার কাছে ডালি দিবে? না না, তা কিছুতেই হবে না। এই আমি বৃষকেতুকে বুকের মধ্যে রাখছি। আমিও দেখব মাসিমা, যে কোন্ রাক্ষস বা রাক্ষসী আমার অমূল্য বৃষকেতু ধনকে হৃদয়মধ্য হ'তে হরণ ক'রে ল'য়ে যায়।

চন্দ্রা। কুমার! সে আশা তোমার সম্পূর্ণ বৃথা। জয় হর হর শঙ্কর! (বৃষকেতুকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ)

বৃষসেন। মসিমা, আর তোমায় ক্ষমা ক'রব না। আজ এই অস্ত্রেই তোমার মত কঠিন-হৃদয়া চণ্ডালিনীকে ধরণী হ'তে অপসারিত ক'রব। (হননোদ্যত)

রণচণ্ডী। (অস্ত্র হরণপূর্ব্বক) কুমার এখনও তুমি শিশু। এখনও তুমি সে বল ধারণে সমর্থ হও নাই।

স্ত্রীসৈন্য। চল আমরা যাই। জয় হর হর শঙ্কর। (গমনোদ্যত)

বৃষকেতুর সহাধ্যায়িগণের প্রবেশ।

সহাধ্যায়িগণ। হাঁ গা, তোমরা আমাদের বৃষকেতুকে ল'য়ে কোথায় যাচ্ছ গা?

চন্দ্রা। তোমাদের সে কথা জানবার কোন প্রয়োজন নাই।

[বৃষকেতুকে লইয়া স্ত্রীসৈন্যদের প্রস্থান।

১ম সহাধ্যায়ী। হাঁ দাদা, কেন তুমি অমন ক'রে র'য়েছ? কেন ওরা আমাদের বৃষকেতুকে ধ'রে ল'য়ে গেল? কি হ'য়েছে দাদা?

বৃষসেন। উঃ, আজ মধ্য-গগনে দুরন্ত রাহু পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস ক'র্‌বে। ভাই রে, তোমাদিগে আর সে কথা কি ব'ল্‌ব? ভাই রে, আজ যে কি সর্ব্বনাশ হবে, তা কি তোমরা আমার অশ্রু দর্শন ক'রে বুঝ্‌তে পাচ্চ না? আজ নিষ্ঠুর পিতা এক মাংসাশী অতিথি ব্রাহ্মণের সন্তোষের জন্য বৃষকেতুর শিরশ্ছেদন ক'র্‌বেন (রোদন)।

সহাধ্যায়িগণ। হায়, হায়! কি হবে, কি হবে! ভাই বৃষকেতু! ভাই বৃষকেতু! (মস্তকে করাঘাত ও উপবেশন)।

সেনাপতি। কুমার, আমাদের বন্ধন মোচন করুন। (বৃষসেন কর্ত্তৃক মন্ত্রী ও সেনাপতির বন্ধন মোচন)।

সেনাপতি। মন্ত্রিমহাশয়! চ'ল্লেম, আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন। উঃ, এই বাহুযুগলে আমি অস্ত্র ধারণ করি? এই অস্ত্রে কি আমি কত শত মহারথীকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত ক'রেছি? ধিক্ আমার এই অস্ত্রে! ধিক্ রে ঘৃণিত অস্ত্র, এই ঘৃণিত স্থানই তোর্ বাসের যোগ্য। চ'ল্লেম। মাতঃ জন্মভূমে! তোমার বক্ষে এ অভাগার আর স্থান নাই।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। আমার এই ঘৃণিত দেহ ল'য়ে লোকালয়ে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। জনশূন্য ভীষণ অরণ্যই এখন এই হতভাগ্যের আশ্রয়স্থান!

[প্রস্থান।

বৃষসেন। আর কেন মায়া! কিসের তরে আর সংসারমায়া! মায়া, তুমি এ কিশোর শরীর হ'তে অন্তর্হিত হও। সংসার সুখ-কামনা চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিলাম। রাজপুত্র হ'য়ে যখন সামান্য ধাত্রীর নিকট অপমানিত হ'লেম, তখন আর আমি রাজপুত্রনামের যোগ্য নই। এখন সন্ন্যাসীর বেশে বনে গমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প।

[প্রস্থান।

১ম সহাধ্যায়ী। ভাই রে! এ আবার কি হ'তে কি হ'ল! বৃষকেতু যে আমাদের হৃদয়ের আলো! এ আলো কে নিবাবে ভাই? চল, আমরা মহারাজের কাছে যাই। তিনি যে

প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন ; তিনি যে ভিখারীকে ভিক্ষা দেন। তবে চল, আমরা ভিখারীর বেশে মহারাজের কাছে বৃষকেতু-ধনকে ভিক্ষা চাইগে চল।

গীত

আলেয়া—কাশ্মীরি।

চল ভাই সবাই মিলে যাই সে রাজার ভবনে।
শুনেছি তাঁর বড় দয়া দীন দুঃখী কাঙাল জনে॥
কাঙাল ব'লে ধরিব পায়, যদি গলে তাঁর পাষাণ-হৃদয়,
তখন চাব ভিক্ষা সযতনে বৃষকেতু রতনে॥
কঠিন রাজার কঠিন আচার, ক'রেছেন কঠিন বিচার,
আজ রাজার বিচার দেখ্‌বে সবে কাঙালগণে ভিক্ষা দানে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্দাকিনী-পুলিন।

সূর্য্যের প্রবেশ।

সূর্য্য। (স্বগত) দেখি চূর্ণ হয় কি না ইন্দ্র-অহঙ্কার।
প্রাণাধিক কর্ণ মোর সত্যের কারণ,
নিশ্চয় সে প্রদানিবে আপন নন্দন,

ছদ্মবেশী নারায়ণে। বুঝিয়াছি মনে তাহা,
কিন্তু বাছা, মম বুদ্ধি দোষে,
পেতেছে দারুণ জ্বালা অহর্নিশ!
আজ তার হিত লাগি করিব মহান্ যোগ,
বসি এই মন্দাকিনীতীরে।
অবশ্যই সুমঙ্গল ঘটিবে তাহার। (উপবেশন)।

অপর পারে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। (স্বগত) দেখা যাবে এবে কর্ণ কত দাতা?
সন্তান কর্ত্তনে, অবশ্যই মানবের প্রাণে,
উপজিবে স্নেহরাশি!
ভাসিবে নয়ননীরে, সত্য যাবে দূরে।
পুনঃ ভয় হয় মনে,
যদি কর্ণ করে পুত্র দান,
সূর্য্য-তিরস্কার পুনঃ হইবে সহিতে।
অপমানে না পারিব দেখাইতে মুখ।
পণ ভঙ্গ করে যাতে কর্ণ মহারাজ,
আজ তার করিব উপায়!
সাধিব মহান্ যোগ বসি মন্দাকিনীতীরে। (উপবেশন)।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। (স্বগত) আজ ভারতে মিথ্যাশক্তির সহিত সত্যশক্তির মহাসংগ্রাম! স্বর্গে তার ভীষণ ধ্বনি উঠ্‌ছে। জয় পরাজয়

তার দুই সেনাপতি, ঘোরতর যুদ্ধ ক'র্‌ছে। উভয়েই বিপুলপরাক্রমশালী। পরিদর্শক—ত্রিজগদ্‌বাসি! তন্মধ্যে কেহ বা জয়ের পক্ষপাতী, আর কেহ বা পরাজয়ের পক্ষপাতী। ও কি!—মন্দাকিনীর এক পারে ইন্দ্র, অপর পারে সূর্য্যদেব যুগল চক্ষু মুদ্রিত ক'রে কার উপসর্পণা ক'র্‌ছে? বুঝেছি, এ যুদ্ধে এঁদেরও স্বার্থ আছে। সত্যের জয় হ'ক্, এইটী সূর্য্যদেবের কামনা; আর সত্যের পদ ভগ্ন হ'ক, এইটী ইন্দ্রদেবের বাসনা। কেননা, কর্ণ হ'চ্চে সূর্য্যের পুত্র। কর্ণের সেনাপতি জয়, জয়লাভ ক'রলেই সূর্য্যের আনন্দলাভ হয়; আর ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনের পরম শত্রু কর্ণ, জয়সেনাপতি পরাজিত হ'লেই ইন্দ্রের আনন্দলাভ হয়। যাই হ'ক্, এঁদের অন্তরে কলুষিত ভাব থাক্‌লেও এর মধ্যে এইটী অতি সুন্দর দৃশ্য আছে! সে দৃশ্য সর্ব্বজনমনোরঞ্জক। আমি আজ সেই দৃশ্য সুন্দর রঙে রঞ্জিত ক'র্‌ব। বেশ সময়ই আজ এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। এস যাই, কেউ যদি রসিক প্রেমিক থাক, তাহ'লে আমার সঙ্গে এস। (প্রকাশ্যে) হরিবোল, হরিবোল, এ কি দিবাকর যে?

সূর্য্য। কে ও, দেবর্ষে! আসুন, আসুন! আপনার সহিত অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হ'ল। দেবর্ষে! বর্ত্তমান ঘটনা শুনেছেন ত?

নারদ। সূর্য্যদেব! আমাকে আর সে সব ঘটনা না শুনালেই ভাল হয়।

সূর্য্য। কেন প্রভো! অধীন এমন কি অপরাধ ক'রেছে?

নারদ। হাঁ, হাঁ, সে কি; আপনার ভক্তিতে আমি চিরকালই বাঁধা আছি। তবে কি জানেন, আমার নামের দোষ, কি আমার দোষ, তা ব'ল্‌তে পারিনে; আমি যে পথ দিয়ে যাই বা যার সঙ্গে কথা কই, তাতে যদি কিছু ঘটনা ঘটে, তাহ'লে সেই ঘটনা আমাকর্ত্তৃক সংঘটিত ব'লে সাধারণ লোকে জ্ঞান ক'রে থাকে। কিন্তু তুমি যে ক'র্‌ছ, তা তোমার তাতে দোষ নাই। তোষামোদ যদি ক'র্‌তে পার্‌তেম, তা হ'লে আর সে সব কথা উঠ্‌ত না। জান্‌লেন সূর্য্যদেব! আজকালকার লোকের তোষামোদ হ'চ্ছে অঙ্গাভরণ। কর—ভাল, না হয়—মন্দ।

সূর্য্য। দেবর্ষে! যা ব'ল্‌ছেন এর একবর্ণও ভুল নয়। কেন দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্র কি কোন কথা ব'ল্‌ছে না কি?

নারদ। এখনও না কি? ব'ল্‌ছে ব'লে ব'ল্‌ছে! তা ব'লে আপনাকেও বাদ দিচ্চে না। আমার কথায় আপনি যে ইন্দ্রসভায় দু' চারটা ন্যায্য কথা ব'লে এসেছিলেন, তাতেই ইন্দ্রের অধিক গাত্র-জ্বালা, বুঝ্‌লেন? উঃ কি স্পর্দ্ধার কথা! আবার বলে কি না, আমি দেবতার রাজা, আমি সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব ক'র্‌ব, আমার আবার ব'ল্‌তে কে আছে?

সূর্য্য। না, দেবর্ষে! আমার নিকট আর সে দুরাচারের কথা ব'ল্‌বেন না। আজ যদি প্রাণাধিক কর্ণ আমার সেই প্রতিজ্ঞা-

পাশ হ'তে মুক্ত হয়, তাহ'লেই বল্‌বার দিন রৈল। আর তা না হ'লে, সে যা ব'ল্‌বে, তাই সহ্য ক'র্‌তে হবে। ইন্দ্র! তোর মনে এত দুরভিসন্ধি!

নারদ। হুঁ, কোন্ কালে তার আবার দুরভিসন্ধি নয়? গেল গুরুর গৃহে শিক্ষা লাভ ক'র্‌তে, ক'রে এলো কি না—গুরুপত্নী হরণ! সামান্য সিংহাসনের জন্য গেল সুমেরু পর্ব্বতে তপস্যা ক'র্‌তে, ক'রে এলো কি না—দধিচি ব্রাহ্মণহত্যা। আপনি ত আর কোন তত্ত্ব রাখেন না।

সূর্য্য। আচ্ছা দেবর্ষে! আমার কর্ণ যে ব্রাহ্মণকে পুত্র দান ক'র্‌বে স্বীকার ক'রেছে, তাতে ইন্দ্র কি ব'ল্‌ছে?

নারদ। ব'ল্‌ছে কর্ণও যেমনি পাগল, আর সূর্য্যও তেমনি পাগল।

সূর্য্য। আপনি ব'ল্‌তে পারেন, ইন্দ্র এখন কোথায়?

নারদ। ঐ যে মন্দাকিনীর পর পারে। কর্ণের যাতে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, তার জন্য তপস্যা ক'র্‌ছে।

সূর্য্য। তবে দেবর্ষে! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আর একবার সে পাপাত্মার কাছে যান। তাকে বিশেষরূপে ব'ল্‌বেন যে, তার যা কিছু শিক্ষাবল, সাধনাবল আছে, সে যেন কর্ণের সত্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। আর আজ আমিও দেখ্‌ব, আমার সাধনাবল আর শিক্ষাবল কর্ণের প্রতিজ্ঞার সহায়তা ক'র্‌তে পারে কি না?

নারদ। (স্বগত) রসিক প্রেমিক একবার এই দৃশ্য প্রেমচক্ষে দেখ দেখি! এর স্তরে স্তরে কি মনোরম বস্তু সজ্জিত আছে!

(প্রকাশে) সূর্য্যদেব! তবে আমি চ'ল্লেম, আপনি সেই চেষ্টায় থাকুন। (গমন)।

সূর্য্য। কোথায় মা বিষ্ণুপ্রিয়ে বাগ্বাদিনি! মাগো একবার আয় মা! হতভাগা তোকে সরোদনে আহ্বান ক'রছে। ওমা অমৃতভাষিণি! সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়িনি! মা তোকে যে আহ্বান ক'রে, তুই ত তার প্রতি প্রসন্ন হ'স্ মা! প্রসন্নময়ি! কর্ণের প্রতি প্রসন্ন হ মা। কোথা মা নারায়ণি! একবার দেখা দে মা!

গীত

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

কোথা মা শ্বেতাঙ্গিনি শ্বেতাম্বুজবাসিনি, শ্বেতবীণাধারিণি
গীর্ব্বাণি ভারতি, বিশ্ব লীলাবতি জ্ঞানবতি নারায়ণি।।
সঙ্কটঘোরে সংঘট মাগো বুদ্ধিজটচারিণি।
অজ্ঞানকূট জ্ঞানকটাক্ষে মস্ত মা দিনরজনী।
নিখিল-ভাষা অখিল-বেদ-তন্ত্রমন্ত্র-বিধায়িনী।
বেদান্ত-সাঙ্খ্য-গণিতাঙ্ক-জ্যোতিষজ্যোতিঃ-কারিণি।
নাশি কুমতি দে মা সুমতি জীবসুমতিদায়িনি।
আয় মা ওমা বিশ্বমা দেখা দে মা বিশ্বজননি।

সরস্বতীর প্রবেশ।

সরস্বতী। ভয় নাই ভয় নাই, ওহে দিবাকর!
কর্ণের সুমতি রবে, ধরামাঝে খ্যাতি পাবে,

ইন্দ্র-অহঙ্কার চূর্ণ হইবে সত্বর।
যে মোর শরণ লয়, কোথা তার আছে ভয়,
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজনে করে সমাদর;
ভালবাসি আমি যারে, সবে ভালবাসে তারে,
সম্মানিত সেই সদা ধরণী উপর।
অঙ্গ-রাজ্যে আমি যাব, কর্ণের সদয় হব,
সত্য-রক্ষা-সহায়তা করিব বিশেষ।
ভয় নাই দিনমণি, আমি হই ভক্তাধিনী,
এই চলিলাম আমি ভক্ত কর্ণ পাশে॥

[প্রস্থান।

সূর্য্য। তোমার চরণতলে দিনু কর্ণে মোর,
দেখ' মাগো দীনমাতা বাছারে আমার।

[প্রস্থান।

নারদ। (স্বগত) রসিক প্রেমিক দেখ্‌লে ত? এখন শোন, সেই দৃশ্যের নাম—"সত্যবিক্রম।" সত্যের আশ্রয় অবলম্বন ক'র্‌লে, সত্য জীবের কিরূপ সাহায্য করে, তাই আজ আমি দেখাব। এস প্রেমিক, আমার সঙ্গে এস। (প্রকাশ্যে) দেবরাজ যে গভীর ধ্যানে মগ্ন! আহা ভাবনায় শরীর জীর্ণ হ'য়ে গেছে! হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

ইন্দ্র। কে ও, দেবর্ষে! আর তা নৈলেই বা কে এমন আলোক-হীন প্রদেশে হরিনামের জ্যোতিষ্মান্ হীরকখণ্ড ছড়াতে পারে? দেবর্ষে! কোথা হ'তে আস্‌চেন?

নারদ। দেবরাজ! আমাকে সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন না।

ইন্দ্র। কেন প্রভো! শ্রীপদে এমন কি অপরাধ ক'রেছি?

নারদ। আহা! দেখ দেখি, দেবরাজের কত নম্রতা, কত শীলতা, তবু দুষ্টগণ—

ইন্দ্র। বলুন, বলুন, কেউ কি আমায় কিছু ব'লেছে? দুরাত্মা সূর্য্য কি আমায় কিছু ব'লেছে না কি?

নারদ। যা মুখে এলো, তাই ব'ল্লে। আমার ত আর সহস্র মুখ নয় যে, সহস্রমুখে বর্ণনা ক'র্‌ব।

ইন্দ্র। দেখুন দেবর্ষে, আমি কত সহ্য ক'র্‌ছি!

নারদ। তা আর ব'ল্‌তে? আপনার সহিষ্ণুতার কাছে মা সর্ব্বংসহা বসুমতীও হার মানেন।

ইন্দ্র। কিন্তু আর আমি সহ্য ক'র্‌ব না।

নারদ। কেন ক'র্‌বেন? আপনি হ'লেন দেবতাদের রাজা, স্বর্গের ইন্দ্র; কত যোগীন্দ্র, কত মুনীন্দ্র আপনার পদে লুণ্ঠিত হ'চ্চে। আপনি ব'লে সহ্য ক'র্‌ছেন, কিন্তু আমরা হ'লে সহ্য ক'র্‌তে পার্‌তেম না। কর্ণ, ব্রাহ্মণকে পুত্রদান ক'র্‌বে ব'লে স্বীকার ক'রেছে কি না, তাতে সূর্য্য আর অহঙ্কারে চোখে দেখ্‌তে পাচ্চে না। আবার সে সুমতি-দায়িনী সরস্বতীকে কর্ণের নিকট প্রেরণ ক'র্‌ছে।

ইন্দ্র। আচ্ছা, তাই দেখা যাবে। দেখুন দেবর্ষে, কার মনে অধিক শঠতা আছে, দেখুন। দেবর্ষে! আপনি যান, আমিও আ

দুষ্টা সরস্বতীকে কর্ণের কণ্ঠদেশে অধিষ্ঠিত হবার জন্য প্রেরণ ক'র্‌ছি। সে দেখুক যে, আমার যোগবল সাধনাবল আছে কি না।

নারদ। আপনি মনে ক'র্‌লে কি না ক'র্‌তে পারেন! আমি এখন তবে চ'ল্লেম। (স্বগত) এস প্রেমিক, সেই সত্য-বিক্রমচিত্র দর্শন ক'র্‌বে এস।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। কোথা মা জীবকুলধ্বংসবিধায়িনি দুষ্টা-সরস্বতি! আজ ইন্দ্র বড় বিপদে প'ড়েছে মা! তুমি দয়া প্রকাশ না ক'র্‌লে আমার আর পরিত্রাণ নাই। এস মা, একবার অঙ্গরাজ্যে গিয়ে দুরাচার সূর্য্যপুত্রের কণ্ঠদেশে অধিষ্ঠিত হও মা, যাতে সে ব্রাহ্মণকে পুত্রদান না করে, সেইরূপ তার মনের প্রবৃত্তি ক'রে দাও মা! ওমা অবিদ্যারূপিণি! তোমার প্রভাব আজ জগতে দেখাও মা।

দুষ্টা-সরস্বতীর প্রবেশ।

দুষ্টা-সরস্বতী। কেন কাঁদিস্ মিছে, ভয় কি আছে,

অভয় দিলাম তোরে।

আমার দাপে, কে না কাঁপে,

তাতে কে না ভয় করে?

অবিদ্যা নাম আমার, খ্যাত এ সংসার

অন্য নাম দুষ্টা-সরস্বতী।

আমি কাঁধে চাপলে পরে, ওরে ওরে
কার কি না করি দুর্গতি ॥
আমি ঘুরি বটে, আশে পাশে
কিন্তু যখন আল্‌গা পাই।
আল্‌গা দেখে, ফুল্‌কি কেটে
অমনি তায় মজাই ॥
যাব তোর লাগিয়ে, মোহন সাজে
কর্ণ-রাজার ঘরে।
কেন কাঁদিস্ মিছে, ভয় কি আরে,
অভয় দিলাম তোরে ॥

ইন্দ্র। রক্ষ মা গো অবিদ্যারূপিণী!
ওমা, গেছে তথা সরস্বতী,
সুমতি করিতে দান কর্ণ মহাবীরে।
মুখ তুলে চাও দেবি! অধীনের প্রতি।

দুষ্টা-সরস্বতী। দিলাম অভয়, যাও বৎস আপন আলয়।

ইন্দ্র। যথা আজ্ঞা দেবি!

[প্রস্থান।

দুষ্টা-সরস্বতী। (স্বগত) সরস্বতী? ছুঁড়ির গরব ভেঙে দোব।
আমি কি যে সে?

সরস্বতীর পুনঃ প্রবেশ।

সরস্বতী। কে লো তুই, গরব ভেঙে দিবি,
ঠেমক্ ভারি দেখি যে।

দুষ্টা-সরস্বতী। কে লো তুই কালামুখি গরবথাগি!
এলি গরব ক'রে।
ঠসক্ দেখে প্রাণ বাঁচে না
ওমা—কথা কইতে গেলে মারে॥

সরস্বতী। জানি, ও অবিদ্যে, তোর বিদ্যে
জ্বালাস্ না ক আর।
তোর রঙ্গ হেরে, অঙ্গ জ্বরে,
ঠসক দেখিস্ আমার?
ওমা, যাব কথা, ছুঁড়ি কয় কি কথা,
আমার দোষ হ'ল!
চোর যিনি হ'লেন সাধু, দুঃখ মিছে
তাই ত ভারত গেল॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ কালামুখী,
কুলের বার কি না।
কেবল পরের বুকে, ছুরি দিতে
করিস্ আনাগোনা॥
দেমাক্ বাতাস খেয়ে বেড়াস্
কুল মজাতে তুই।
তুই নিজে যেমন, দেখিস্ তেমন
তোর মত সবাই॥

দুষ্টা-সরস্বতী। বলি কে গো সতি সাধ্বি!
কুলের কুলবধূ।

অবিদ্যাকুসুম আমি
নাইক আমার মধু ॥
আমার হাসির ফাঁসি নয়নবাণে
জগৎ-পুরুষ মরে।
আর কে চাঁদবয়ানে বাপ্‌কে মজায়
পিতা ব্রহ্মার ঘরে ॥
দেখ্‌ বিদ্যে, আর কেন মিছে
করিস্‌ বেশী বড়াই।
ওলো তুই ত লো স্বর্গবেশ্যা
তোর গমনের ঠিক্‌ নাই ॥
হাড়ি, মুচি, ডোমডোগ্‌লা
যখন যে ডাকে তোরে।
অমনি চাঁদপানা মুখটি ক'রে
ঢুকিস্‌ তাদের ঘরে ॥
তোর মনের কথা ব'ল্‌তে গেলে
অনেক কথা বেড়ে যায়।
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ কালামুখি,
মরি তোর জ্বালায় ॥

সরস্বতী। অঁ্যা! কি ব'ল্লি অবিদ্যে!
আমার গমনের ঠিক্‌ নাই?
ওলো! বিদ্যা আর অবিদ্যা তবে
কি জন্যে নাম পাই?

সেই পিতা ব্রহ্মার কথা যেটা

ব'ল্লি আমায় ছলে।

কিন্তু কি জন্য ব্রহ্মাণী নাম্‌টি আমার

সকলেতে বলে ?

মাধব-রমণী আমি ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী।

রুদ্রের রুদ্রাণী আমি সুমতিদায়িনী।।

আর যদি মন্দ ভাবে মন্দ কথা কও।

তাহ'লে ত তুমি কভু তফাৎ না যাও॥

বল্‌ দেখি ও অবিদ্যে !

সেই পিতা ব্রহ্মার কথা।

কন্যাকে কে পত্নী ভাবে ?

কার লাগি এ ব্যথা ?

অবিদ্যার কার্য্য যত, সবই এই মত

লঘু গুরু সনে।

আবার ভ্রাতা ভগিনীর ঢেউ উঠ্‌বে

কালের এক দিনে॥

দুষ্টা-সরস্বতী। ওমা, মাগীর কথার ঢং দেখেচ,

আমার দোষ যত !

আপ্‌নি মজে, পরকে মজায়,

ছুঁড়ির কথার দেখ ছাঁদ।

সরস্বতী। আহা, মুখ নয় ত খুরের ধার !

যাও না ফেল গিয়ে ফাঁদ॥

তুই এম্‌নি দুষ্টা, এম্‌নি নষ্টা,
দয়ামায়াহীন।
ভাগ্যবানের ভাগ্য হরি
করিস্ তারে দীন॥
আজকে যারে কালের ঘোরে
দেখি গিয়ে রাজা।
কাল সে তোর সঙ্গে, রস-রঙ্গে
হ'য়ে আছে প্রজা॥
মরি মরি, তোর লাগি
সুখের ভারত গেল।
তোর মায়ার ফাঁদে কত সতী
অসতী হ'য়ে ম'লো॥
কত নব্য যুবক সভ্য হ'য়ে
তোর প্রেমেতে হায়!
ঘরের সতী সাধ্বী নারীর পানে
নাহি ফিরে চায়॥
তুই যে দিন যাবি ভারত হ'তে
উঠ্‌বে সুখের রবি।
দেখ্‌বে ভারত আগের মত
নূতন নূতন ছবি॥
শোন্ অবিদ্যে, তোরে বলি
যাস্‌নে কর্ণ রাজার পুরে।

সত্যের দাস কর্ণ আমার,

তারে রাখ্‌বো বুকে ক'রে ॥

বাছা কর্ণ আমার সত্য তরে

করিয়াছে পণ।

যাই, যাই, যাই, যাই আমি

তার হইগে শরণ ॥

[প্রস্থান।

দুষ্টা-সরস্বতী। বড় দেখি যে বুকের পাটা,

ভাল ভাল ভাল।

সভার মাঝে দেখ্‌বো আজ

কার মুখ হয় লো কাল।

অ্যাঁ, আমায় এ সব কথা ? (মুখভঙ্গিকরণ)।

পর্য্যায়ক্রমে দুষ্টা-সরস্বতীর সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত

খাম্বাজ—কাশ্মীরি।

১ম সখী। আধ ফোটা ফুল ভরা যৌবনে,

তোরে একি সখি হেরি।

২য় সখী। কাল মেঘে কেন চাঁদ বয়ানে,

ঢাকিল আ মরি মরি।

৩য় সখী। কেন লো স্বজনি! কিসের ভয়,
কেন লো বিষাদে কালিমাময়,
১ম সখী। আঁখি ঠারে যার ভুবন জয়,
২য় সখী। হয় কিনা সই নয়ন-বাণে,
৩য় সখী। (আমরা) কাটি লাজ-ফাঁসি
ভালবাসা হাসি, জিন্‌তে নাগরে পারি।

১ম সখী। ওগো, আমরা সব পারি গো, সব পারি।

২য় সখী। না পার্‌লে লোকে আমাদিগে এত যত্ন করে কে ভাই।

৩য় সখী। সাধে করে, শুধু চোখে লো শুধু চোখে।

দুষ্টা-সরস্বতী। আজ নাও ত ভাই কর্ণে দেখে।

১ম সখী। গেলে কি আর আস্‌বো ফিরে?
কর্ণ রাখ্‌বে ঘরে যতন ক'রে।

দুষ্টা-সরস্বতী। আমাদের লবে ভুলে, যাবে সত্যে ভুলে।

২য় সখী। বেঁধে যাবো, সোহাগ দোব, কথা কব না।
নাগর আর কোথা যাবে বল না।

দুষ্টা-সরস্বতী। তবে কাজ কি আর হেথায় থেকে, চ'লে চল না।
(গমনোদ্যত)।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। মা, কোথায় যাচ্চিস্ মা? একবার একটু অপেক্ষা কর্। আমি যে তোর সেই অনাথ নারদ! মা, মনে আছে কি

হতভাগা সন্তানকে মনে আছে কি? সেই যে মা, এক সময় কত রঙ্গরসে মত্ত ক'রে আমাকে পাপের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে পালিয়েছিলি! সেই যে মা, সাধনা, ব্রত, তপস্যার হন্ত্রী হ'য়ে আমায় পথে পথে কাঁদিয়েছিলি! আমি যে তোর সেই নারদ।

দুষ্ট-সরস্বতী। বাবা, আর লজ্জা দিস্‌নে। আর কেন বাবা, আমার কাছে আস্‌ছ? আর এসো না।

নারদ। আর এখন সে ভয় নাই মা! তোমার অনাথ সন্তান নারদ এখন সে দয়াময়ের অভয় পেয়েছে, এখন সে আর কারেও ভয় করে না, মা। যাক্‌, তুমি ত কর্ণরাজ্যে যাবে, আমিও কতকদূর যাব, চল।

দুষ্ট-সরস্বতী। চল। (সকলের গমন।

নারদ। মা, আমি আজ তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌লেম কেন, বুঝ্‌তে পেরেছিস্‌? আজ আমি কৈলাসে গিয়েছিলেম। সেখানে গিয়ে দেখ্‌লেম যে, যোগবিভোর যোগিরাজ ব্যোমকেশ যুগ্মভাব ত্যাগ ক'রে সিদ্ধিময়ী শক্তির সহিত এক হ'য়ে সংযতচিত্তে কালশাস্ত্রের যুগভাগ অধ্যয়ন ক'র্‌ছেন। তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য যা শুন্‌লেম, তাতে মা অন্তর বড় কাঁপ্‌ছে! মা, ঐ গুলি কাদের গৃহ?

দুষ্ট-সরস্বতী। ধনীর অট্টালিকা। বড়লোকের বাড়ী, বাবা।

নারদ। ওমা, ওদের কথাও সেখানে শুনেছি মা। ওরাই ত দেশের সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। একতা, বীরত্ব, পাণ্ডিত্য, সাম্য,

স্বাধীনতা, ধর্ম্মাদি ত্যাগ ক'রে ওরাই ত বিলাসের দাস হ'য়ে জাতীয় অভিমান ভুলে যাবে। ওরাই ত যক্ষের মত মুদ্রার সদ্‌ব্যয় ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হবে। আবার ওদের পুত্রেরাই ত সেই মুদ্রা লয়ে গৃহের সতী লক্ষ্মী স্ত্রীদিগে বিষের চক্ষে দেখে, বারবনিতার পদসেবা ক'র্‌বে। ওদের গৃহের দ্বারে ভিখারী ভিক্ষায় বঞ্চিত হবে। চাটুকার ওদের উপর প্রভুত্ব ক'র্‌বে। শুনেছি ভারতের ধনী হ'তে ভারতে এই সব বিষময় বীজের অঙ্কুর হবে মা। তাই বলি, মা দুষ্টা-সরস্বতি! তুই এখন হ'তে ধনীর স্কন্ধে উপবেশন ক'রগে যে, ভারতের ধনী এখন হ'তে ভিখারী হোক্। এই ভিক্ষার জন্যই আজ তোর কাছে এসেছি মা!

দুষ্টা-সরস্বতী। নারদ রে! তোমায় ও ভিক্ষা ক'র্‌তে হবে কেন? আমার ত ঐ কার্য্য। আমি এখন হ'তেই ত তাদিগে তাই ক'র্‌ছি। কলি পূর্ণ হ'লে এর চরম হবে। চল বাবা, এখন যাই।

নারদ। চল মা, আমিও কতক দূর তোমার সঙ্গে যাই চল। (স্বগত) প্রেমিক এস, এইবার সুন্দর দৃশ্যপট দর্শন ক'র্‌বে এস।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতানবাদন।

—— :০ ✻✻ ০: ——

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

সিংহাসনে রাজলক্ষ্মীরূপিণী দুষ্টা-সরস্বতী আসীনা ও অদূরে কর্ণ দণ্ডায়মান।

দুষ্টা-সরস্বতী। গীত

রামকেলী।

সুখের সরসী-তীরে ধীরে ধীরে ভ্রমিতাম।
আশা-সখী সাজাত রে, সুকুমার স্নেহের কুসুমে, হৃদয়-উদ্যান,পরে।
কত সৌরভ ছড়াত শিশু-ফুলবাণী পবনে,
কত সুধা ঢালিত রে হতাশ তাপিত প্রাণে,
অভাগিনী রাজরাণী আজি কপাললিখনে ;—
হারাবে সোহাগ চাঁদে দ্বিজ-রাহু করে।

কর্ণ। (স্বগত) একি হ'লো, কার এ রোদনধ্বনি !

মর্ম্মভেদী বাণী ! প্রতিধ্বনি—

দূর হ'তে যায় দূরান্তরে।

কোথা হ'তে আসে এ স্বরলহরী ? (ইতস্ততঃ কর্ণপাত)।

পুনঃ দুষ্টা-সরস্বতী। গীত

দূর হ রে তুই অতীত স্বপন,

এই সিংহাসনে আমার বিধুধন হ'তে রে রাজা ;—

বাছা আমার হায় হইত [illegible],

করিত পালন [illegible] সুখ আশা শ্মশানচিতা ;—

কর্ণ। (স্বগত) পুনঃ সেই স্বর !

পুনঃ সেই ভাব !

পুনঃ সেই কথা !

পুনঃ সেই গভীর উচ্ছ্বাস !

দ্বিগুণ দ্বিগুণ পুনঃ ক্রন্দনের রোল !

কোথা হ'তে আসে, কোথা পায় লয়,

নারি আমি কিছুই বুঝিতে !

আমারই কথা! ব্রাহ্মণ-কারণ,

বৃষকেতু ধন, করিব ছেদন,

তাই বুঝি দিগঙ্গনাকুল,

হইয়া ব্যাকুল, করিছে রোদন ?

(উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত) কই তাই কই হয় ?

এই পাশ হ'তে যেন আসে অই স্বর ?

পুনঃ দুষ্টা-সরস্বতী। গীত

পিতা হ'য়ে পুত্রে নাশে কোথাও না শুনি,
আয় আয় বিধু হৃদয়ের মণি,
রাজ্য ত্যজে যাই তোরে ল'য়ে আমি,
রহিব না আর এ কিরাতধামে ;—
(এরা সবি পারে গো)
তা না হ'লে আমি হ'য়ে রাজরাণী
হায় কেন ফিরি দ্বারে দ্বারে।

কর্ণ। অ্যাঁ, কে বামা কনকপ্রতিমা !
শরদিন্দুনিভাননা নয় ?
ব'সি সভাতলে, ভাসে আঁখিজলে,
তিতিতেছে বুকের বসন !
বিশীর্ণা কামিনী !
প্রফুল্ল নলিনী যেন ম্লানমুখী !
আহা, মলিন বদনে ফেলে শ্বাস,
মনে হয় ত্রাস বুঝি বিশ্বনাশ ঘটে।
মা, মা, কে তুমি মা ?
কেন তুমি মোর লাগি করিছ রোদন ?

দুষ্টা-সরস্বতী। বাছা, অঙ্গপুর-রাজ্যলক্ষ্মী আমি।
কাঁদি আমি তোর আচরণে।
হায় এই সিংহাসনে, পাত্র-মিত্র সনে,
এক দিন বৃষকেতু বসিত আমার ;

মার প্রাণে দিত শান্তিসুখ।
আজি মোর সে সুখ-কমলে,
যেতেছিস্ ছেদিবারে বৃন্তসহ তায়।
রহিব না আর অঙ্গরাজ্যে তোর।
যাব চ'লে দেশ দেশান্তরে,
দ্বারে দ্বারে খাব ভিক্ষা মাগি।

কর্ণ। কি, অঙ্গপুর- রাজ্যলক্ষ্মী তুমি!
মম দোষে মনোরোষে ত্যজিবে সন্তানে
মাগো, শ্রীচরণে কিসে অপরাধী দাস?
কেন লক্ষ্মীহীনা হবো গো জননি!
হাঁ মা, করি যদি সত্যে অবহেলা,
তাহ'লে ত সত্যময় হরি,
পরিহরি যাবেন দাসেরে।
তবে মা, কি উপায় করি এবে?
সত্যহীন হইলে জননি!
তুমিই বা কেমনে রহিবে গৃহে?

দুষ্টা-সরস্বতী। কোন্ সত্য ইহা বাছা!
হেন সত্যে ধিক্ শত বার!
হেন সত্যে নাহি প্রয়োজন।
বারম্বার কহি আমি বাছা,
হেন সত্যে নাহি প্রয়োজন।
এতে নাহি হবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।

কেন বাছা, কলঙ্ক রাখিবি কুলে ?
ভুলে যারে প্রতিজ্ঞা-স্বপন।
আয় বাছা, করি কোলে,
প্রাণ ভ'রে হেরি চাঁদমুখ। (ক্রোড়ে ধারণোদ্যত)।

কর্ণ। মা, মা! এমনি সন্তানে স্নেহ বটে।
কিন্তু স্নেহময়ি! কিসে রক্ষা পায় সত্য,
দে মা! ব'লে করি কোলে,
ব্রহ্মকোপানলসন্ত্রস্তসন্তানে। (ক্রোড়ে যাইতে উদ্যত)।

সহসা জ্ঞানত্রিশূল হস্তে সরস্বতীর প্রবেশ।

সরস্বতী। কি করিছ মতিমান্ কর্ণ মহাবীর!
বুঝ নাই কুহকিনী পাপিনীর মায়া!
চতুরা অসতী, দুষ্টা সরস্বতী,
ঘটাতে কুমতি তব পাতিয়াছে ফাঁদ,
সুমধুর রাজ্যলক্ষ্মীবেশে।
এত বোঝ, ইহা বুঝিবারে নার ?
চৌর্য্য, লম্পটতা, হিংসা দ্বেষ,
স্বার্থপূর্ণ হৃদয় উহার।
অই দুষ্টা অধর্ম্মের অনুগতা দাসী।
ওরে কর্ণ, তুই মোর গুণের সন্তান,
আয় করি জ্ঞান-অস্ত্র দান,
অবিদ্যার বিষবাণ করিতে ছেদন।

কর্ণ। তুমি কে মা ?

সরস্বতী। আমি জীব-সুমতিদায়িনী বীণাপাণি ;

আসিয়াছি বাছা, তোর মঙ্গলের হেতু।

দুষ্টা-সরস্বতী। মিথ্যা কথা। অই দুষ্টা-সরস্বতী,

অবিদ্যা যুবতী, মোহ-ফাঁদে ভুলায় তোমায়।

কর্ণ। (স্বগত) অহো কিবা রহস্য বিষম!

কিছু বুঝিবারে নারি। পুনঃ কোন চক্র ইহা?

(প্রকাশ্যে সরস্বতীর প্রতি) বল্ চণ্ডালিনি,

সত্য ক'রে বল,

বল্ কেবা তুই ? নহিলে এ মুষ্টির আঘাতে

মুহূর্ত্তে যমের পুরী পাঠাব নিশ্চয়।

অঙ্গপুর-রাজ্যলক্ষ্মী উনি,

মাতৃস্বরূপিণী, ওঁরে কুহকিনী

বলা কি সম্ভবে কভু ?

মাতৃপ্রাণ কোথা বল্ হিংসার আলয়!

সরস্বতী। (স্বগত) এই দেখ মায়ার কুহক!

কুহকিনী মায়াজাল ফেলেছে কেমন!

(প্রকাশ্যে) আয় বাছা, করি তোর এ ভ্রম নিরাস,

বিশ্বাস হইবে পরে। বৎস ধর করে

এ জ্ঞান-ত্রিশূল, স্পর্শ কর মোরে!

হের বৎস, অবিদ্যা পাপিনী!

হের ওই ওর সঙ্গে হিংসাদি সঙ্গিনী—

ভ্রমে পাপমূর্ত্তি বিনোদিনীরূপে।

হের অই কামুকের হাব ভাব ঘৃণিত লক্ষণ! (স্পর্শকরণ)

(সহসা দুষ্টা-সরস্বতীর মূর্ত্তিবিকাশ)।

দুষ্টা-সরস্বতী। গীত

পূরবী কাশ্মীরি।

নারীর মন, বুঝে কজন, প্রেমিক যে জন বুঝ্‌তে পারে।
মধুকর রসিক নাগর, তাই ফুলে যতন করে।।

পর্যায়ক্রমে দুষ্টা-সরস্বতীর সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

১ম সখী। যারে ভালবাসি, কাছে রাখি, আদর করি তায়।
২য় সখী। মন দিয়ে প্রেম, বিলাই তারে সোহাগ পেতে হায়।
৩য় সখী। দি তারে তুলি, প্রেমের কলি, সে যখন যা যা চায়।
দুষ্টা-সরস্বতী। রাখি চোখে চোখে, বুকে বুকে, ও তার অধর-সুধা পান তরে।

১ম সখী। তুমি কি এখনও রসিকতা শিখ নি?

২য় সখী। আমাদের কাছে শিখ্‌বে?

৩য় সখী। তা হ'লে খুব খুনোখুনি কাটাকাটি চ'ল্‌বে।

দুষ্টা-সরস্বতী। ছিঃ, কি রকম পুরুষ তুমি? এখনও রসবোধ হয় নি?

কর্ণ। মা, মা, কেমনে এদের করে পাই অব্যাহতি?

সরস্বতী। কর ন্যায়ানুসরণ। ধর করে এ জ্ঞান-ত্রিশূল।
দাও শাস্তি পিশাচী-নিচয়ে। (জ্ঞান-ত্রিশূলদান)।

১ম সখী। ওহে বর, ওকি ক'র্‌ছ, হাতে ও খোঁচাটা কেন,
ওতে কি প্রেম জমা থাক্‌বে ?

কর্ণ। দূর হ রে দুর্ব্বিনীতাগণ!
দূরে যারে কুহকিনী!
না চাই তোদের স্নেহ, ভালবাসা,
সরলতা, কুরঙ্গ, প্রণয়।
কুটিলতাময় তোদের ও প্রাণ;
রাক্ষসী, পিশাচ তোরা।
ধিক্ ধিক অবিদ্যারূপিণী মায়াবিনি,
তোদের কারণে, কত শত জনে,
ধর্ম্মধনে দেয় জলাঞ্জলি,
তুলি লয় কলঙ্ক-পসরা শিরোদেশে;
অধর্ম্মের কূপে হয় নিমগন।
আবার আবার বলি, তোদের কলঙ্কিত প্রাণ!
আবার আবার বলি
দূর হ রে কলঙ্কিনীদল!
নাহি চাই তোদের শরণ, না চাই তোদের কৃপা।
ভিক্ষা মাগি খাবো, অরণ্যে ভ্রমিব,
একাকী থাকিব, তবু সত্য কর্ণের জীবন।
দূর হ রে পাপিনী-নিচয়। (ত্রিশূল দ্বারা হননোদ্যত)।

সখীগণ ও
তুষ্টা-সরস্বতী } ছিঃ ছিঃ কর্ণ এমন অরসিক!

[বেগে প্রস্থান।

সরস্বতী। করি আশীর্ব্বাদ!

ধর্ম্মে মতি থাক্ অনুদিন,
হও পার, প্রতিজ্ঞা-সাগরে।

প্রস্থান।

কর্ণ। করি মা প্রণাম, কর আশীর্ব্বাদ,
মুক্ত হ'তে পারি যেন সত্যপাশ হ'তে।

বৃষকেতুকে ক্রোড়ে লইয়া চন্দ্রা ও স্ত্রীসৈন্য-
গণের প্রবেশ।

স্ত্রীসৈন্যগণ। জয় হর হর শঙ্কর।

চন্দ্রা। মহারাজ, এই আমরা বৃষকেতুকে এনেছি। এই আমাদের প্রাণাধিককে গ্রহণ করুন।

বৃষকেতু। হাঁ বাবা, আমি এই এসেছি। কোথায় সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর আছেন, বলুন? কতক্ষণে তিনি আমার অসার মাংস ভোজন ক'র্‌বেন? অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন কেন বাবা? আমি ত এই এসেছি।

গীত।

মিশ্র ঝিঁঝিট—কীর্ত্তন একতালা।

আমি ত এসেছি, কৈ কর্ণধার।

কে তরী ল'য়ে যাবে, যেতে ভবসিন্ধুপারে,
(অধমকে পার ক'র্তে কেবা যাবে ভবসিন্ধুপারে)
কি জন্য বিষণ্ণ পিতঃ। মম নিধনসাধনে,
ভবে আর কি সত্য আছে মৃত্যু বিনে ; (একবার ভেবে
দেখেছ কি, পাখী উড়ে গেলে পিঞ্জরের সম্বন্ধ কিবা,
কে কার পিতা, কে কার মাতা, ম'লেই সম্বন্ধ ঘুচে কিনা)
ভাবি গো অকূল পাথারে।
কেঁদ না কেঁদ না আর (আমার) সাধের জনক,
ধরে পদে অনাথ সেবক,
(এতে কি কাঁদ্‌তে আছে, এ যে শুভ কাজ, ব্রাহ্মণে স'পিব দেহ,
বিষু রাজার ছেলে যাবে রাজার কাছে,
বাপের কোল হ'তে যাবো বাপের কোলে,)
দাও দেখায়ে পারের কর্ত্তা যিনি।

ব্রাহ্মণ ও পদ্মার প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। কি মহারাজ, আপনার পুত্র এলো, না এখনও বিলম্ব আছে ?

পদ্মা। এই যে, এই যে আমার আঁধার-আলোক বিষুমাণিক এসেছে ঠাকুর। আয় রে, আয় রে সোণার চাঁদ, একবার তোর দুঃখিনী মায়ের কোলে আয়। (ক্রোড়ে গ্রহণ)। বাবা রে, একবার জন্মের মত হতভাগিনীকে 'মা মা' কথা শুনাও বাবা! মহারাজ—এ যে পঞ্চকলা শশী ; মহারাজ! এখনও যে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

বৃষকেতু। মা কাঁদ্ছ কেন? আমি ম'র্ব ব'লে তুমি কাঁদ্ছ? মা, মানুষ কি চিরকালেই বাঁচে? আর বামুনে, গাছের ফল চাইলে কে না তাকে দিয়ে থাকে? তাতে কি ফলদাতা দুঃখিত হয়? মাগো, তুমি আর অমন ক'রে কেঁদ না। তা হ'লে আমার বড় কান্না পায়। ব্রাহ্মণঠাকুর! কি ক'রে আমাকে কাট্বেন, বাবাকে তা ব'লে দিন্ না। অনেক বেলা হ'য়েছে, এখনও ত আপনার খাওয়া হয় নাই; আপনার হয় ত কত খিদে পেয়েছে!

ব্রাহ্মণ। তা মহারাজকে ত পূর্ব্বেই ব'লে রেখেছি। মহারাজ স্বয়ং ও মহারাজ্ঞী উভয়ে দিব্য করাতাস্ত্র ল'য়ে হাস্যমুখে তোমার শিরশ্ছেদন ক'র্বেন। আর উনিই বা তাতে অত সময় নষ্ট ক'র্ছেন কেন, তা ব'ল্তে পারি না। শুভকার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন করা সদ্বিবেচকের কার্য্য। মহারাজ, আমি ত আর আপনার কালাতিপাতের কারণ দেখ্তে পাচ্চি না।

কর্ণ। অন্য কারণ আর কিছুই নাই। মায়াজনিত হৃদয়ের যে উদ্বেগ, তাতেও তত কাতর হই নাই; স্নেহেরও বিশেষ বশীভূত হই নাই। কেবল একটীবার মাত্র আমার এই অবোধ-চিত্ত এই বাহ্যজগতের সহিত সেই অন্তর্জগতের কিরূপ সম্বন্ধ-চিত্র, তা দেখ্বার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হ'য়েছিল, তাই তারে বিশেষ ক'রে দেখাচ্ছিলেম; আর ভাব্ছিলেম যে, এই সংসার-রঙ্গমঞ্চ কোন নটের সৃষ্টি। প্রভো! জীবের জীবনলীলার অভিনয় কি মর্ম্মভেদী! আরও ভাব্ছিলাম যে, এই নাটকের রচয়িতাকে যদি

দেখ্‌তে পাই, তাহ'লে আমার এই জীবনলীলা-নাটকের কয়েক গর্ভাঙ্কের শেষ অবস্থায় মৃত্যুরূপ যবনিকা পতন ক'রে হৃদয়ের যত বেদনা—যত মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস—সকলি নিবারণ করি। ব্রাহ্মণঠাকুর! আরও বলি, প্রতিজ্ঞা ক'রেছি ব'লে কি জাগতিক মায়াপাশ এখনও ছিন্ন ক'র্‌তে পেরেছি? ব্রাহ্মণঠাকুর! ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি আছে ব'লে কি ব্রাহ্মণজনিত মহাক্লেশকে মহানন্দ ব'লে বিবেচনা ক'র্‌তে পেরেছি? কৈ ঠাকুর, কৈ সেরূপ আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন কি? এখনও যে মন-করী সুখ-মৃণালের অনুসন্ধানে সতত উন্মত্ত। এখনও যে বিলাসিতা এবং ঐশ্বর্য্য ও সংসার-সুখপ্রীতির লালসা ক্ষুধার্ত্তা ব্যাঘ্রীর ন্যায় আমার দেহারণ্যে মূর্ত্তিমতী! এখনও যে,সেই মোহিনী মায়ার স্নেহললিতলাবণ্যরাশির পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ী কান্তি আমার হৃদয়া-লয় সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে আছে। দিন্ দিন্, পদধূলি দিন, হৃদয়ে সাহস দিন্। ব্রাহ্মণ মহাশয়! তাহ'লে আমি সব পার্‌ব। আপনার আশীর্ব্বাদ আর অনুগ্রহ পেলে, কর্ণের আর কোন সংশয় থাক্‌বে না। (পদধূলি গ্রহণ)। এই হৃদয় বাঁধলেম। এই মায়া, মমতা, স্নেহ, অনুরাগ, বাসনা, সব হৃদয় হ'তে দূর ক'র্‌লেম। ব্রাহ্মণ মহাশয়! এই বার আমার হৃদয় দেখুন! এই দেখুন, সত্যবীজ আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হ'চ্ছে কি না? পুত্র! কি ছার পুত্র! সত্যের নিকট কি ছার পুত্র! অতি তুচ্ছ! অতি তুচ্ছ! অতি তুচ্ছ! রণচণ্ডি! তুমি অস্ত্রাগার হ'তে করা-ত্রাস্ত্র ল'য়ে এস। চন্দ্রা, তুমি সভাদ্বার রক্ষা কর গে। দেখ'

দুর্বৃত্তেরা যেন সভামধ্যে প্রবেশ না করে। রণচণ্ডি! যাও।

রণচণ্ডী। উঃ কি কঠিন আজ্ঞা!

[প্রস্থান।

চন্দ্রা। মহারাজ। আপনি এটী নিশ্চয়ই জানবেন যে, আমি থাকতে কেউ আপনার বিরুদ্ধাচরণ ক'রতে পারবে না। কিন্তু শ্রীচরণে অধিনীর একটী অনুরোধ, আমার স্বামীকে ক্ষমা ক'রতে হবে। মহারাজ! স্ত্রীজাতির পতি ভিন্ন আর কি সম্বল আছে বলুন?

কর্ণ। আচ্ছা, তা পরে দেখা যাবে। চন্দ্রা! তুমি এখন দ্বার রক্ষা কর গে।

চন্দ্রা। যে আজ্ঞা। (দ্বারে দণ্ডায়মান)।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, পুত্রের মৃত্যু হবে ব'লে মনে দুঃখিত হবেন না। মৃত্যুই জগতে একমাত্র সত্যপদার্থ, তদ্ভিন্ন সমুদায় অসত্য। ভাই বৃষকেতু! তুমি তোমার ভালবাসার বস্তুকে স্মরণ কর। তোমার রাধাকিষণকে তুমি ভাবনা কর।

সন্ন্যাসীর বেশে বৃষসেনের প্রবেশ।

বৃষসেন। (স্বগত) ঐ অদূরেই ত রাজসভা। ঐখানেই ত আজ বধ্যভূমি। আজ যেন আমার চক্ষে সকলি নূতন ব'লে বোধ হ'চ্ছে। যেন কত দিন এখানে আসি নাই, যেন কতদিন এ স্থান দেখি নাই। কিন্তু দিন এসেছি, দিনু দেখেছি। হায়

রে, দেখ্‌লে আর কি হবে! আর যে তরু তেমন ক'রে দোলে না, আর যে লতা তেমন ক'রে হেলে না, আর যে বাতাস তেমন ক'রে বহে না, আর যে ফুল তেমন ক'রে হাসে না, আর যে ভ্রমর তেমন ক'রে আসে না। তারা যেন সকলেই শুনেছে, আর জেনেছে যে, অঙ্গরাজ্যে আর সে ভাব নাই—এখানে আর তেমন প্রফুল্লতা নাই। তারা সুখশান্তি ভালবাসে, স্নেহমমতা ভাল বুঝে, দুঃখজ্বালা সইতে পারে না, তাই তারা সকলেই অঙ্গরাজ্য ছেড়ে পালিয়েছে! ও ভাই তরু-লতা! আমিও তোদের সঙ্গী হব ভাই। আমিও তোদের মত শোকদুঃখের জ্বালা বড় সইতে পারি না; তাই তোদের সঙ্গে অঙ্গরাজ্য ছেড়ে পালাব। অবশ্যই বনে কিছু সুখ আছে ব'লে তোরা বন ভালবাসিস্, বনে থাকিস্, আমিও তাই বনে যাব। যাব, কিন্তু একবার ভাই বৃষকেতুর সঙ্গে দেখা ক'রে যাব। একবার তাকে চোখের দেখা দেখে যাব। (প্রকাশ্যে) কে ও, মাসিমা! আবার এখানেও তুমি? মাসিমা, আমার বৃষকেতুকে কোথায় রেখেছ? কোথায়, কার কাছে সেই ননীর পুতুলকে ডালি দিয়ে এলে? বল মাসিমা, একবার সেখানে যাই।

চন্দ্রা। বাবা বৃষসেন! এখন সে আশা করা তোমার ভুল হ'চ্চে। হাঁরে, দেখ্‌তে পাচ্চিস্ না, আজ যদি আমি হৃদয়কে সেরূপ কঠিন ক'রে বাঁধ্‌তে না পার্‌তেম, তাহ'লে কি মহারাজ আজ আমাকে এইরূপ দ্বাররক্ষার কার্য্যে নিয়োগ ক'র্‌তেন?

বৃষসেন। বোধ হয় রাজসভাতে আছে, নয় মাসিমা? মাসিমা, তোমার পায়ে ধরি, ব'লে দাও; না হয় ত একটী বার দ্বারটী ছেড়ে দাও, আমি রাজসভাটী দেখে আসি। মাসিমা, আজ আর আমার মনে অন্য কিছু বাসনা নাই; আর পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'র্‌ব না। মাসিমা, দেখ্‌ছ কি আজ নবীনবয়সে কোমল অঙ্গে কি সাজ প'রেছি? আর অঙ্গরাজ্যে থাক্‌ব না। মাসিমা, আমি এবার বনে যাব। তাই ব'ল্‌ছি মা, দ্বারটী একবার ছেড়ে দাও।

চন্দ্রা। (স্বগত) হায় রে, চন্দ্রাকে কি এই শোচনীয় দুর্ঘটনা দেখ্‌তে হবে ব'লে, ভগবান্ এত দিন চন্দ্রার জীবনের অবসান করেন নাই? উঃ, চন্দ্রা! তুই হৃদয়কে এত কঠিন্ ক'র্‌তে শিখ্‌লি কবে? কি করি, কিরূপে বাছাকে দ্বার ছেড়ে দিই, রাজার আজ্ঞা ত, তা নয়। ছেড়ে দেব? না, তা পার্‌ব না। রাজার অন্নে যে অনেক দিন দেহ ধারণ ক'রেছি; তবে বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্‌ব কিরূপে? রাজা যে অন্নদাতা পিতা! তা ক'র্‌লে যে ধর্ম্ম রুষ্ট হবেন।

নেপথ্যে বৃষকেতুর সহাধ্যায়িগণ—

(সুরে) কোথা রে—বিবু রে—কি শুনি রে,
একবার দেখা দে রে ভাই—

চন্দ্রা। (স্বগত) এ কি! এ আবার কি শুনি! বৃষকেতুর প্রিয় সঙ্গিগণ বুঝি আস্‌ছে! হায়! চন্দ্রের সুধা বিহনে চকোর

সকল কিরূপে সুস্থির থাক্‌বে। আহা, বাছারা আমার বৃষকেতুর জন্য কত কাঁদ্‌বে? দ্বার ছেড়ে দাও ব'লে কত কেঁদে কেঁদে আমার পায়ে আছাড় খেয়ে প'ড়্‌বে। আমি পাষাণী, সে সব কথায় কর্ণপাতও ক'র্‌ব না। চন্দ্রা, এইবার হৃদয় বাঁধ্‌।

বৃষকেতুর সহাধ্যায়িগণের প্রবেশ।

সহাধ্যায়িগণ। (সুরে) কোথায় ছেড়ে যাবি ওরে প্রাণাধিক।

১ম সহা। দাদা, তুমি এখানে?

বৃষসেন। হাঁ ভাই। তোমাদের আজ এমন বেশ কেন ভাই?

২য় সহা। তোমারই বা এমন সাজ কেন দাদা? দাদা, আজ যে গৈরিক বস্ত্র প'রেছ? কে তোমায় এমন সাজে সাজিয়ে দিলে দাদা?

বৃষসেন। সাজাবে কে ভাই, বিধাতা সাজিয়েছেন। পূর্ব্ব-জন্মে বোধ হয় কত পাপ ক'রেছিলেম, তাই এ জন্মে রাজার ছেলে হ'য়ে,এই কঠোর শাস্তি পাচ্ছি—তাই এ সাজে সেজেছি দাদা।

১ম সহা। আমাদেরও তাই দাদা। তোমাকে যে এই নবীন-বয়সে নবীন সন্ন্যাসীর সাজে সাজিয়েছে, আমাদিগেও সেই নিষ্ঠুর এই অল্পবয়সে শোকের বসনে ঢেকেছে। তাই ত আজ এ সাজে সেজেছি।

৩য় সহা। সাজাক্‌, সাজাক্‌ ভাই! ভাই বৃষকেতুর জন্য আমা-দিগে যে সাজে সাজাক্‌, তাতে দুঃখ করি না। আর সেই

বা সাজাবে কেন? আমরাই ত সাধ ক'রে এ দুঃখের সাজে সেজেছি। এখনও ত গৃহে আছি, হয়ত এখনি আবার গৃহ ত্যাগ ক'রে, পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। হাঁ দাদা, এত দিনের পর কি বৃষকেতুর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ফুরাবে? হায় রে, আজ কি কুক্ষণে রাত্রি প্রভাত হ'য়েছিল! চল না ভাই, আর দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে? যার জন্য এলাম, তার জন্য আগে যাই চল। চল না, রাজার কাছে ভিক্ষা চাই গে, ব্রাহ্মণের পায়ে আছাড় খাই গে। আজ যে পাষাণে বীজ রোপণ ক'র্‌তে হবে। (চন্দ্রার প্রতি) হাঁগা, তুমি ত আমাদের ভাই বৃষকেতুকে কোলে ক'রে আন্‌ছিলে, তাকে কোথায় রেখেছ গা? কোথায় গেলে তার দেখা পাব গা?

চন্দ্রা। (স্বগত) চন্দ্রা, কঠিনা চন্দ্রা! এবার তুই কি ক'র্‌বি! শিশুর মুখ-নিঃসৃত এক একটী তীব্র বাক্যবাণে তোর হৃদয় যে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যাচ্চে! মা দুর্গে গো! কেমন ক'রে অন্নদাতা পিতার বাক্য রক্ষা করি! (প্রকাশ্যে) না না বাছা, আমাকে তোমরা আর বিরক্ত ক'র না। (রোদন)।

বৃষসেন। মাসিমা, এবার তুমি আমাদের দুঃখ দেখে কেঁদে ফেলেছ; তবে মাসিমা, আমাদিগে যেতে দাও না। আমরা একটী বার দাদা ভাইকে দেখে চ'লে আস্‌ব। মাসিমা, তোমার পায়ে পড়ি, একবার যেতে দাও। আর আমি বাবাকে কিছুই ব'ল্‌ব না।

চন্দ্রা। (স্বগত) আর যে পারি না রে। কামিনীর কোমল

প্রাণে আর কত সহ্য হয়! কিন্তু রাজ-আজ্ঞা তা নয়। (প্রকাশ্যে) না বৎস বৃষসেন, আমাকে তোমরা সে অনুরোধ ক'র না।

১ সহা। কি ব'ল্লে, আমাদিগে তুমি যেতে দেবে না? আমাদের কথা রাখ্‌বে না? ভাই বৃষকেতুকে একবার চোখের দেখাও দেখ্‌তে দিবে না? হাঁ গা, আমাদিগে দেখে কি তোমার দয়া হয় না? যদি না হয়, তাহ'লে ব'লে দাও কি ক'র্‌লে তোমার দয়া হবে, আমরা তাই নয় শিখে আসি।

২য় সহা। তুমি যদি আমাদিগে দ্বার ছেড়ে না দাও, তাহ'লে আমরা তোমার পায়ে মাথা কুড়ে ম'র্‌ব?

চন্দ্রা। কেন বাবা, তোমরা এত অনুনয় ক'র্‌ছ? মহারাজ জান্‌তে পার্‌লে এখনই যে সকলেরই প্রাণনাশ ক'র্‌বেন।

২য় সহা। জান্‌লে গা, আমরা ত আজ ম'র্‌তেই এসেছি। যদি ভাইকে আমরা না পাই, তাহ'লে আর ত আমরা ঘরে ফিরে যাব না। জলে, আগুনে ঝাঁপ দোব, পাহাড় হ'তে পড়্‌ব, নয় "ভাই বিষু, ভাই বিষু" ব'লে মহারাজের এ গুণগাথা গান ক'রে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াব। মাসিমা, যার সুখে আমরা অঙ্গরাজ্যে সুখী হ'য়েছিলাম, তার অদর্শনে আর আমাদের জীবনের সুখ কি?

৩য় সহা। (উচ্চৈঃস্বরে) ভাই বিষু, ও ভাই বিষু রে! তুই কোথায় আছিস্ ভাই, একবার এসে দেখা দে; ভাই রে, আজ তোর সঙ্গীদের তোর জন্য কি দুর্দ্দশা হ'চ্ছে, একবার এসে

দেখে যা ভাই! যাদের হাতে তুমি না খেয়ে ক্ষুধা মিটাতে পার্‌তে না, যাদিগে তুমি না দেখ্‌লে ঘরে থাক্‌তে পার্‌তে না, যাদের হাতে ফুলের মালা দেখ্‌লে তুমি ব'ল্‌তে 'দে ভাই, আমায় তোরা ঐ ফুলের মালাটী দে, আমি আমার রাধাকিষণের গলায় পরিয়ে দোব', না দিলে আবার কত অভিমান ক'র্‌তে, দিলে কত আহ্লাদ ক'র্‌তে, বিষু, এত মনে ক'রে দিচ্চি, তবু তাদিগে কি মনে হ'চ্চে না ভাই? বিষু রে, ভাই রে কোথায় তুমি? আজ তোমার সঙ্গে এ জন্মের মত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছি। (চন্দ্রার প্রতি) হাঁগা, হাঁগা, ওগো! তোমার পায়ে পড়ি গো, তুমি একবার ছেড়ে দাও গো। আমরা তাকে কিছু ব'ল্‌ব না গো। রাজাকেও কিছু ব'ল্‌ব না, ব্রাহ্মণকেও কিছু ব'ল্‌ব না। (পদধারণ)।

১ম সখী। জান গা, বিষু কাল আমাদের আতাগাছের একটী ফল খেতে চেয়েছিল, তাই আজ তাকে সেই ফল খাওয়াতে এসেছিলাম। এই দেখ, সেই ফল এনেছি। আজ জন্মের শোধ তাকে খাইয়ে যাব! এই দেখ গো, এই যে সে ফল। (রোদন)

ব্রাহ্মণ। কি মহারাজ, আপনার প্রেরিত দাসী কোথায় গেল? একবার দেখুন মহারাজ! ঊর্দ্ধপানে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখুন— সূর্য্যদেব কোন্ স্থান হ'তে কোন্ স্থানে গমন ক'রেছেন। মহারাজ, ক্ষুধা ক্রমশঃ রাক্ষসীর ভাব অবলম্বন ক'র্‌লে; ক্রোধও রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ ক'রে বিশ্বনাশ ক'র্‌তে সঙ্কল্প

ক'র্‌ছে। মহারাজ, ত্বরায় বৃষকেতুর মুণ্ড দ্বিখণ্ড ক'রে রন্ধন ক'রে দিন। লোলরসনা বৃষকেতুর সুকোমল মাংসে বড়ই লালসিত হ'য়েছে। মহারাজ, শীঘ্র দাসীকে আহ্বান করুন। আঃ, অপেক্ষা ক'র্‌ছেন কেন?

কর্ণ। আজ্ঞে, এখন আর অন্য অপেক্ষা কিছুই নাই, কেবল অস্ত্রের অপেক্ষা।

ব্রাহ্মণ। আঃ, অস্ত্র না পাওয়া যায়, নখাস্ত্রেই কেন দ্বিখণ্ড করুন না। বৃষকেতু পঞ্চমবর্ষীয় বালক বৈ ত নয়, আর আপনিও ত একজন মহাবীর; তা ত অনায়াসেই পারেন।

পদ্মা। ঠাকুর, ঠাকুর, সে আদেশ ক'র্‌বেন না। মহারাজ কি শুন্‌ছেন!

কর্ণ। প্রিয়ে, সত্যের পদ, মস্তকে ধারণ কর, হৃদয় বাঁধ। এ সময় কাতরের নয়। পদ্মা, শ্রীহরির নাম স্মরণ কর। শ্রীহরির শরণ গ্রহণ কর; যদি দয়াময় দীনবন্ধু দীন দেখে পরিত্রাণ করেন।

বৃষকেতু। বাবা, যদি করাতাস্ত্র আন্‌তে বিলম্বই হয়, তাহ'লে ব্রাহ্মণ ঠাকুর যা ব'ল্‌ছেন, তাই ক'রে আমার মাংস ব্রাহ্মণকে ভোজন করান না। বাবা, বোধ হয় ব্রাহ্মণ ঠাকুরের বড় ক্ষিদে পেয়েছে; তাই অত ব্যস্ত হ'য়েছেন। বাবা, দেখুন না, আমাদের ক্ষিদে পেলে আমরা কত কেঁদে থাকি। (উচ্চৈঃস্বরে) রণচণ্ডি দিদি, শীঘ্র শীঘ্র এস না! ঠাকুর যে রাগ ক'র্‌ছেন, দেরী হ'লে আমার মাংস আর খাবেন না।

পদ্মা। হায় রে. কি করি? মহারাজ কি ক'রছেন? বাবা আমার, ও বাবা বিধু রে, কেন এমন রাক্ষসবংশে জন্মেছিলি বাবা আমার।

কর্ণ। (স্বগত) না. না, আর বিলম্ব করা হবে না। ক্রমশঃ মহিষীর প্রকৃতিকে উন্মত্ততা এসে অধিকার ক'রে ফেল্লে। ক্রমে স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে, স্নেহের মধুময়ী ছায়া প'ড়ে রাণীকে পাগলিনী ক'রে তুল্‌ছে। (উচ্চৈঃস্বরে) রণচণ্ডি! রণচণ্ডি! শীঘ্র আয়, শীঘ্র করাতাস্ত্র ল'য়ে আয়।

বৃষকেতু। (উচ্চৈঃস্বরে) রণচণ্ডি দিদি! রণচণ্ডি দিদি! শীঘ্র শীঘ্র এস না।

পদ্মা। মহারাজ, কি ব'ল্‌ছেন। আমি কি শুন্‌ছি! আমি যে বাছাকে এতদিন স্নেহের শিকলে বেঁধে রেখেছিলাম, আজ কি ক'রে সেই শৃঙ্খল কাট্‌বেন! মহারাজ, পায়ে ধরি, মিনতি করি, ব'লে দিন্, আমি মা হ'য়ে কেমন ক'রে বাছাকে ছেদন ক'র্‌ব। (পদধারণ)।

গীত

কীর্ত্তন—যৎ।

করি এই মিনতি হে রাজন্।
কেমনে মা হ'য়ে আজি করিব পুত্রে ছেদন॥
পুত্র যদি কুপুত্র হয়, কুমাতা কখন নয়,

(কিন্তু সে যে আমার তা নয় হে,
সে যে সর্ব্বগুণের গুণনিধি, (বাছার)
সত্যবিজড়িত, বিনয়পূরিত, কিবা সে মধুর কথা।
হেন নিধি পেয়ে, আপনহারা হ'য়ে, ভুলেছি জঠরব্যথা ॥
নাথ জান না ত, মা হবার যন্ত্রণা কত)
মা হ'য়ে নাশে সন্তানে, কে কোথায় দেখেছে এমন ॥
যে পাখীরে সুবর্ণ তারে, রেখেছিলাম হৃৎপিঞ্জরে,
(সে পাখী যে পোষ মেনেছিল, সে যে মা মা বুলি শিখেছিল,
সে যে আনন্দে নাচিত, আনন্দে মাতিত, তুলিত ললিত তান
সে যে রজনী আইলে, উঠে আসি কোলে,
আয় চাঁদ ব'লে করিত গান ॥
তার অমন কথা কত জাগে গো,
আমার প্রাণে প্রাণে সব আছে গাঁথা)
আজ কোন্ প্রাণে দিব সে ধনে জন্মের মত বিসর্জ্জন ।

মহারাজ, মহারাজ! কি হ'ল মহারাজ!

বৃষসেন। আহা, ঐ বুঝি আমার জীবনাধিকের জীবনান্ত হ'
ঐ যে মা আমার, থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে
ভাই রে, কোথায় গেলি! মাসিমা, এতক্ষণে তোমার সক
মনোবাসনা পূর্ণ হ'ল। ভাই বৃষকেতু! (মূর্চ্ছা)।

সহাধ্যায়িগণ। কি হ'ল, কি হ'ল, ওগো দ্বার ছেড়ে দাও গো।
তোমার পায়ে পড়ি গো। ভাই বৃষকেতু—দাও গো, দাও
গো, দ্বার ছেড়ে দাও গো। (চন্দ্রার পদতলে লুণ্ঠন)।

করাত-হস্তে রণচণ্ডীর প্রবেশ।

রণচণ্ডী। (স্বগত) আহা রে, এ কি, সভাদ্বারে এ কি লোমহর্ষণ ঘটনা! মরি রে, পূর্ণিমার শশধর বাছা বৃষসেনের এ কি অবস্থা! দেখ্‌লে যে চোখ ফেটে জল বেরয়; বুক ভেঙ্গে যায়; আশাভরসার ডোর একবারে ছিঁড়ে যায়। এ আবার কি? পঞ্চকলা শশীর সহচর তারকাশ্রেণী বুঝি, আজ সেই শশীর অদর্শনে নয়নতারা-হারা জীবের ন্যায়—গোপাল-হারা গোপালের ন্যায় নয়নজলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে প্রভুপরায়ণা চন্দ্রার নিকট দ্বার ছেড়ে দাও ব'লে প্রার্থনা ক'র্‌ছে! পাষাণী তা পাষাণ প্রাণে নিচ্চে না। চন্দ্রা! তোর কি কঠিন প্রাণ! তুই কি নারী, না নারীকুলের কলঙ্কিনী! এ কি ন্যায়শীল কর্ণের রাজ্য! না ঘোর নারকী পিশাচের রাজ্য! যে রাজ্যে দয়াতরু নাই, শান্তির ছায়া নাই, প্রেমের পত্র নাই, ওরে, সে মরুভূমিতে কে বাস ক'র্‌তে পারে? আর অঙ্গরাজ্যে থাক্‌ব না। উঃ, আমিও ত বীরাঙ্গনা, আমার হৃদয়ও যে আজ কেঁদে উঠ্‌ছে। যাই, মহারাজের কাছে যাই। (গমনোদ্যত)

সহাধ্যায়িগণ। হাঁ গা, ওগো, সভামধ্যে তুমি যাচ্চ, আমাদিগে তুমি সঙ্গে ল'য়ে চল না গো। তোমার পায়ে পড়ি গো।

রণচণ্ডী। তোমাদিগে কোথায় ল'য়ে যাব চাঁদ? রাজসভায় যে কালানল জ্ব'ল্‌ছে—প্রলয়শিখা বিস্তার ক'রে দ্বিগুণ বেগে

জ্ব'ল্‌ছে! আসি, আসি, আমি আগে আসি. তার পর তোমাদিগে ল'য়ে যাব। তার রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাব।

(রাজসভায় গমন)।

সহাধ্যায়িগণ। আমাদিগে ল'য়ে যাবে না—ভাই বৃষকেতুকে দেখ্‌তে পাব না। ভাই রে, ভাই বিষু রে—(মূর্চ্ছা)।

রণচণ্ডী। মহারাজ, এই করাতাস্ত্র গ্রহণ করুন; আর আমাকে জন্মের মত বিদায় দিন্। আমি আর অঙ্গরাজ্যে থাক্‌বো না।

(করাত দান)।

কর্ণ। কেন রণচণ্ডি! আমার বিপৎকালে তুমি এরূপ কথা কেন ব'ল্‌ছ? এ বিপদের সময় কি তোমাদের আমাকে ত্যাগ করা উচিত?

রণচণ্ডী। মহারাজ, উচিত নয় তা জানি, অনুগতা অন্নদাসীর কর্ত্তব্য নয়, তাও জানি। ধর্ম্মের মানহানি হয়, তাও ব'ল্‌তে পারি; আবার এও ব'ল্‌তে পারি, আপনি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রেছেন, তা নির্দ্দয় রাক্ষসেরাও পারে না। মহারাজ, একবার সভাদ্বারে গিয়ে দেখে আসুবেন চলুন, আপনার জ্যেষ্ঠ কুমার বৃষসেন কিরূপ বুকে দুটী হাত দিয়ে সংজ্ঞাহীনভাবে প'ড়ে আছে। বৃষকেতুর প্রিয় সহচরগুলি "হা বৃষকেতু, হা বৃষকেতু" ব'লে কিরূপ বিহ্বলচিত্তে রোদন ক'র্‌ছে। রাজন্! আমি দাসী, আমার অবৈধতা ক্ষমা ক'র্‌বেন। আমি এই নির্দ্দয় অঙ্গরাজ্যে কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌ব না। চ'ল্লেম, যেখানে রাজা নাই, বালক নাই, ব্রাহ্মণ

নাই, সেই দেশে চল্লেম। শ্রীচরণে বিদায়—বিদায়।
(সহধ্যায়িগণের প্রতি) আয় রে ভাই সকল, কে কে তোরা আমার সঙ্গে যাবি, আয় ভাই! (গমনোদ্যত)।

সহাধ্যায়িগণ। যাব, যাব, দাদা ভাইকে দেখ্‌তে যাব।
(উত্থান)।

রণচণ্ডী! না, সেখানে য়াওয়া হবে না। আমি এই সেখান হ'তে আস্‌ছি, মহারাজ বৃষকেতুর শিরশ্ছেদন ক'র্‌বেন। তোরা আমার সঙ্গে আয়, এ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাই আয়।

[বেগে প্রস্থান।

সহাধ্যায়িগণ। না, তা যাব না; এইখানে থাক্‌ব। ভাই বিষুকে না দেখ্‌তে পেলে এইখানে ম'র্‌ব। ভাই বিষু রে—

কর্ণ। রণচণ্ডি! আমি নির্দ্দয় কিরাত ব'লে আমায় পরিত্যাগ ক'র্‌লি? তা কর্। কিন্তু আমাকে সত্যপালন ক'র্ত্তেই হবে।

ব্রাহ্মণ। আর কেন মহারাজ, এবার ত সব হ'য়েছে। শীঘ্র বদ্ধপরিকর হোন্ না।

বৃষকেতু। ঠাকুর, আমার একটী নিবেদন আছে। আপনি ত এতক্ষণ অপেক্ষা ক'র্‌লেন, আমার জন্য আর একটু অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে। একবার আমি এ জন্মের মত আমার মনের একটী বাসনা পূর্ণ ক'র্‌ব। বাবা, আপনি যখন সত্যপাশে আবদ্ধ হ'য়েছেন, তখন ত আমি হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ বিসর্জ্জন দোব; তাতে বিন্দুমাত্র কাতর হব না। কিন্তু বাবা,

মর্‌বার সময় দাদার সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌ব। একবার তাঁর সঙ্গে দুটো কথা কইব। অনেকক্ষণ তাঁকে দেখ্‌তে পাই নাই, দেখ্‌বার বড় ইচ্ছা হ'য়েছে। আমার সঙ্গীরা আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছে, একবার তাদের সঙ্গে জন্মের শোধ দেখা ক'রব। বাবা, বলুন না, একবার যাই, ঠাকুর বলুন না, একবার যাই। আহা, সখারা আমার জন্য আছাড় খেয়ে মাটিতে প'ড়ে কত কাঁদ্‌ছে! চন্দ্রা মাসী তাদিগে সভায় আস্‌তে দিচ্চে না। আহা, দাদা আমায় কত ভালবাস্‌তেন, আজ সেই ভালবাসার প্রতিদান চোখের দেখায় শেষ ক'র্‌তে হবে। ঠাকুর, আমায় একটী বার যেতে বলুন। আমি দাদার সঙ্গে এবং সখাদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে, আবার এখনি ফিরে আস্‌ব।

ব্রাহ্মণ। তা যখন এত ক'রে ব'ল্‌ছ, তখন একবার যেতে পার, কিন্তু বিলম্ব ক'র না। মহারাজ, বালক যখন এত ক'রে ব'ল্‌চে, তখন একবার যাক্ না?

কর্ণ। প্রভুর যা ভাল বিবেচনা হয়, তাই করুন।

ব্রাহ্মণ। তবে যাও, শীঘ্র এস।

বৃষকেতু। তবে যাই।

গীত

ওষে যাই যাই (সহাধ্যায়িগণের প্রতি) আর কাঁদিস্‌নে রে ভাই।
এ ছার পরাণ এখন পয়ান করে নাই করে নাই ; (তোদের হেরিতে ভাই)।

ঐ রে কালের জুয়ার ব'য়ে যায়, আমি যাই, তোরা আয় আর আয়,
রৈল পিতা রৈল মাতা তাঁদের সঙ্গে ক'রে ল'য়ে আয় ; (পাছে) ॥
তোদের খেলা র'য়ে গেল, আমার ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল,
তায় আসা যাওয়ার নাই রে কথা, নেচে ভাই সব হরি বল ।।
এই দেখা জনমের তরে, দে রে আমায় বিদায় দে রে,
নে রে মায়ার গেরো খুলে নে রে, জ্বালার জগৎ ছেড়ে চ'লে যাই ।।

কেন ভাই, তোমরা অমন কর ? কেঁদো না, কেঁদো না। কাঁদ কেন ভাই, ম'র্‌তেই ত হবে ; তবে আজ আর কাল, এইমাত্র প্রভেদ। তোমরা বাবার কাছে আর যেও না। আমি আপনার [illegible] ব্রাহ্মণকে প্রাণ দোব। বাবা কি ক'র্‌বেন ? তোমরা আজ আমায় জন্মের মত বিদায় দাও। আমি তোমাদের কাছে কত অপরাধ ক'রেছি, তোমা-দিগে কত কটুকথা ব'লেছি, আমার সে সকল দোষ ক্ষমা করিস্ ভাই ! দুঃখিনী মা রৈলেন, দেখিস্ ভাই ! মা আমার যখন আমার জন্য কাঁদ্‌বেন, তখন মায়ের কাছে এসে, মায়ের কোলে ব'সে, মাকে 'মা মা' ব'লে সান্ত্বনা দিস্ ভাই ! ভাই রে ! আমি ত এ জন্মের মত চ'ল্লেম, আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না, আর তোমাদের সঙ্গে মিলে পাঠশালায় যেতে পাব না, আর সে ফুলবাগানে আমার রাধাকিষণের জন্যে ফুল তুল্‌তে পাব না, আর তেমন ক'রে মনের সুখে ছেলাখেলা খেল্‌তে পাব না। আজ এ সংসার হ'তে আমি একাকী চ'ল্লেম। কাঁদ্‌ছ কেন ? দাদা আমার,

কাঁদ্‌তে কি আছে? কুশী রে, কেঁদ না ভাই, তুমি কাঁদ্‌লে আমার যে আর যাওয়া হবে না। এস কুশি, আজ ম'র্‌বার সময় তোমায় আমার স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে যাই এস। (কণ্ঠস্থ ফুলমালা লইয়া সহাধ্যায়ী কুশের গলে প্রদান) এই যে মালা ছড়াটী তোমার গলায় দিলেম, এইটী আমার রাধাকিষণজী আমায় দিয়েছিলেন, তোমায় অধিক ভালবাসি ব'লে দিলেম। এ কুসুম কিছুতেই শুকাবে না। আর যে দিন শুকাবে, সেই দিন হ'তে তুমি আমার জন্য কেঁদ, কেমন?

৩য় সহা। দাদা, আমি তোমার এ মালা চাই না; তুমি আমায় মালা দিয়ে ভুলিয়ে যাবে? আমার এ মালা কি হবে? বিষু দাদা রে, সত্যি সত্যি কি তুই আমাদিগে ছেড়ে যাবি?

বৃষকেতু। ছেড়ে যাব কেন, আবার আস্‌ব। এমন ভাব থাক্‌লে আবার কোন না কোন সময় দুজনের দেখা হবে। তখন দুজনে এক হ'য়ে যাব, কার সঙ্গে কার ভেদ থাক্‌বে না। দাদা, দাদা, ও দাদা, আপনি এমন ক'রে এখানে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদ্‌ছেন কেন? দাদা গো, আমায় একবার কোলে করুন।

বৃষসেন। (উঠিয়া) আয় রে জীবনপ্রদীপ আমার! আয় ভাই, আমার অশান্তি-অন্ধকারময় হৃদয়ে একবার শান্তি-আলো দিবি আয় ভাই। (ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক কর্ণের নিকট গমন) বাবা গো, আবার নির্লজ্জ হ'য়ে আপনার শ্রীপদে কো[illegible] কথা ব'ল্‌তে এলেম। আপনি আমায় নিধন করুন, তবু [illegible]

ননীর পুতুলকে নষ্ট ক'র্‌বেন না। ঠাকুর, ঠাকুর! পায়ে পড়ি, আমার মাংস গ্রহণ ক'রে, আমার বিষুকে দিন।

(পদধারণ)

ব্রাহ্মণ। না, না, তা হবে না; তোমার মাংস কঠিন হ'য়ে গিয়েছে। শিশুর মাংস অতি কোমল। ভোজনে অতি প্রীতি পাওয়া যায়। মহারাজ! নিন্, আঃ, আর কেন অপেক্ষা ক'র্‌ছেন?

কর্ণ। আয় বিষু, আয় বাবা! আজ পিতা হ'য়ে পিতার কার্য্য সম্পন্ন করি আয়!

পদ্মা। (বিস্ময়ে) মহারাজ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

১ম সহা। ও ভাই বিষু, তুই দাদার কোল হ'তে নেমে আয় ভাই, আমরা তোকে ল'য়ে পালিয়ে যাই।

ব্রাহ্মণ। আঃ, তোরা কি করিস্ রে! দাঁড়া, দাঁড়া, তোরা কিছু কিছু মাংস পাবি এখন। মহারাজ, এ যে অত্যধিক বেলা হ'ল।

বৃষকেতু। দাদা, এবার কোল হ'তে নামিয়ে দিন, ব্রাহ্মণমহাশয় আর ক্ষিদেয় থাক্‌তে পার্‌ছেন না। (ক্রোড় হইতে অবতরণ) দাদা, এবার আপনি যান, আজ এই পর্য্যন্ত আমার সংসার-লীলা শেষ হ'ল। মা রৈলেন, দেখ্‌বেন; বাবার উপর আর ক্রোধ ক'র্‌বেন না। দাদা, দাদা, এই পর্য্যন্ত আমার 'দাদা' বলা ফুরিয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, শীঘ্র করাতাস্ত্র নিন্ না। এই নিন্, শীঘ্র মস্তক

ছেদন করুন। আবার রন্ধনে যে বিলম্ব হবে! আঃ নিন্ না।

বৃষসেন। (স্বগত) অহো, কি শুনি! ব্রাহ্মণের এ কি কঠিন প্রাণ! অহো, কোথায় যাই? কোন্ পথে যাই? চারিদিকেই যে আগুন জ্ব'ল্‌ছে! ছায়া নাই, পুড়ে যাচ্চি। (প্রকাশ্যে) ভাই রে! চ'ল্লেম। যাব, জলে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে যেমন ক'রে পারি ম'র্‌ব। দাদা আমার, ভাই আমার, তোকে না দেখে ঘরে কেমন ক'রে থাক্‌ব ভাই! উঃ, কি ভীষণ নরক-রাজ্য! নরকের তেজ কি ভয়ঙ্কর! প্রেতভূমি! প্রেতভূমি! চতুর্দ্দিকে প্রেত! প্রেত! পিশাচ! ব্রহ্মদৈত্য! ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌ছে! প্রেত—প্রেত—হি—হি! প্রেতগণ পুড়্‌ছে, গেলেম, গেলেম, ম'লেম!

[বেগে প্রস্থান।

পদ্মা। মহারাজ, কি করি? আমি যে চারিদিক্ শূন্যময় দেখ্‌ছি!

ব্রাহ্মণ। আঃ, কিসের অপেক্ষা? আরে দুর্বৃত্ত, কথা শুন্‌ছিস্ না কেন?

কর্ণ। না প্রভো! আর অপেক্ষা নাই। যা প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, এই মুহূর্ত্তে তা পূর্ণ ক'র্‌ছি। প্রিয়ে! এস, সত্যময় শ্রীহরিকে ডাক। ধর, অস্ত্র ধর। আর ব্রাহ্মণমহাশয় অপেক্ষা ক'র্‌বেন না। এস প্রিয়ে, এতদিন যারে বুকে রেখে প্রতিপালন ক'রে আস্‌ছিলাম, আজ সেই হৃদয়ের নিধিকে হৃদয় হ'তে চিরকালের জন্য অনন্ত কালের করাল গর্ভে নিক্ষেপ করি এস। (স্বগত)

ও আবার কি? মায়া? আ মরি! মরি! কি মোহিনী মূর্ত্তি রে! আমার হৃদয়রত্নকে কত মতে সোহাগ ক'র্‌ছে! তার পর ও কি? স্নেহ! পুত্রস্নেহ? কি সুললিত সুঠাম বালকিশোর মূর্ত্তি! পার্‌ব না, পার্‌ব না, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, পার্‌ব না, পুত্রের প্রাণহত্যা ক'র্‌তে পার্‌ব না! স্বহস্তে পুত্রের মস্তক ছেদন ক'রে নরককুণ্ডে নিপাতিত হ'তে কিছুতেই পার্‌ব না! সত্যলঙ্ঘনে পাপ হবে? হয় হ'ক্। বংশ যাবে?—যায় যাক্। প্রাণ নষ্ট হবে?—হয় হ'ল। নরক মুখবিস্তার ক'র্‌বে?—করে করুক্। পিতৃপুরুষ নরকগামী হবেন?—হয় হ'লেন্। বরং তাঁদিগে আত্মজীবন সমর্পণ করেও সন্তুষ্ট ক'র্‌ব, কিন্তু তা ব'লে আমি কিছুতেই স্বহস্তে পুত্রের মস্তক ছেদন ক'র্‌তে পার্‌ব না। এ কি হ'ল! এই কি আমার সেই ধর্ম্মবলোদ্দীপ্ত হৃদয়! এই হৃদয়ে কি আমি ব্রাহ্মণকে পুত্র দান ক'র্‌ব ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলাম? কখনই নয়। হৃদয়ের সে তেজ কৈ? সে বল কোথায়? আমি কি প্রতিজ্ঞারক্ষক কর্ণ? না, না,, আমি কাপুরুষ! আমার আবার পুরুষত্ব কোথায়? হরি, নারায়ণ! (প্রকাশ্যে)

দূর হও স্নেহরাশি হৃদয় হইতে,
দূর হও মায়ারূপা রাক্ষসী চতুরা,
দূর হও ভালবাসা, সুদৃঢ় বন্ধন,
বাঁধহ সত্যের ডোরে অশান্ত হৃদয়,
উজল আঁধার মন প্রবোধ আলোকে।
প্রবৃত্তি আপাত-সুখ করায় দর্শন,

তা দেখে কি বিজ্ঞ জনে সমাদরে তারে ?
আয় মা নিবৃত্তি, জীব-শান্তি বিধায়িনি !
আয় মা হৃদয়-রাজ্যে কর মা বসতি।
এস প্রিয়ে, সত্যময় দীনবন্ধু হরি
অবশ্যই শান্তি-সুখ দিবেন সবায়।
সাক্ষী হও দেবগণ জগৎ-কারণ,
সাক্ষী হও তরু লতা বন উপবন,
সাক্ষী হও রবি-শশী তারকানিচয়,
সাক্ষী হও ভূচর খেচর উভচর,
সত্যের কারণ আজ দিয়ে পুত্রধন,
উদ্ধারিব সত্যসিন্ধু সত্যের কারণ।
সত্য ধর্ম্ম, সত্য মোক্ষ, সত্য এক সত্য,
প্রাণ পূরে জীবগণ বল এক সত্য।
আয় রে প্রাণের ধন জীবনের আলো,
আয় রে স্নেহের পুষ্প হৃদি-উদ্যানের।
আয় রে রাজার ধন, রাণীর জীবন,
আয় রে নয়ন-তারা মোর প্রাণধন,
তোরে ছেদি পার হই এ সত্য-জীবন। (হস্ত ধারণ)

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, হাস্যমুখে বৃষকেতুকে ছেদন ক'র্‌বেন, এইবার এই কথা যেন স্মরণ থাকে।

সহাধ্যায়িগণ। দাদা ভাই, কোথা যাস্ ভাই ? আমাদিগকে ফেলে কোথায় যাবি ভাই ? (বৃষকেতুর হস্ত ধারণ)।

বৃষকেতু। আর কেন ভাই দুঃখ ক'র্‌ছ? আজ তোমরা সখার মত একটী কাজ কর। ভাই, এ জন্মে যা হবার তা ত হ'চ্চে। বীজ অঙ্কুরিত না হ'তেই তার ধ্বংস হ'তে চ'ল্‌ল। যাতে পরজন্মে আমার ভাল হয়, তাই তোমরা সকলে মিলে কর। তোমরা খেল্‌বার সময় যেমন হরিনাম ক'র্‌তে, আমি শুন্‌তেম, আজ আমার মৃত্যুর্ সময় তোমরা তেমনি ক'রে হরিনাম কর। আমি হরিনাম শুন্‌তে শুন্‌তে, হাস্‌তে হাস্‌তে ছার-শরীর ত্যাগ ক'র্‌ব। ভাই রে! আজ আমার এই শেষ অনুরোধ।

১ম সখা। না ভাই, তা পার্‌ব না। হাঁরে বলিস্ কি বিষু? তোকে কাট্‌বে, আর আমরা সকলে মিলে দেখ্‌ব? তুই কি ব'ল্‌ছিস্ ভাই?

২য় সখা। দাদা, তা না ক'র্‌লে আমাদের বিষু যে মনে দুঃখ ক'রে যাবে। না ভাই বিষু, তুই যা বল্লি, আমরা তাই ক'র্‌ব; তবে তোর মৃত্যু আমরা চোখে দেখ্‌তে পার্‌ব না। তুই আমাদের চোখে কাপড় বেঁধে দে; আমরা বাঁধা চোখে সকলে মিলে, হরিনাম ক'র্‌ব, আর তুই শুন্‌বি, কেমন? তাহ'লে হবে না?

বৃষকেতু। তাই এস, তোমাদের চোখ বেঁধে দিই, এই নামটা গান করিস্ ভাই। (সহাধ্যায়িগণের চক্ষু বন্ধন ও সঙ্কীর্ত্তন) বল হরিবোল, বল হরিবোল, বদন ভরিয়ে বল হরিবোল। এই ত হ'য়েছে; আমি এখন আসি। আগে পিতা মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করি। (কর্ণ ও পদ্মাকে প্রণাম) বাবা,

মাগো, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন। (ব্রাহ্মণকে প্রণাম) ঠাকুর, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অনায়াসে জীবন বিসর্জ্জন ক'র্‌তে পারি। আর আমার পিতার প্রতি কোন কঠিন আদেশ ক'র্‌বেন না। মা, মা, আর কেন দাঁড়িয়ে অত ভাব্‌চেন, আর বিষুর কোন ভয় নাই মা। মা, মা, তবে এখন আমি আসি! বাবা, ও বাবা, তবে এখন আমি আসি! আমার রাধাকিষণজীর গলায় দিন দিন একটী ক'রে নূতন ফুলের মালা পরিয়ে দিবেন। শ্যাম দাদা, তুমি কোথায়? এত দিন এসে খেলাতে, আজ ম'র্‌বার সময় একবার খেলাতে এলে না? যাবার সময় একবার রাঙা পা দুখানি দেখে যেতে পেলেম না? দয়াময়! একবার আমার হৃদয়ে এস। এক বার প্রাণ ভরে সেই বাঁকা বাঁকা ভাবের মোহিনী ছবিখানি দেখি। আর রাজভূষণ কি হবে? নে মা, নে মা, কে কোথায় আছ, এ সব খুলে নাও। আমার রাধাকিষণ আস্‌ছে, ব'ল্‌ছে, বিষু রে, রাজভূষণ খুলে ফেল্, পট্টবস্ত্র পরে নে। এই যে চন্দ্রা মাসীর হাতে পট্টবস্ত্র র'য়েছে। ম'র্‌বার সময় ত এই বেশই ভাল। (রাজবসন ত্যাগ ও পট্টবস্ত্র পরিধান)।

ব্রাহ্মণ। (রাজা রাণীর প্রতি) কাঁদ্‌লে হবে না। হাস্যমুখে— হাস্যমুখে কাট্‌তে হবে।

বৃষকেতু। বাবা, এইবার; মা, এইবার। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। (কর্ণ ও পদ্মা করাতাস্ত্র লইয়া বৃষকেতুর মস্তকে প্রদান)।

বৃষকেতু। গীত

হরিবোল বল্‌না ওরে ভাই, সে নাম বিনে আর গতি নাই.
হরিনাম বলিয়ে, আয় না সবে ভবপারে চ'লে যাই।
মুখে হরিনাম ব'লে, ও ভাই চল্‌না যাই চ'লে,
যেতেও হরি, আস্‌তেও হরি, হরিই সকলে :—
হরিনাম বল না, যম লবে না, যমের যম সে হরি ভাই।
হরি বল্, বল্, বল্ নিদান দিনে,
দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্‌রে দ্যাখ্। (আমার
কেমন ফুরিয়ে যায় রে ভবের খেলা, আমার কর্ম্মে কেমন কর্ম্ম গেছে)।
খেলিবারে এসেছিলাম, খেলা খেলে চলিলাম, ব্যাকুল হ'ও না হ'ও না ভাই।
শৈশবে প্রাণান্ত হ'ল, অঙ্কুরে বীজ শুকাইল,
কেঁদ না কেঁদ না কেঁদ না ভাই।
পুরাণ বসন, ত্যজিয়ে যেমন, নূতন বসন পরে (নরে)।
এ তনু তেমন, হ'লে পুরাতন, নূতন দেহ ধরে।
জলেতে যেমন, বিম্ব উঠে ঘন, জলেতে মিশায়ে যায়।
আমার আমিত্ব, নহে রে অনিত্য, কেবল দেহ হয় বিলয় ;
(আমার আমি থাকে না রে ভাই)॥
ওমা আর ভয় কি আছে, (তোর বিধুর ভাল হ'য়েছে,
তার রাধাকিষণ তার ভয় হ'রেছে, সে শ্রীকৃষ্ণে মা প্রাণ স'পেছে)।
শেষ হ'ল রে আমার জীবন'।

(মস্তক দ্বিখণ্ডিত হওন)

সহাধ্যায়িগণ। সুরে) হরিবোল, হরিবোল বলনা ওরে মন।

হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ হ'ল! ওরে চলে চল্ না রে, জলে ঝাঁপ দিয়ে মরিগে চল্ না রে।

[বেগে প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ। হ'য়েছে, হ'য়েছে, এবার পাচকক্কে ব'লে রন্ধন ক'রতে দিন গে; দিব্য, দিব্য, দিব্য মাংস! পরিষ্কার, পরিষ্কার মাংস!

পদ্মা। অ্যাঁ, অ্যাঁ, করিয়াছি পুত্রেরে ছেদন!
মহারাজ, বল আর ছেদিব কাহারে?
এত অল্প মাংসে কেন পূর্ণ হবে হায়,
ব্রাহ্মণ-উদর! কারে কারে আর,
ছেদিব রাজন্! মোর মাথে দাও অস্ত্র তুলি।
মহারাজ, শীঘ্র ছেদ মোরে,
নতুবা ব্রাহ্মণ রোষে যাবে ঘরে ফিরে!
বংশনাশ ভয়ে করিলা যে কাজ,
সেই পরিণাম তার ঘটিবে নিশ্চয়!
নৃপ! ঐ ঐ জীবন-ঘাতক দস্যু,
করাল কৃতান্তরূপে দাঁড়ায়ে শিয়রে,
বিকটবদনে ব্যঙ্গ করে মোরে,
মার মার ওরে, কাট কাট কাট।
বিষু আয় বাপ! তোরে ল'য়ে যাই পলাইয়া,
গহন কাননে কিম্বা নিভৃত গুহায়,

কিম্বা রে সিন্ধুর গর্ভে, ধরাপ্রান্তদেশে।
বাবা রে আমার! ওরে বিষু জীবন-মাণিক!

[কর্তিত মুণ্ড লইয়া বেগে প্রস্থান।

কর্ণ। চন্দ্রা, চন্দ্রা, শোন চন্দ্রা!
পাচকে কহিয়া ত্বরা করাও রন্ধন।

চন্দ্রা। যাই প্রভো।
(স্বগত)
অহো, আমা উপলক্ষ্য করি,
ধরণী ত্যজিল বিষু।
(প্রকাশ্যে)
কোথায় পাচক (ক্রন্দন)।

[চন্দ্রা ও দ্রুতাগত পাচকের বৃষকেতুকে লইয়া প্রস্থান।

কর্ণ। বসুন ব্রাহ্মণ, ক্ষণেক সভায়।
ত্বরা করি পুত্রমাংস করিয়ে রন্ধন,
আনয়ন করিব হেথায়।
হায় হায়, প্রিয়া উন্মাদিনী হ'ল!
পূরিল আনন্দরাজ্য শোক-হলাহলে।
বাপ বিষু! কোথা গেলি ফেলে,
অভাগা জনকে আজ। উঃ, উঃ

কি ভীষণ লোমহর্ষণ ঘটনা !

যাই যাই, হায় হায়, উঃ, আজ কি হ'ল সর্ব্বনাশ !

গীত

খাম্বাজ—যৎ ।

হ'ল কি সর্ব্বনাশ আজি, হায় হায় হায় বুঝি প্রাণ যায় রে।
আমার প্রাণের সোণার পাখী ঐ উড়িয়ে পালায় রে।
আর কে তেম্‌নি তেম্‌নি ভাবে, সুধামাখা কথা কবে, কাছে আসিবে;—
আমার স্নেহের বাগান সাজাইবে, তাপিত অন্তর জুড়াইবে,
যে ছিল সে গুণমণি, সে মণি আর নাই রে।
অকস্মাৎ বজ্রপাত হ'ল, ভাগ্যশশী অস্তে গেল, হায় কি হ'ল—
আমার প্রাণের বিধু প্রাণ ত্যজিল, এই কি হ'ল কর্ম্মের ফল,
ঘুচ্‌লো জলপিণ্ডের সুখ আমার অন্তিম সময় রে ॥

কর্ণ। ব্রাহ্মণ ঠাকুর, একটু অপেক্ষা করুন ; আমি শীঘ্রই রন্ধন ক'রে আন্‌ছি ।

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ। দেখো রন্ধন যেন ভাল হয়। মাংস একটু যত্নে রন্ধন ক'র্‌তে ব'ল।

ধন্য শিশু, ধন্য পিতৃভক্তি-শিক্ষা তোর,
ধন্য কর্ণ-নৃপ, ধন্য তব সত্যনিপুণতা,
ধন্য পদ্মাবতী, ধন্য স্বামিভক্তি তব

অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিলে সংসারে।
"দাতাকর্ণ" নাম আজ রহিল ভুবনে॥

অসিহস্তে মাণিকচাঁদের বেগে প্রবেশ।

মাণিক। আরে আরে মাংসাশী ব্রাহ্মণ!
দুরাচার! কারাগারদ্বার ভাঙি
আসিয়াছি তোরে বধিবারে;
তোরে বধি পরে যাব বৃন্দাবনে।
মার্ মার্ রাজ্য দাও ছারখারে,
ক্রোধানল ধূমাকারে ঢাকুক্ মেদিনী,
কাঁপুক্ নক্ষত্রপুঞ্জ গ্রহ—উপগ্রহ।
হাহাকার চারিদিকে উঠুক্ পলকে,
সংসার শ্মশান হক্ আজ।
আরে রে কপট! কোথা থাকে এবে
তোর ঘৃণ্য কপটতা? যাও দুষ্ট!
এই অস্ত্রাঘাতে কৃতান্ত-দুয়ারে। (হননোদ্যত)।

ব্রাহ্মণ। হা অন্ধ! (উচ্চৈঃস্বরে) প্রতিহারি, প্রতিহারি!

মাণিক। পালালে নিষ্কৃতি তোর নাই রে পামর! (হননোদ্যত)।

বেগে প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। পালাও মাণিকচাঁদ, পালাও পালাও;
ক'রেছ অন্যায় কত দেখ হে ভাবিয়া।
রাজ্যে রাজ্যদ্রোহী বলি ঘোষিছে সকলে,

তোমা বধিবারে আজি রাজার আদেশ।
যদি রে জীবন চাও, এখন পালাও ;
পালাও মাণিকচাঁদ, পালাও পালাও।

মাণিক। (বিস্ময়ে) অ্যাঁ, মম প্রাণনাশে রাজার আদেশ!
ভাগ্যে বৃন্দাবন-চাঁদে নাহি হ'ল দরশন!
কোথা যাই, কোথা গেলে পাব পরিত্রাণ!

প্রতি। ত্যজ অসি, চাও যদি প্রাণ,
অই পথ দিয়া কর পলায়ন।

মাণিক। (অস্ত্রত্যাগ ও গমনোদ্যত)।
কেমন, তবে যাই বৃন্দাবন।

প্রতি। (শৃঙ্খলে বন্ধনপূর্ব্বক)
কোথা যাবি দুষ্ট ভণ্ড পাষণ্ড দুর্জ্জন!
কর্ দরশন, বারেকের তরে এ ভুবন,
চল্ পুনঃ কারাগারে।

মাণিক। অহো, প্রতিহারি! হেন কপটতা!
বৃন্দাবনে যেতে নাহি দিলি মোরে।
কোথা বৃন্দাবন-শ্যাম দয়ালু শ্রীহরি।

গীত

মিশ্র ঝিঁঝিট—আড়্খেমটা।

কোথা শ্যাম কুঞ্জচারি।
শ্রীরাধাবদন-সুধা-লোলুপ
মধুপ রাসরসবিহারি ॥

শ্যামি চিকণিয়া মঞ্জু গুঞ্জহারে,
সদা সুখ ভুঞ্জ যমুনার তীরে,
গোষ্ঠবিহারে ;—
(আর) তব ভক্ত জ্বলে, সংসার-অনলে,
এই কি ভক্তবৎসল নাম হে শ্রীহরি।।
বিষয়-মদিরা পানে হে মজিলাম,
তোমা হেন নাথ তাই হারাইলাম,
হায়, ভু'লে গেলাম :—
এখন ও পদ-পঙ্কজে, সাজায়ে ভৃঙ্গসাজে,
বিতর মধু বংশীধারি ॥

[প্রতিহারীসহ মাণিকচাঁদের প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ। ব'ধো না পামরে, দাও শাস্তি বিধিমতে।
ঐ নয় আসে নরমণি ?
এত শীঘ্র হইল রন্ধন !
হ'তে পারে, সুকোমল শিশুমাংস কি না ?

মাংসপাত্রহস্তে কর্ণ ও জলপাত্র ও পত্রহস্তে
চন্দ্রার প্রবেশ।

কর্ণ। চন্দ্রা, করি আশীর্ব্বাদ তোরে,
পণ-পারাপারে করিলি উদ্ধার তুই।
ধন্য পুত্র বৃষকেতু, ধন্য পিতৃভক্তি তোর্ !
তো হ'তে রে ব্রহ্মকোপে পাইলাম ত্রাণ।

কর চন্দ্রা স্থান পরিষ্কার,
দাও পত্র পাতি, জলপাত্র রাখ এই ঠাঁই।
দয়ালু ব্রাহ্মণ! সবি হ'য়েছে প্রস্তুত,
দীনগৃহে করিয়ে ভোজন,
করুন দীনেরে ধন্য নিজ কৃপাগুণে।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, গুণের সাগর তুমি!
অতি তুষ্ট আমি তোমার করমে।
দেখি, দেখি, কেমনে এ নর-মাংস করিলে রন্ধন?
হাঁ হে, দিব্য গব্য-ঘৃত দিয়াছ ত এতে;
সুগন্ধ পদার্থ পড়িয়াছে বটে!
হইয়াছে মন্দ নহে। এ কি হ'ল!
এই করাঙ্গুলি, এই করতল,
এই বস্তি, এই জানু, এই পদ,
এই সে উদরমাংস, এই বক্ষঃ-অস্থি।
মুণ্ড কোথা গেল? মহারাজ!
ঘৃতাক্ত মস্তক কেবা করিয়াছে চুরি!
দেখুন রাজন্! নিহারি আপনি,
মুণ্ড বিনে সকলই ত রয়।
মুণ্ড চুরি করিল কে বল প্রকাশিয়া?
মুণ্ডের অম্বল রাঁধি আন,
রসনা সুতৃপ্ত হবে সুরুচি অম্বলে।

কর্ণ। সে কি প্রভো!

কে করিবে বাছার মস্তক চুরি!
কে হেন পিশাচ আছে রাজপুরে,
কেবা মম পুত্রমাংসে করিবে লালসা!

ব্রাহ্মণ। আরে মূর্খ!
আমি বুঝি করিতেছি ভাণ?
আমি মিথ্যাবাদী বুঝি?
আরে, আরে মুণ্ড কোথা গেল?
আরে, ছাই মুণ্ড কি বুঝাস্ বল্? মুণ্ড আন্ ত্বরা!
মুণ্ডের সুমিষ্ট অন্ন আহার বাসনা।

কর্ণ। কেমনে জানিব প্রভো! মুণ্ড-বিবরণ,
জীবন-রতনে পাচকেতে ক'রেছে রন্ধন।
আমি মাত্র আনিয়াছি হাতে।

ব্রাহ্মণ। জান নাই তুমি? এখন ছলনা?
মহারাজ! যদি চাও মঙ্গল কামনা,
ক'র না ক'র না তবে বঞ্চিত ব্রাহ্মণে,
আশায় বঞ্চিলে নৃপ, সর্ব্বনাশ হবে।

কর্ণ। করিয়া শপথ কহিবারে পারি,
মিথ্যা বাণী কহি নাই প্রভো!
সত্যপথে থেকে নরকে ডুবিব,
পচিয়া মরিব, তাও শ্রেয়ঃ মানি,
তবু সত্য কর্ণের জীবন।

ব্রাহ্মণ। হা রে হা রে, বারে বারে, বাক্যপ্রতিবাদ?

দেখিনু নিহারি, মুণ্ড গেছে চুরি,
তবু নাহি হয় রে বিশ্বাস ? আন মুণ্ড ত্বরা !
মহারাজ ! দত্ত বস্তু করিলে গ্রহণ,
জান নাই কোথা তার গতি ? আচ্ছা, আচ্ছা,
এইক্ষণে তার দিব প্রতিফল,
কর্ম্মফল যে যাহার করে উপভোগ ;
আয় উপবীত, করি মন্ত্রপূত তোরে,
রাজবংশ সহ—

চন্দ্রা। অহো সর্ব্বনাশ ঘটিবে অচিরে !
ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষম এঁরে এ বিপদে। (পদধারণ) ;
রহ ক্ষণকাল স্থির ; যাই আমি,
মুণ্ড আনি গিয়া অন্নেতে রন্ধন করি।

ব্রাহ্মণ। যাও ত্বরা, অন্ন হ'লে মুখরুচি হবে।

কর্ণ। চন্দ্রা, কোথা পাবে মুণ্ড তুমি,
কে রাখিল বাছার মস্তক ?

চন্দ্রা। মহারাণী রেখেছে মস্তক।

কর্ণ। তুমি তার কোথা পাইবে সন্ধান ?
সে ত পুত্রশোকে উন্মাদিনী হ'য়ে,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর রাজ্য করিয়াছে ত্যাগ।
তবে চন্দ্রা, কি হবে উপায় !

চন্দ্রা। থাকিতে অধীনী চন্দ্রা আছে কিবা ভয় !
ল'য়ে যান ব্রাহ্মণে আবাসে,

আমি যাব রাণীর সকাশে,

যথা তাঁর পাইব সন্ধান।

কর্ণ। চন্দ্রা, এই উপকার তোর নারিব ভুলিতে।

প্রাণ দিলে তবু তার নয় প্রতিদান।

যাতে হয় মঙ্গল বিধান, কর তবে ত্বরা।

অগ্রসর হোন্ দ্বিজবর,

ত্বরায় আনিবে চন্দ্রা বৃষকেতু-শিরঃ।

ব্রাহ্মণ চলুন, কিন্তু মাণিকচাঁদের একটা শাস্তি বিধান করুন।

সে আমার প্রাণনাশ ক'র্‌তে এসেছিল।

কর্ণ। মম অনুমতি, প্রতিহারী প্রতি,

মস্তকচ্ছেদনে তার।

ঘোর অত্যাচারী মম পদসেবী।

[কর্ণ ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

চন্দ্রা। (স্বগত)

হায় কি শুনিনু, কেননা মরিনু,

আগে এর। ফের লাগে সদা ভাগ্যে মোর।

যার লাগি হায়, সহি এত দায়,

সেই গো কাঁদায় দিবানিশি।

রাজন্! কঠিন বড় তুমি।

কেমনে করিব স্বামীর উদ্ধার? (চিন্তা)।

কারাধ্যক্ষে করিব ছলনা,

আর থাকিব না পাপ অঙ্গপুরে; মুক্ত ক'রে তাঁরে,

ধীরে ধীরে পশিব বিপিনে।
অই নয় রাজা কাঁদে গভীর আরাবে ?
পুত্রমুণ্ড বিনে বুঝি করিছে রোদন !
কোথা পাব রাণীর দর্শন ?
এদিকে ব্রাহ্মণ-ক্রোধ ধক্ ধক্ জ্বলে !
রাজন্, কেমনে তোমা করিব রক্ষণ ?
মুণ্ড দাও, মুণ্ড দাও, ব্রাহ্মণের রোল,
শুনে কর্ণে নাদে ইরম্মদ,
কিম্বা গর্জ্জে যেন জলধি-কল্লোল !
আঁধার—আঁধারময় হেরি বিশ্বধাম !
অই বুঝি পুড়ে রাজা, দ্বিজ-কোপাগুণে !
"চন্দ্রা চন্দ্রা" বলি রাজা, করিছে রোদন।
উহু ঐ যে ঐ যে ব্রহ্মতেজঃ পুনঃ যেন
ছাইল চৌদিকে, পুড়িল রে তরুলতা,
অঙ্গরাজ্য সহ, কি করি গো !
প্রভু আজ ঐ পুড়িছে অনলে !
নিবার নিবার দ্বিজ ব্রহ্মতেজঃ তুমি !
মুণ্ড দিব আমি, কিন্তু পাব মুণ্ড কোথা ? (চিন্তা)।
বৃষকেতু-মুণ্ড বলি, নিজ পুত্রমুণ্ড দিয়া উপহার,
আজি মহারাজের করিব উদ্ধার।
চন্দ্রা ! জীবনের তোর পরীক্ষা এবার !
বুঝিব এবার তোর ধীরতা-গরিমা।

আজ এক চোখে কাঁদিতে কাঁদিতে,
আর চোখে হাসিতে হাসিতে,
ইঙ্গিতে প্রভুর কার্য্য কর্ সম্পাদন।
ক'রেছেন রাজা বহু অন্নদান তোরে ;
পুত্র দিয়ে বংশ-রক্ষা ক'র্‌রে রাজার।
এক পুত্র ল'য়ে তোর কিবা হবে ?
কিন্তু যদি রাজা রক্ষা পান ব্রহ্মক্রোধানলে,
তোর পুত্র মত শত শত পুত্র এ রাজ্যের
করিবেন রক্ষা তিনি একা।
চল্ চল্ স্বকরে ধরিয়া খড়্গ,
বধিবি নিদ্রিত পুত্রে তোর ; রাজবংশ রক্ষা-হেতু।
কে ডাকে রে দুঃখিনী চন্দ্রারে ?
রাজা বুঝি ডাকিছে কাতরে,
যাই, যাই—যাই গো, যাই গো
দিব মুণ্ড অম্বলে রাঁধিয়া, রহ ক্ষণকাল।

[বেগে প্রস্থান।

ঐকতানবাদন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পর্ণকুটীর।

অমরকেতু আসীন।

অমরকেতু। (স্বগত) আমার সুখের হাট ভেঙে গেছে। ভালবাসার খেলনাটী বিকিয়ে গেছে, তাই বুঝি সে হাট ভেঙে গেছে। ভাই বিষু, তুই কেমন ক'রে তোর অমরদাদাকে ভুলে গেলি? কি দুঃখে তুই আপনার প্রাণকে আপনি দান ক'র্‌লি। ওরে, প্রাণের মায়া, বড় মায়া। তুই তাও মান্‌লি না, অনায়াসে হাস্‌তে হাস্‌তে সে মায়া কাটিয়ে দিলি! ভাই, তুই আমাকে সঙ্গে নিলি না কেন? আমি তোর সঙ্গে দেখা করি না ব'লে? মা বারণ ক'র্‌লে ভাই, তাই ত রাজসভায় তোমার চাঁদমুখ দেখ্‌তে যেতে পেলেম না; না হ'লে কি বিষু, আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারি? ভাই রে,

একবার এসে দেখা দিয়ে যা। শুনেছি, মানুষ ম'রে স্বর্গে যায়; স্বর্গ ত আমাদের মাথার উপর। উপর থেকে ত নীচের মানুষ বেশ দেখা যেতে পারে। তুই উপরে দাঁড়া, আমি নীচে থেকে তোর সঙ্গে একবার কথা কই। উঃ, মাথাটা বড় ঘুর্‌ছে। একটু বসি। এতক্ষণ বিষু আমার কাছে আস্‌ত; দুজনে এতক্ষণ বাগানের ফোটা ফুল গণ্‌তেম। আকাশপানে বিভোলমনে চেয়ে থাকৃতেম। আজ আমার মনের কথা মনে রৈল, বলা হ'ল না, হাতের শর হাতে রৈল, ছোঁড়া হ'ল না, প্রাণের ভাব প্রাণে রৈল, প্রকাশ পেলে না। ভাই রে বিষু রে—কোথায় গেলি ভাই? কোথায় গিয়ে তোর অমর দাদাকে ভুলে রৈলি? (রোদন)। উঃ আর ব'স্‌তে পার্‌ছি না, একটু ঘুমাই। তাহ'লে বিষুর শোকজ্বালা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকৃতে পার্‌ব। মা ত এখনও এলেন না; বাবা কোথায় গেছেন, তাও জানি না। হায় রে! আমার দুঃখের কথা লিখ্‌তে গেলে, বোধ হয় আকাশের গায়েও কুলায় না। (শয়ন ও নিদ্রা)।

খড়্গ হস্তে চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। (স্বগত) হৃদয়! কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হবামাত্র এত কাঁপ্‌ছ কেন? হস্ত, এত কেন শিথিল হ'য়ে আস্‌ছ? মন, তোমার চৈতন্য আছে? না, নাই? বোধ হয়, চৈতন্য আছে। তা না হ'লে একটী চিরভিখারিণী অবলাকে কি সামান্য প্রলোভন

দেখিয়ে এখানে আন্‌তে পার? আশা|ফাঁদে মোহনমন্ত্রে বশীভূতা ক'র্‌তে পার? মন, তবে আবার তোমার এ প্রকৃতি-বিপ্লব কেন? রাজবংশ-রক্ষার জন্য আপন পুত্রমুণ্ড ব্রাহ্মণকে কৌশলে দান ক'র্‌বে ব'লে যে, এই প্রতিশ্রুত হ'লে, তার কি কর্‌ছি? আর এখন ভাব্‌লে কি হবে? এস মন, তোমার অনুগত হৃদয়, হস্ত, পদকে আমার সঙ্গে ল'য়ে এস। চল্ চন্দ্রা, ধীরে—ধীরে—ধীরে। এই যে জীবনরত্ন আমার পর্ণকুটীর আলো ক'রে শয়ন ক'রে আছে। গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই সময়—এস মন এই সময়—এস হস্ত এই সময়। (খড়্গোত্তোলন) কি হ'ল? কে আমার পশ্চাদ্ভাগ হ'তে আমার খড়্গকে আকর্ষণ ক'র্‌ছে। কে যেন ব'ল্‌ছে, চন্দ্রা, তুই মানবী না পিশাচী? পার্‌লেম না, মন তোমার কথায় সহানুভূতি দেখাতে পার্‌লেম না। আহা, বাছা আমার অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে, আর আমি তার গর্ভধারিণী সাক্ষাৎ সংহারিণীভাবে তার শিরোদেশে দাঁড়িয়ে আছি! আহা, বাছা আমার কিছুই জান্‌তে পার্‌ছে না যে, এখনি তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হবে। ঐ যে বাছা আমার পাশমোড়া খাচ্চে! এখনি বোধ হয় উঠ্‌বে। চন্দ্রা! সাবধান! চল্ চন্দ্রা, ধীরে—ধীরে—ধীরে।

(গুপ্তভাবে দণ্ডায়মান)।

অমরকেতু। (স্বগত) ভাই বিষু রে, তুই কোথায় গেলি! আঃ—

(পুনঃ নিদ্রা)।

চন্দ্রা। এইবার এস মন, আর কাঁদ্‌লে চ'ল্‌বে না; আর পুত্রের

দিকে চাইতে পাবে না। ওরে, মুখের পানে চাইলে হস্ত যে আর খড়্গ ধারণ ক'র্‌তে চায় না। ওরে, মায়ের প্রাণ ত। মাতৃপ্রাণ যে পুত্রের স্নেহে অন্ধ! আজ সেই মা, সেই আপনার বুকের ধন, জীবনের জীবন, সুখের পুত্তলিকাকে স্বহস্তে ছেদন ক'র্‌তে এসেছে। সোহাগলোচনের পরিবর্ত্তে বিকট কটাক্ষে আজ সেই পুত্রের দিকে চাচ্চে। কৃতান্ত, আজ আমি তোমার দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে এসেছি। আজ তুমি আমায় পুরস্কার দাও; তোমার কোলে একটু স্থান দাও। কৃতান্ত! যাচ্চি, নরকের দ্বার উন্মোচন কর, আমি তাতে প্রবেশ ক'র্‌ব। এই যাচ্চি। (খড়্গোত্তোলন না, না, পারি কৈ? যেতে বুঝি পার্‌লেম না—ভৃত্য হ'য়ে প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে পার্‌লেম না। আমি যে বাছাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ ক'রে কঠোর যন্ত্রণা সহ্য ক'রেছি, আমি যে অপরের দাসী হ'য়ে বাছাকে আমার লালনপালন ক'রেছি। মন, এ আবার তোমার কি হ'ল?—স্নেহে সব ভুলে গেলে? রাজার যে প্রাণ যায়—তোমার অন্নদাতা পিতা যে আজ ইহলোক ত্যাগ ক'র্‌ছেন। চন্দ্রা, চন্দ্রা, এইবার জয় শ্রীহরি। (হননোদ্যত। চন্দ্রা, কাঁদিস্‌নে, আর কাঁদিস্‌নে। ঐ বুঝি বাছা আমার উঠ্‌ছে। চল্‌, চন্দ্রা ধীরে-ধীরে—ধীরে। (গুপ্তভাবে দণ্ডায়মান)।

অমরকেতু। (স্বগত) এ কি হ'ল, এ কি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লেম! মা যেন আমাকে কাট্‌তে আস্‌ছেন! দুর, যাই; রাজবাড়ীতে

মা আছেন, মাকে এ সব কথা গিয়ে বলি গে। মা যেন আজি সর্ব্বমঙ্গলা মার পূজা দেন্। একি স্বপ্ন দেখ্‌লাম!

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

চন্দ্রা। (স্বগত) এই উপযুক্ত সময় হ'য়ে এসেছে! পশ্চাদ্ভাগ হ'তে বাছার শিরশ্ছেদ করি গে; তাহ'লে আর সে স্নেহময় মুখ দেখ্‌তে হবে না। আর কিছুতেই মনকে অধীর ক'র্‌তে পার্‌বে না। যাই, যাই, চল্ চন্দ্রা—উগ্রচণ্ডারূপে—

[বেগে প্রস্থান।

অমরকেতুর কর্ত্তিত মুণ্ড-হস্তে রুধিরাক্ত কলেবরে চন্দ্রার বেগে পুনঃপ্রবেশ।

চন্দ্রা। রাজভক্তি, রাজভক্তি, ধিক্ রাজভক্তি!

এ হেন রাজারে রাজভক্তি?
প্রজা করে ভক্তি সমাদরে,
রাজা কোথা শুনে তাহা?
কঠিন, নির্দ্দয় রাজা, প্রজার সে করে সর্ব্বনাশ।
রাক্ষসী পিশাচী আমি,
স্বকরে ক'রেছি পুত্রশিরশ্ছেদ।
তুষানলে, অবহেলে,
ঝাঁপ দিলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি হয় তার।
চৌরাশি নরক, অই, অই—

ব্যাদানিছে মুখগর্ভ ভয়ঙ্কর।
খেদাইছে যমদূত লৌহদণ্ড করি করে!
বিষ্ঠা-কৃমি অঙ্গে পশি করিছে দংশন!
কাটে কীট অস্থি, মজ্জা, শ্রবণ-পটহ!
ঝরিছে রুধিরধারা দর দর ধারে!
গৃধিনী লম্বিতগ্রীবা, দীর্ঘহস্তা শাঁখিনী ডাকিনী,
দলে পদে মোরে। মরি, মরি চাপের পীড়নে!
চন্দ্রা, ঐহিক সুখেতে দিয়ে জলাঞ্জলি,
দিব্য পারত্রিক সুখ লভিলি এবার।
কোথা যাই? যাই, রন্ধন করিয়ে মুণ্ড,
দিয়ে আসি ত্বরা রাক্ষস-ব্রাহ্মণে।
পরে স্বামী-সনে যাব বৃন্দাবনে। (গমনোদ্যত)।

মাণিকচাঁদের প্রবেশ।

মাণিকচাঁদ। একি, ইন্দ্রজাল! কারা-মুক্ত হ'য়ে একি ইন্দ্রজাল দর্শন ক'র্‌ছি! কে তুমি, কে তুমি? রুধিরাক্তকলেবরা, বিকটভঙ্গিনী, ভীষণবদনা, কালান্তকরূপিণী, কে তুমি? প্রচণ্ডখাণ্ডাধারিণী, চঞ্চললোচনা, আলুলায়িতকেশা, তুমি কে? হস্তে কি ও, নরমুণ্ড? শিশুমুণ্ড? মায়াবিনি! কার সর্ব্বনাশ ক'রেছ? বল, বল, এখনও বল, কে তুমি?

ন্দ্রা। আমি? পাপিনী, চির-নিরয়ভাগিনী, স্বপুত্রঘাতিনী চন্দ্রা।

মাণিকচাঁদ। চন্দ্রা, হৃদয়েশ্বরী চন্দ্রা? স্বপুত্রঘাতিনী কি চন্দ্রা?

চন্দ্রা। রাজাকে ব্রহ্মকোপানল হ'তে রক্ষা ক'র্‌ব ব'লে আমার প্রাণের প্রাণ অমরকেতুর মস্তক স্বহস্তে ছেদন ক'রেছি; মা হ'য়ে বাছার কণ্ঠে শাণিত খড়্গ দিয়েছি।

মাণিকচাঁদ। কি বল্লি চন্দ্রা, 'মা'র' অমরকেতু নাই, বাছা আমার ভবধাম ত্যাগ ক'রেছে? হা বিধু রে—হা পাষাণি! ক'রেছিস্ কি? দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ এদের কার মুখ তুই চাইলি না? হা পুত্রঘাতিনি চন্দ্রা! ঐ খড়্গে তুই আমারও জীবন নাশ কর্। চণ্ডালিনি! আমাকে এই সব দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা দিবার জন্যই কি এতদিন বৃন্দাবনে যেতে দিস্ নাই? আমি জান্‌তেম যে, তুই অতি সরলা, দয়া ও স্নেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিন্তু উঃ, তোর হৃদয়ে এত কপটতা! বাবা অমরকেতু রে—চণ্ডালিনি!

চন্দ্রা। নাথ! আর তিরস্কার ক'র্‌বেন না। আমিও এবার বুঝেছি যে, এ জগৎ স্বার্থময়। যে রাজার জন্য জীবনরত্নকে চিরদিনের মত হারালেম, সেই রাজা আমাকে বিধবা ক'র্‌বেন ব'লে মনঃস্থ ক'রেছেন। আর কেন এবার সব বুঝ্‌তে পেরেছি। নাথ, এই সময় এ পাপস্থান পরিত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনে যাত্রা করুন। পদদাসীও অনতিবিলম্বে এ পাপধাম ত্যাগ ক'রে, ও পদে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌বে। নাথ, আর সংসার বাসে প্রয়োজন কি? নাথ, জ্ব'লে গেলাম, পুড়ে ম'লেম! পুত্রশোকানলে জ্ব'লে গেলাম।

গীত

মিশ্র আলেয়া—তাল একতালা।

যাই যাই হ'লে, পুত্রশোকানলে,
সে যে আঁখিজলে নিবে না।
জলে জলে কি আগুন, (নাথ হে) মনাগুন হ'তে দ্বিগুণ,
বিধি বিগুণ বিনা কি বলি বল না।
আমার ভেঙেচে কপাল, তাই সে স্নেহের দুলাল,
হারাইলাম আমি নয়নের ধনে;—
হের হের গুণমণি, আমার সে মণি নীলকান্তমণি,
চণ্ডালিনী আমি কি ক'রেছি দেখ না।
আমি মা হ'য়ে পুত্রেরে, ছার রাজার তরে,
নাশিয়াছি হ'য়ে কালনাগিনী,—
আমার নাহি ধর্ম্মভয়, (নাথ হে) এখন কি উপায়,
এই নিরুপায়ে দাও হে মন্ত্রণা।

মাণিক। উঃ, কি মর্ম্মভেদিনী পীড়া রে! মায়া! আবার কেন হৃদয়ে উদয় হও? বাছার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যাও। ঋষি-ঠাকুর ত ব'লেছিলেন যে, সংসারে থাক্‌লে অতি কষ্ট পাবে। আর কষ্টের ইয়ত্তা কি আছে? আজ হ'তে সংসার শূন্য হ'ল, হৃদয় শূন্য হ'ল! আর কার তরে সংসার? পর্ণ-কুটীর আর কার হাসিতে হাস্যময় থাক্‌বে রে? আর কার সমাগমে এ নিরানন্দময় পুরীতে আনন্দস্রোত বইবে? চন্দ্রা, আগে যদি জান্‌তেম যে, এ সংসারে সুখের আশা সব এইরূপ, তা'হ'লে

কি এতদিন এই বিষময় সংসারে আমি বাস করি? চ'ল্লেম চন্দ্রা! এ পাপভূমি ত্যাগ ক'রে চ'ল্লেম। ঐ দেখ, সংসার-পাপ-তরঙ্গ সকল জীবনবেলা-ভূমি অতিক্রম ক'রে আস্‌ছে। ডুবে যাবে, ডুবে যাবে, পালাও, পালাও। চন্দ্রা, ঐ দেখ, সেই তরঙ্গের উপর আমার রাধাকিষণজি তরণী ল'য়ে স্বয়ং কর্ণধার হ'য়ে কেমন দাঁড়িয়ে আছেন; ঐ ডাক্‌ছেন। চন্দ্রা তুমি এস, আমি আগে গিয়ে উঠি। দাঁড়াও, দাঁড়াও হরি, তরী বাহিও না;—তরী ল'য়ে পালিও না। অধম আরোহী আছে; দাসকে সঙ্গে লও।

[বেগে প্রস্থান।

চন্দ্রা। চলুন, আমিও যাচ্চি। আজ রাজাকে এ বিপদ হ'তে রক্ষা ক'রে আমিও যাচ্চি। পদে স্থান দিবেন। বংশীধারি! তরী রেখো! হতভাগিনী, পুত্রঘাতিনী ব'লে ঘৃণা ক'র না।

ব্রাহ্মণ ও কর্ণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। কেমন মহারাজ, আপনাকে পূর্ব্বেই ব'লেছিলাম যে, মাণিকচাঁদ পলায়ন ক'রেছে। ঐ দেখুন, কুটীরেও কেহ নাই!

কর্ণ। সত্যই ত প্রভো! ও কে, চন্দ্রা না? চন্দ্রা?

ব্রাহ্মণ। চন্দ্রা? তবে মহারাজ, এ কাজ ওরি। ঐ মাণিক-চাঁদকে মুক্ত ক'রেছে।

কর্ণ। চন্দ্রা, মাণিকচাঁদ কোথায়?

চন্দ্রা। (নিস্তব্ধ)।

কর্ণ। কথা ক'চ্চ না যে চন্দ্রা? আমার অনুমতি কি ছিল, তাহা বোধ হয় জান।

চন্দ্রা। জানি।

ব্রাহ্মণ। ও কি চন্দ্রা, তোমার হাতে ও কি? সর্ব্বগাত্রে এত শোণিত লিপ্ত কেন? ওঃ বুঝেছি। মহারাজ পরিদর্শন করুন; আমি বৃষকেতুর মুণ্ড চেয়েছিলাম কি না? কিন্তু অগ্রেই সেই মুণ্ড চুরি গিয়েছে, তাই চন্দ্রা আপনাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য স্বীয় পুত্রের মস্তক কর্ত্তন ক'রে, বৃষকেতুর মুণ্ড ব'লে আমায় প্রতারণা কর্‌বার চেষ্টায় ছিল। আরে শঠতারূপিনি! আমার সহিত শঠতা? তুই কি শঠতা ক'রে রাজার সত্য-রক্ষার সহায়তা ক'র্‌তে পারিস্? হা চণ্ডালিনী! মানবী হ'য়ে রাক্ষসীর কার্য্য ক'র্‌লি! তোর পুত্রের মস্তকে আমার প্রয়োজন কি?

চন্দ্রা। (মুণ্ড দূরে নিক্ষেপ) হায়! এবার আমার সকল আশা-ডোর ছিঁড়ে গেল। এত ক'রে মহারাজকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেম না। বোধ হয়, বিধাতা অঙ্গপুররাজবংশ ধ্বংস ক'র্‌বার জন্য এই ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রেছেন। মহারাজ! এ হতভাগিনী চন্দ্রা হ'তে আপনার আর কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। এক একটী অস্থি, মাংস হ'তে স্খলিত হ'য়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্চে। মহারাজ বিদায় — জন্মের মত বিদায় দিন্। পুড়ে যাচ্চি! পুত্রশোকে

দগ্ধে দগ্ধে ম'র্‌ছি। রাক্ষসী—পিশাচী হ'লে এখনও কথা ক'চ্চি। যাই,—বাবা অমরকেতু রে—বাবা রে, আমি মা হ'য়ে তোকে কেটেছি বাবা। (রোদন)।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

কর্ণ। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! এ যে সত্যই বাছা অমরকেতুর ছিন্ন মুণ্ড। বাপ রে—(মুণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক) এই নরাধমের জন্য তোমরা সকলে জীবনলীলা সাঙ্গ ক'রেছ? চন্দ্রা, তুই মানবী নোস্। রাজভক্তি আর প্রভুভক্তির চূড়ান্তসীমা একমাত্র তুইই এ জগতে দেখালি। হায়! এর পূর্ব্বে কেন আমার মৃত্যু হ'ল না! ও ভাই কৃতান্ত! তুমিও এ পিতার পুত্র; তবে কেন ভাই, তুমি এখনও আমাকে ভুলে র'য়েছ? ভ্রাতার অপেক্ষা ভ্রাতুষ্পুত্রকে অধিক স্নেহ কর ব'লে কি, আমার প্রাণের প্রাণ সকলকে আগে কোলে তুলে নিলে দাদা, একবার দেখ, সংসারে কি জ্বালায় জ্ব'ল্‌ছি! কি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাচ্চি। দাদা, আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে থেক না আমায় কোলে একটু স্থান দাও।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ যে একবারে অধীর হ'য়ে প'ড়্‌লেন। এর পর কাঁদ্‌বেন এখন। এখন আমি কি করি বলুন।

কর্ণ। কি বলি বলুন।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, ব'ল্‌বেন আর কি? আপনার রাজবুদ্ধির নিকট ফল-মূল-খেকো বামুনের সামান্য বুদ্ধি কি ক'র্‌বে বলুন? আমরা

সরল কথা বুঝি ভাল। সরল কথায় ব'লে দিন্ না। মহারাজ, ব'ল্‌বেন আর কি? বৃষকেতুর মুণ্ড চাই—এই দণ্ডে চাই—এই মুহূর্ত্তে চাই। মহারাজ, বলি শুনুন—এখনও বলি শুনুন, যদি মঙ্গল চান, তবে শীঘ্র বৃষকেতুর মুণ্ড অগ্নে রন্ধন ক'রে ল'য়ে আসুন; মহারাজ, কতক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন, তা মনে আছে? আমায় বঞ্চনা? মহারাজ, মহারাজ! (ক্রোধে দৃষ্টিপাত)।

কর্ণ। গেলেম, গেলেম, ঠাকুর, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আমায় আর একটু সময় দিন্। যার আশা ক'রে আপনাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়েছিলেম, সে আশা ত গিয়েছে! এবার স্বয়ং বাছার মস্তক অনুসন্ধানে গৃহ হ'তে বহির্গত হব'। যেখানে পারি, পুত্রের অনুসন্ধান ক'রে আন্‌ব।

ব্রাহ্মণ। তাহ'লেই এবার আপনি পলায়ন ক'র্‌বেন।

কর্ণ। তাহ'লে আপনার ক্রোধাগ্নিতে কিরূপে পরিত্রাণ পাব, প্রভো!

ব্রাহ্মণ। তা বটে। তবে যান। শীঘ্র আস্‌বেন।

কর্ণ। যে আজ্ঞা। (স্বগত) উঃ, কোথা যাই? মা দুর্গে গো! হতভাগ্যের ভাগ্যে আর কত আছে মা!

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) আর পরীক্ষার বাকী কি?—সামান্য। এদিগে আমার পরম ভক্ত মাণিকচাঁদ এত দিনের পর সংসার ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনযাত্রা ক'রেছে। যাই, এই সময় একবার তার সঙ্গে দেখা করিগে। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

পথিকবেশে মাণিকচাঁদের প্রবেশ।

মাণিক। (স্বগত) বাবা সংসার নয় ত, গোলকধাঁধা! ঢুক্‌লে আর রক্ষা নাই! যে দিকেই চাও, সব দিকেই লোভ, মায়া, স্বার্থ, মাখামাখি, ছড়াছড়ি। কেহ হাস্‌ছেন, কেহ নাচ্চেন, কেহ গাচ্চেন। কেহ যোগী, কেহ ভোগী; কেহ সন্ন্যাসী কেহ সংসারী; কেহ রাজা, কেহ প্রজা; কেহ ধনী, কেহ নির্ধন; কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ; কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; কিন্তু বাবা সকলেরই পেটে জিলিপির প্যাচ; হাতে পেঁচয়া ছুরি। সময় আর সুবিধা পেলে, গলায় বসাতে কেউ ত্রুটি করেন নাই। প্রায় এসেছি—অনেক দিন, অনেক দেখ্‌লেম, অনেক শুন্‌লেম। দেখে শুনে অবাক হ'য়ে গেছি। এখন ঠিক ক'রেছি, সংসার নয়—গোলকধাঁধা!—হুবহু গোলকধাঁধা। কত রং বেরঙের লোক দেখ্‌ছি, তারাও এক একটী গোলকধাঁধা। বোঝ্‌বার উপায় নাই। যিনি অলকা তিলকা প'রে হরিনামের ছাপ সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত ও চক্ষু দুটী মুদ্রিত ক'রে "হরের্নামৈব কেবলম্" ব'ল্‌ছেন, তিনিও এক গোলকধাঁধা; আর যিনি সতীর প্রতি কটাক্ষ হেনে

পাপের স্রোত বেশী মাত্রায় বহাচ্চেন, তিনিও এক গোলোকধাঁধা। কেবল নাম ও কার্য্য ভেদ মাত্র। সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই সব গোলক ধাঁধায় ঢুক্‌ছে। আমিও সেই গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে যখন বেশ নাকাল হ'লেম, তখনই পাশ কাটালেম। কিন্তু কেমন অদৃষ্টের দোষ তবু গোলকধাঁধার ধাঁধা যাচ্চে না। বেশ ধাঁধা এসে ভুলাচ্চে। আমার সেই গোলকধাঁধায় একটী পত্নী ও একটী পুত্র ছিল। পত্নীটী মায়াবিনী, কুহকিনী, বিশ্বাসঘাতিনী; আর পুত্রটী তত নয়, কতকটা সরল ব'লে বোধ হয়। কিন্তু এখন আর তা ব'লে বোধ হ'চ্চে না। তারও ধাঁধায় একদিন প'ড়েছিলেম। সে ধাঁধায় কে না পড়ে? তাতে সুখ বিবেচনা করে না কে? জানলে গা, ধাঁধায় ত প'ড়েছিলেম; ঘুর্‌ছি ফির্‌ছি, কখন কখন সে সব ধাঁধা ব'লে মনেও হ'ত। হ'লে আর কি হবে? সেখান থেকে যে আর পালাবার উপায় নাই। যখনি পালাব ব'লে মনে ক'র্‌তেম, তখনি পথ ভুলে যেতেম। অনেক দিনের পর শেষে এক ঋষি ঠাকুরের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল, তিনি সংসার যে কেমন, তা সব বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। অমনি পাশ কাটাতে লাগ্‌লেম আর কি। বেরিয়ে আসি আসি ক'র্‌ছি, এমন সময় আমার সেই বিশ্বাস-ঘাতিনী পত্নী আমার সেই পুত্রটীকে কেটে ফেলেছে দেখ্‌লেম। দেখে অমনি বুক শিউরে উঠ্‌ল। অমনি টপ্‌কে বেরিয়ে পড়্‌লেম। ওরে, এ গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে না পড়্‌লে, কার কবে

আর উপায় হ'য়েছে ? আর কেন বাবা, বেশ হ'য়েছে, বেশ বাচ্চি, বাপের মধ্যেও রাধাকিষণজী, আর মায়ের মধ্যেও রাধাকিষণজী। যা করেন রাধাকিষণজী! শেষ দশাটা বৃন্দাবনে থেকে শরীরটার পতন ক'র্‌তে পার্‌লে কতকটা যেন ভাল ব'লে বোধ হয়। ভাগ্যে তা কি আমার হবে? পোড়া কপাল যে! দেখি শ্যামসুন্দর, দেখি গোপীনাথ, দেখি ব্রজ-বল্লভ কি করেন। যিনি ব্রজে এসে, ব্রজবাসী ও ব্রজবাসিনী-দের মনোবাসনা পূর্ণ ক'র্‌লেন, তারা যে যা চাইলে, তাঁদিগে তাই দিলেন, তিনি কি হতভাগ্য মাণিকচাঁদকে কৃপা ক'র্‌বেন না? দেখি শ্রীপদতরণী পাই কি না? সোজাসুজি এই পথ দিয়ে যাই। হাঁ গা, এই পথ কি বৃন্দাবনের পথ?

ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। কি মাণিকচাঁদ! কোথায় যাচ্চ! চিন্‌তে পার কি?

মাণিকচাঁদ। বেশ বাবা, তুমিও যে একটী গোলকধাঁধা। তোমাকে আর চিন্‌তে পারি না? আর অত পীরিতির দরকার কি বাবা? যাও, সোজা পথ প'ড়ে র'য়েছে, চ'লে যাও। (পদচারণ)।

ব্রাহ্মণ। মাণিকচাঁদ কি ব'ল্‌ছ? বোধ হয়, তুমি আমায় চিন্‌তে পা'র্‌ছ না!

মাণিকচাঁদ। বিলক্ষণ! আর ভোগাচ্চ কেন? যাও যাও! তুমি ত সেই ছেলেখেগো বামুন্? তোমাকে আর চিনি না?

তোমার হাড় চিনি, মাস চিনি, বংশ চিনি, গোত্র চিনি রাজবংশটা ত তুমিই ছারেখারে দিলে? ছেলেটাকেও আমার ফিকিরে ঝিকিরে মারলে; আর আমার সঙ্গেও পীরিতি ক'রতে ত কম কর' না বাবা। রাজাকে ব'লে, ক'য়ে আমাকে গারদে ঢোকালে, তার পর মাথাটা কাটবার চেষ্টায় ছিলে; ভাগ্যে আয়ুটা ছিল ব'লে এ যাত্রা বেঁচে এসেছি। এই পথটা দিয়ে যাও! বড় বন জঙ্গল ভাঙতে হবে না— বাস। (পদচারণ)।

ব্রাহ্মণ। তা হ'চ্চে; বলি তুমি এখন কোথা যাচ্চ?

মাণিক। তোমার অতো খোঁজখপরের দরকার? যে দিকে দু চক্ষু যাবে, সেই দিকে যাব! আর ত আমার ছেলেপিলে নাই বাবা, যে দোব! বুড়োর মাংস নরম হবে না, খেয়েও তৃপ্তি পাবে না। দেখ বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার সঙ্গে এস না। তোমায় দেখলে আমার বুকের রক্ত অর্দ্ধেক জল হ'য়ে যায়।

ব্রাহ্মণ। কোথায় যাচ্চ, আগে বল, নৈলে কিছুতেই আজ আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ব না।

মাণিকচাঁদ। তা বুঝেছি। যখন চিল উড়েছ, তখন নিদেন কুটো গাছটাও ল'য়ে যাবে। তুমি যে একটা অনর্থ ক'রে ব'সবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। আর কেন জ্বালাও বাবা! বাসত্যাগ করালে, ভিটে উঠালে, বংশে বাতি দিতে কারেও রাখলে না, তবু তোমার কাছে ছাড়ান নাই বাবা? দু' চক্ষু

যে দিকে যাচ্চে, আমি সেই দিকে যাচ্চি। তুমি বরং আর একটা রাজবাড়ী দেখে ঢুকো গে যাও, বেশ নরম নরম ছেলে পিলে পাবে, খেয়ে পেট বেশ ঠাণ্ডা হবে। আমি হ'লেম গরীব লোক, আমার সঙ্গে সে সব পীরিতি হবে না ত বাবা। (পদচারণ) আবার আস্‌ছ? কি রকম মানুষ তুমি?

ব্রাহ্মণ। মাণিকচাঁদ, আমি কি মানুষ! মানুষে কি এ সব কাজ ক'র্‌তে পারে?

মাণিক। তা জানি, তুমি যে মানুষ নও, তা আমি জানি। তা বাবা, তুমি দানা দক্ষি যে হও, আমার পথ ছেড়ে দাও, আমি এই বেলা দু'চার দণ্ড পাচারি ক'র্‌তে ক'র্‌তে এগিয়ে পড়ি।

ব্রাহ্মণ। তুমি কোথায় যাবে বল, ব'ল্লেই আমি চ'লে যাব। মাণিকচাঁদ, তুমি আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না, কিন্তু আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

মাণিক। আমরি মরি, ভালবাসা কেমন? যেমন আদায় কাঁচকলায়, ঝোলে আর ঘোলে, সাপে আর নেউলে! আমরি— কি রসিক ছোক্‌রা রে। দেখ, আমি যেখানেই যাই না কেন, তা আর তোমাকে ব'লে কি হবে? আমি যাচ্চি, আমার জমিদারের বাড়ী, শুন্‌লে?

ব্রাহ্মণ। তোমার আবার জমিদার কে? তোমার জমিদার, রাজা যা বল, সবি ত মহারাজ কর্ণ। তুমি কি কথা ব'ল্‌চ।

মাণিক। ব'ল্‌ছি ঠিক। বুঝ্‌লে ঠিক পাবে। তা তুমিই বা বুঝ্‌বে

কেমন ক'রে? বলি শোন—দেখ, আমার এক জমিদার আছেন; আমি তাঁর কাছে একটী পত্তনি লই। তার কম বেশী একশ বৎসরের মিয়াদ ছিল। শুনে যাও, বুঝে যেও। পত্তনির অন্তর্গত প্রজাগুলিকে আগে মনে ক'র্‌তেম যে, তারা অতি সৎ প্রজা, কিন্তু বেটাদের মত দুষ্ট কোথাও দেখি নাই। তারা যেই আমাকে পত্তনিদার দেখ্‌লে, অম্‌নি খাজানা দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলে। আমি যথাসময়ে জমিদার মহাশয়ের কাছে আর মালগুজারি ক'র্‌তে পারলেম না। জমিদারের কাছে জুয়াচোর হ'য়ে প'ড়্‌লেম। এখন জমিদার মহাশয় মিয়াদের মধ্যেই পত্তনিটি বাজেয়াপ্ত ক'রে লবার জন্য মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাচ্চেন। বড় ভয় হ'য়েছে। তার পর তিনি না কি নীলামে আমার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় ক'রে লবেন ব'লে, যুক্তি ক'রেছেন। তাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাঁর হাতে পায়ে ধ'র্‌ব, যদি কিছু উপায় ক'র্‌তে পারি। তাই যাচ্চি; কিছু বুঝ্‌লে?

ব্রাহ্মণ। আগে বল দেখি, তোমার জমিদারের বাড়ী কোথায়?

মণিক। বাড়ী? বাড়ী তাঁর সর্ব্বত্রই শুনেছি; তবে আমি আর একটী বিশেষ সংবাদ জানি যে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে হ'লে, সদর কাছারি বৃন্দাবনে গিয়ে দেখা ক'রে আস্‌তে হয়।

ব্রাহ্মণ। মণিকচাঁদ, এবার আমি তোমার সব কথা বুঝে ফেলেছি। তুমি বৃন্দাবনে যাবে? তোমার জমিদার শ্রীকৃষ্ণ, কেমন?

মণিক। হাঁ, হাঁ বাবা, এবার পথে এসেছ। তার পর তার পর কি বল দেখি ?

ব্রাহ্মণ। তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ জমিদারের নিকট আয়ুরূপ একশত বৎসরের মিয়াদে তোমার দেহরূপ পত্তনি গ্রহণ ক'রেছিলে। তোমার দেহস্থ রিপুরূপ প্রজারা বৈরী হ'য়ে, তোমার পুণ্যরূপ খাজানা আদায় দেয় নাই; সেই জন্য তুমি শ্রীকৃষ্ণরূপ জমিদারের নিকট অপরাধী। তাই তিনি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে, তোমার আয়ুরূপ মিয়াদসত্বেও দেহরূপ পত্তনিটী বাজেয়াপ্ত ক'রবার জন্য শমনরূপ পাইকের দ্বারা ডেকে পাঠাচ্ছেন। তুমি সেই ভয়ে তাঁর পায়ে শরণ ল'তে যাচ্চ; কেমন এই কি না ?

মাণিক। বাস্, তবে চ'লে যাও। বুঝেছ ত? যাচ্চ না যে ?

ব্রাহ্মণ। দেখ, বলি শোন, তুমি সেখানে যেতে পারবে না; আর গেলেও যা মনে ক'রে যাবে, তা হবে না। কেন না শ্রীকৃষ্ণ একজন লম্পট, সে কি কখন জগদীষ্ট হ'তে পারে ?

মাণিক। দেখ, বিট্‌লে বামুন, তুই যদি আমার রাধাকিষণজীর নিন্দা করিস্, তাহ'লে এখনি এই ছাতার বাড়ীতে তোর মুণ্ড গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌ব।

ব্রাহ্মণ। আঃ, তুমি রাগ্‌ছ কেন? বলি, সে কৃষ্ণ যদি ব্রহ্ম হ'ত, তাহ'লে যে এত দিন বৃন্দাবন গোলোকধাম হ'য়ে উঠ্‌ত!

মাণিক। এই মার্‌লেম, এই মার্‌লেম। (প্রহারোদ্যত)। আবার আমার সেই রাধাকিষণজীর নিন্দা ?

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা যাক্। বলি, তুমি যে যাচ্চ, তুমি যে এখন মহারাজ কর্ণের কাছে অপরাধী। কারাগারের দ্বার ভগ্ন ক'র্লে কেন? মহারাজ কর্ণ তোমায় ল'য়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন, এখন চল। তুমি কি মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে পরিত্রাণ পাবে?

মাণিক। দেখ্ বামুন, আর আমায় রাগাস্ নে? মহারাজ আজ আর আমার কি ক'র্বেন? আমি এখন যাঁর আশ্রয় ল'য়েছি, তাঁর কৃপায় যে আর আমি তোদের রাজার রাজাকেও ভয় করি না। তুই আমায় যা বল্, কিন্তু আমি কিছুতেই আর সেই মায়ার ভাণ্ডার সংসারধামে প্রবেশ ক'র্ব না।

ব্রাহ্মণ। তবে আমি চ'ল্লেম। মহারাজকে বলি গে যাই। (স্বগত) আহা ভক্ত রে! তোদের ভক্তি এইরূপই বটে! তোরা আমার জন্য না ক'র্তে পারিস্, এমন কার্য্য জগতে আর কিছুই নাই। যাও ভক্ত, আমার নিত্য সুখধাম্ বৃন্দাবনে এবার ভক্তির আলো বিস্তার কর গে। দেখি, মহারাজ কর্ণ এখন কি অবস্থায় আছেন।

[প্রস্থান।

মাণিক। এ বামুন, কে গা? বলে কি না বৃন্দাবনে যেতে পাবে না। এটী একটী দিব্য গোলোকধাঁধা। যা করেন রাধা-কিষণজী। জয় রাধাকিষণজী! এই পথটা দিয়েই যাই। আঃ, এই বোঁচ্কা বুঁচ্কিগুল কি ভারী। বইতেও ভার বোধ হ'চ্চে। কিন্তু ফেলে যাওয়াও ত হবে না; আবার

সেখানে এ সব পাব কোথায়? এবার আর আস্তে আস্তে গেলে হবে না। বিট্‌লে বামুন আবার কর্ণ রাজাকে ব'ল্‌তে গেছে। মঙ্গলকার্য্যেই বহু বিঘ্ন ঘটে। যাই, এই পথটা দিয়ে যাই। বলি হাঁগা, এই পথ কি বৃন্দাবন যাবার পথ?

(পদচারণ)।

গীত

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

এই পথে কি বৃন্দাবন সুখমোক্ষধাম।
এই পথে কি পাবো তারে, ও সে মনচোরা ব্রজশ্যাম।
পথে পথে দেখাশোনা, পথ ভুলালে কালসোণা,
নৈলে একি বল না;—
এত করি উপাসনা, বিধি কেন তাহে বাম॥
জানিতাম শ্রীকৃষ্ণ ব'লে, জিনিব সে কর্ম্মফলে,
হায় তাও কি ফলে;—
ফলিল যে আশা-তরু নিরাশা তার পরিণাম॥

রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ও গো, ও রাহী বাবাজি! বলি অত ছুটে ছুটে যাচ্চ কোথায়? এ দিকে এস না। ওগো, বলি শোন না?

মাণিকচাঁদ। আঃ, তুমি আবার কে বাপু?

শ্রীকৃষ্ণ। বলি, ফিরে চেয়েই কেন দেখ না? ওগো, বলি শোন না।

মাণিকচাঁদ। কে বাপু তুমি ? কেন ডাক্‌ছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। ডাক্‌ছি কেন শোন না। বলি, হাঁ গা, তুমি অত হাঁপাতে হাঁপাতে যাচ্চ কোথা? তোমার এমন দৌড়ান পরিশ্রম দেখে, আমার প্রাণে বড় কষ্ট হ'চ্চে। আহা, তুমি একটু ব'স না গা, আমি পাতা দিয়ে বাতাস করি। আহা, তোমার গায়ে এত ঘাম দিয়েছে! মুখখানি তুলসী পাতার মত শুকিয়ে গেছে! বোস না, একটু বাতাস করি।

মাণিকচাঁদ। কে চাঁদ তুমি ? ওরে বনের মাঝে এমন এমন চাঁদও থাকে! তুমি কাদের বাছা ? আহা, কথা নয় ত যেন মিছ্‌রির টুক্‌রো!

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো. আমি গয়লাদের। আমি গরু চরাতে এসেছিলাম, সাঁজের বেলা গরু ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি, এমন সময় পথপানে চেয়ে দেখি যে, তুমি হাঁপাতে হাঁপাতে আস্‌ছ। দেখে আমার বড় কষ্ট হ'ল। ওগো, আমি পরের কষ্ট বড় দেখ্‌তে পারি না। তুমি ব'স না, ঘাম মুছিয়ে দিই।

(ব্যজনকরণ)।

মাণিকচাঁদ। বাবা আমার, তোমার বাপের কাছে আমায় একবার ল'য়ে চল। আমি একবার সেই নিষ্ঠুরের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে, একটী কথা তাকে জিজ্ঞাসা ক'রব যে, এমন ননীগোপালের নধর করে কেমন ক'রে সে কঠিন পাঁচনী বাড়ী দিয়েছে। আহা! এ যে পদ্মহস্ত! কোমল—অতি কোমল, এ হস্তের স্পর্শে বোধ হ'চ্চে, আমি যেন চতুর্দ্দিকে সুধাকর

স্পর্শ ক'র্‌ছি। না বাবা, তোমার ঘাম মুছিয়ে দিয়ে কাজ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি ব'স না। আমি ভাল ক'রে বাতাস করি। দেখ, আমারই ত এই কাজ! এই পথ দিয়ে যারা বৃন্দাবনে গিয়ে থাকে, আমি তাদিগে এইরূপ যত্নই ক'রে থাকি। কেন না যত্ন না ক'র্‌লে রাহী বাবাজীরা এ পথ দিয়ে আস্‌বে কেন? দেখ, যারা একবার এ পথ দিয়ে এসেছে, তারা আর এ পথ ছাড়া অন্য পথে কিছুতেই যেতে চায় না। হাঁগা, তুমি কোথায় যাবে গা?

মাণিকচাঁদ। একটী নিষ্ঠুর ব'ল্‌তে দিচ্ছে না। তা আর তোমার শুনে কাজ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। বল না, আমার শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হ'চ্চে।

মাণিকচাঁদ। ঐ ত ব'ল্লেম বাবা যে, সে নিষ্ঠুর ব'ল্‌তে দিচ্চে না। ইচ্ছা বটে বৃন্দাবনে যাই, কিন্তু রাধাকিষণজী কি আমার ভাগ্যে তা লিখেছেন?

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, তোমার ভাগ্যে লিখেছেন বৈকি। তুমি পরম ধার্ম্মিক, কৃষ্ণভক্ত; তোমার মন হ'লে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ, ভক্তকে সন্তুষ্ট না ক'রে কি থাক্‌তে পারেন? ওকি তুমি কাঁদ্‌ছ যে?

মাণিকচাঁদ। কাঁদ্‌ছি? কৈ না, কাঁদ্‌ছি কি? তবে সেই কাঁদাচ্চে।

শ্রীকৃষ্ণ। না, না, কেঁদ না। আমি তোমার কান্না দেখ্‌তে পার্‌ব না। দেখ, তুমি যদি অমন ক'রে কাঁদ, তাহ'লে আমিও তোমার সঙ্গে অমন ক'রে কেঁদে ফেল্‌ব।

মাণিকচাঁদ। না, না, তুমি কাঁদ্‌বে কেন? যে এ জগতে কাঁদ্‌তে এসেছে, সেই মাণিকচাঁদই চিরকাল কাঁদুক।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন তুমি কাঁদ্‌বে? তাহ'লে তোমার শ্রীকৃষ্ণও যে কাঁদ্‌বে। আহা, তোমার নামটী কি ব'ল্‌লে! মাণিকচাঁদ? দেখ, আমার এক দাদার নাম বলাইচাঁদ! এই চাঁদে চাঁদে মিল আছে কি না—তবে তুমিও আমার এক দাদা। হাঁ দাদা, তোমার মুখখানি শুকিয়ে গেছে, কিছু ফল খাবে,দোব।

মাণিক। আমায় কি ফল খাওয়াবে দাদা? আমি কি ফলভোগের অধিকারী হ'য়েছি? কর্ম্মফলই যে আমার কাল ক'রেছে মণি! এ অদৃষ্টে কি আর ফল খেতে পাব!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন পাবে না? তোমরা পাবে না ত পাবে কে? এই ফল ধর, খাও। (তিনটী ফল প্রদান)।

মাণিক। এ যে তিনটী ফল ভাই! এতে আমার কি হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। এখন এই তিনটী ফল খাও, পরে বৃন্দাবনে গিয়ে আর একটী মিষ্ট ফল খাওয়াব।

মাণিক। আর বৃন্দাবন কতদুর! কখন বৃন্দাবনচাঁদকে দেখ্‌তে পাব? কোথায় আমার ব্রজবল্লভ? গোপীনাথ! একবার দেখা দাও, প্রভো! (গমনোদ্যত)।

শ্রীকৃষ্ণ। একটু ব'স্‌লে না, এখনও ত ঘাম মরে নাই। আর একটু ব'স না।

মাণিক। না, আর ব'স্‌ব না। আমার প্রাণ বড় কাঁদ্‌চে। যাই ভাই, আর এখানে থাক্‌তে পার্‌ছি না। চ'ল্লেম। (গমনোদ্যত)

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, তোমার বড় কষ্ট হ'চ্চে নয়? ঐ বোঁচকা বুঁচ্‌কিগুলো আমায় দাও; আমি মাথায় ক'রে বৃন্দাবনে দিয়ে আসি গে। আহা, তুমি ও সব বৈতে পার্‌বে কেন? কত পথ হেঁটে এসেছ, পাদুকাটা খুলে ফেল, পায়ে ফোস্‌কা প'ড়ে গেছে যে, দাও, দাও, আমাকে ও সব দাও।

মাণিক। তোমায় দোব কি রকম? তুমি যে ছেলেমানুষ। যাক্, ও সব কথা থাক্। তোমার নামটি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ভুল হ'য়েছিল। তোমার নামটি কি ভাই!

শ্রীকৃষ্ণ। আমার নাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ! শোন, আমি বনের মালা প'রে বনে বনে বেড়াই কি না, তাই সকলে আমায় বলে—বনমালী। আমি দেখ্‌তে কালো কি না, তাই মা বলেন আমাকে—কালসোনা। গরু চরাই ব'লে আমার এক নাম আছে,—গোপাল। মানুষের একটা নাম, কিন্তু আমার অনেক নাম। তাই আমি ঠিক ক'রেছি যে, যে যখন আমায় যে নামে ডাক্‌বে, তাকে আমি সেই নামেই উত্তর দোব। আর তুমি ব'ল্লে আমি ছেলেমানুষ; দেখ, আমি বালকের মত দেখ্‌তে বটে, কিন্তু আমার অনেক বয়স। হিসাব ক'রলেও ধ'র্‌তে পারবে না। আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি; তা যাক্, তুমি ওগুলো আমায় দাও। আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, আর তুমি যে মাথায় মোট ক'রে ল'য়ে যাবে, তা আমি চোখে দেখ্‌তে পারব না, দাদা।

মাণিক। তুমি যা বল ভাই, কিন্তু আমি তোমাকে মুটে ক'রে

ল'য়ে যেতে পার্‌ব না। তুমি কেমন ক'রে আমার মুটে হ'য়ে যাবে, দাদা ?

শ্রীকৃষ্ণ। সে দুঃখের কথা আর কেন ব'ল্‌ছ, দাদা! আমিই ত জগতের মুটে হ'য়ে এসেছি। আমি ত সেই জন্যই বনের এই পথে দাঁড়িয়ে থাকি। যারা এই পথ দিয়ে যায়, আমি তাদের মুটে হ'য়ে মোট টোট এই রকমে ব'য়ে থাকি। তারা শ্রদ্ধা ক'রে যে যা আমায় দেয়, আমি তাতেই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হই। বুঝ্‌লে, আমি জগতের মুটে হ'য়ে এসেছি।

গীত।

খট্‌যোগিয়া—রূপক।

আমি রে জগতের মুটে, থাকি এই ভবের হাটে,
বুঝ্‌তে পার না বটে বুঝে লও মোটমাটে।
মোটের মজুরি মোটে, লই না কারো নিকটে,
যে ডাকে অকপটে, তারি কথায় যাই রে ছুটে॥
থাকি সকল ঘটে, (আমার) সংঘট ঘটে পটে,
ঘটনা ঘটাই বটে, মোর ঘটায় কি না ঘটে,
মোর ঘটায় যে না ঘটে, তারে ফেলি সঙ্কটে,
যে আমার নাম রটে, তারে রাখি রাজ্যপাটে॥

মাণিক। এ যে বড় ভারি, পারবে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি না পার্‌লে, এখানে আর পার্‌বে কে? দেখ,

আমি বড় কাঙ্গাল। আমি তোমাদের মুটে হ'য়ে মোট ব'য়েই খাই। না খাটলে লোকে আমাকে ভালবাস্‌বে কেন? দাও, আমি এ সব ব'য়ে দিয়ে আসি!

মাণিক। আমার কিন্তু দিতে মন স'র্‌ছে না। তোমার যে কষ্ট হবে, ভাই!

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি বুঝ্‌তে পারছ না? আমি কষ্ট না ক'র্‌লে এ বনের মাঝে তোমার কষ্ট দূর ক'র্‌বে কে? তুমি কেন ভাব্‌ছ? আমি পার্‌ব, দাও। (মাণিকচাঁদের পাদুকা মস্তকে ধারণ ও স্কন্ধে বোঝাদি গ্রহণ)।

মাণিক। তবে এস্। (স্বগত) ছেলেটাকে শিষ্ট শান্ত ব'লে বোধ হ'চ্চে; কিন্তু এ গোলোকধাঁধায় কাকেও বিশ্বাস হয় না। হয় ত বোঁচ্‌কা বুঁচকিগুলো ল'য়ে সট্‌কাবে। যা হোক্, একে পেছনে রেখে ও চোখে চোখে রেখে যেতে হবে। না, আগিয়েই লই। (প্রকাশ্যে) ভায়া এগিয়ে চল। (গমন)।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন আমাকে বিশ্বাস হ'চ্চে না?

মাণিক। না, তা নয়। তবে কি জান, তোমার সঙ্গে এই নূতন দেখাশোনা বৈ ত নয়।

শ্রীকৃষ্ণ। আমারও তাই ভাই, তবে তোমাকে আমার বিশ্বাস হ'ল কেমন ক'রে?

মাণিক। ঠকিয়েছ। চল, পেছনে থেকেই বা তুমি পালাবে কোথা? (সহসা শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বিকাশ)।

মাণিক। মরি এ কি আচম্বিতে,

কিবা ভুবন-ভুলান রূপ !
নবঘনকায়, কি মাধুরীময়,
পদে নিন্দে কোটী কোকনদ !
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন শোভে তাহে কিবা।
রতন নূপুর রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু বাজে।
পরা পীত ধটি, অতি পরিপাটি,
হৃদে দোলে কৌস্তুভ-রতন।
গলে খেলে বনফুলমালা,
শ্বেতকান্তি মুক্তার শ্রেণী।
কর্ণে সুবর্ণ-কুণ্ডল, করে ঝল্ মল্,
রূপে যেন দল্ মল্ করে ভাবরাশি,
উথলে উথলে উঠে প্রেমতরঙ্গিণী !
শিরোদেশে চূড়া বিচিত্রবরণ,
যেন ইন্দ্রধনু মানসমোহন।
করে বাঁশী, মুখে হাসি, ঐ কিরে কালশশী,
ব্রজের সুন্দর, নব নটবর !
এই কি রে বৃন্দাবন-মনচোরা শ্যাম !
এই কি রে রাধিকাবিলাসী হরি—
শ্রীমধুসূদন মদনমোহন !
ত্যজি নিধুবন নিকুঞ্জকানন,
ভকত-কারণ, বন-মাঝে হ'লেন উদয় !
দয়াময় ! আর কেন ভুলাও দাসেরে ?

দাও দাও পদাশ্রয় দীনবন্ধু হরি!

(মাণিকচাঁদের প্রণাম ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান)।

মাণিক। কোথা শ্যাম, কোথায় পালালে ?
ধরা দিয়ে ধরা নাহি দিলে,
এত কি হে পদে অপরাধী ?
তুমি, তুমি অতি নিরদয়!

শ্রীকৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। কি ভয় তোমার, এই লও সব,
এখন কি আর আছে রে ভয় ?

গীত

ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

এখন কি ভয় আছে যাদুমণি।
আমি দিলাম অভয়, হইয়ে সদয়, প্রাণ ভক্ত রে ;—
আর চিন্তা কি তোর, আমি চিন্তামণি ॥
আনন্দনিকুঞ্জ সুখ-বৃন্দাবন, (এবার) নিত্যধাম হবে তোর প্রাণধন ;
নিত্য প্রেম-সুধা করিবি সেবন, যখন চাবি রে ; —
পুত্র ব'লে কোলে লবে আমার প্রেম-গরবিণী ॥
ঐহিক সুখের বুঝিলি ত সব, ভেবে ভেবে হ'ল তোর দেহ শব,
কেঁদে ডেকেছিলি বলিয়ে কেশব, অতি কাতরে ;—
তাই ত দিলাম তোরে শ্রীপদ-তরণী ।।

মাণিক। বিষয়-কারণ মায়া ছিল ব'লে,
তাই কি হে ছলিলে দাসেরে ?

আর কি হে চাই ও ছার বসন,
যবে নাথ পেয়েছি তোমারে।
ফেলে দাও হরি, ও ছার ও ছার,
দেহ মোরে অন্তিম-সম্বল ;
কর বংশীধারি ! শ্রীপদের দাস,
দাও দাও চরণ-কমল।

শ্রীকৃষ্ণ। এস রে মাণিকচাঁদ জীবন-রতন,
আয় যাদু তোরে ল'য়ে যাই বৃন্দাবন।
পরীক্ষা কারণ তোরে ক'রেছি ছলনা,
তায় যাদু যেন কিছু মনেতে ক'র না।
যে ব্রাহ্মণে দেখেছিলে অঙ্গরাজ্য-পুরে,
সেই আমি, ওরে ভক্ত ! কহিনু তোমারে।
যার লাগি তুমি ভক্ত এত ক্লেশ পেলে,
চল বৃন্দাবন সব কহিব বিরলে।
আয় রে মাণিকচাঁদ জীবন-রতন,
ঐ হের নিত্যধাম সুখ-বৃন্দাবন। (মাণিকচাঁদকে স্পর্শ)।

মাণিক। শ্যামচাঁদ ! ঐ বুঝি বৃন্দাবন-ধাম !
ঐ যে ঐ যে হয় দরশন,
মধুময় মধুময় যুগল-মিলন !
জয় রাধে জয় রাধে গায় শুক সারী,
ময়ূর ময়ূরী নাচে হেরে শ্যাম-মেঘে।
পূত প্রেম-নির্ঝরিণী মধুর ঝরিছে !

চির-বাসন্তিক বায়ু সুমন্দ বহিছে !
গাহিছে কোকিলকুল ললিত পঞ্চমে,
জীবন-সঙ্গিনী সহ ব্রজনাথ-গীতি।
সুন্দর কুসুমরাজি রূপের সোহাগ
ছড়ায় উদ্যানে, ধায় দেমাক সৌরভ
তার নিভৃত নিকুঞ্জে, যথা কুঞ্জরাণী
বসিতেন হাস্যমুখে লাগি কালাচাঁদ।
ফিরিছে নিলাজে তারা শান্তি-কুঞ্জধামে।
বিরাজে অসাম্য সাম্য একাধারে !
চারিভিতে সুখ গান আনন্দের রোল।
গাও প্রাণ, গাও অই গান,
তন্ময় হইয়ে চিন্ময়ে মিশাও প্রাণ।
জয় জয় রাধে, জয় ব্রজশ্যাম !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীপুলিন।

বৃষকেতুর মুণ্ডহস্তে উন্মত্তা পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। (স্বগত) বাপ রে, বাপ বিষু আমার ! কথা ক'চ্চ না কেন বাবা ? তোমাকে কি কোন কঠিন কথা ব'লেছি যে, সেই

অভিমানে আমার সঙ্গে কথা ক'চ্চ না? চাঁদ আমার! তাই কি হতভাগিনীকে মা মা ব'লে ডাকৃচ না? চাঁদ আমার! অনেক ক্ষণ হ'ল যে, তোমার চাঁদমুখের মা মা কথা শুনি নাই, যাদু! একবার কথা কও? এখনও কি তোমার ক্ষিদের সময় হয় নাই? হ'য়েছে বৈকি, বেলা যে অনেক হ'য়েছে, সকলের ছেলেই যে খাচ্চে দাচ্চে যাদু, কেবল তুমি কেন খাবার চাচ্চ না? ঘুমিয়েছ কি? বিষু আমার ঘুমালে কি? ঘুমাও, ঘুমাও! চুপ্, চুপ্, চুপ্, গোল ক'র না; তাহ'লে আমার বাছার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যাবে। এখনই কাঁদ্‌বে। আমার আবার ঘুম পাড়াতে কষ্ট হবে।

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যাও,
বাছার কপালে মোর চুম খেয়ে যাও।

ওমা, একি গো, এত ঘুম কেন! ছেলে আমার শ্বাস ফেল্‌ছে না যে! বিষু ও বিষু, বাবা আমার। ঐ যে বাবা আমার ওখানে? আয়! আয় বিষু আমার কোলে আয়! আস্‌বি না? এস, এস (গমন) ও কে, কে আস্‌ছে না? ওগো ঐ যে সেই কুটিল ব্রাহ্মণ প্রাণেশ্বরকে কুহকে বশীভূত ক'রে, সোণার চাঁদকে আমার বুক্ থেকে কেড়ে নিতে আস্‌ছে! কে, কে রে? কে আমার বুকের ধনকে নিবি? আজ ব্যাঘ্রীর কোলে ব্যাঘ্রীর শাবক। পালাই—(গমন)। একি, কিসের শব্দ, কুল, কুল, কুল! কে যেন কথা ক'চ্চে! এ যে অতি মিষ্ট কথা! কামিনীর কণ্ঠস্বর! কে মা তুমি! স্রোতস্বিনী?

কেন মা তোমার এত করুণধ্বনি? কেন কাতরমাখা কুল কুল স্বরে কাঁদ্‌ছ? অভাগিনীর মর্ম্মপীড়ায় কি হৃদয় বিদ্ধ হ'য়েছে? ওমা, বড় জ্বালায় জ্ব'ল্‌ছি মা! তাই তোর অভয় কূলে অভয় পেতে এসেছি। তোর গর্ভে লুক্কায়িত হবো। মাগো, এই ক'রিস্, যদি আজ তোকে কোন নিষ্ঠুর, পুত্রঘাতক রাজা বা কোন মাংসাশী ব্রাহ্মণ এসে জিজ্ঞাসা করে যে, 'ওমা কলনাদিনি! দেখেছ কি মা, কোন পুত্রধনের ভিখারিণী রমণীকে তার মৃতপুত্রের মস্তক বক্ষে ক'রে ল'য়ে যেতে দেখেছ কি মা? তখন যেন তুমি ব'ল না যে, এই পথে র'য়েছে। মাগো তাহ'লেই আমার বুকের মাণিককে তারা বুক হ'তে ল'য়ে পালিয়ে যাবে। আমি এই তোমার তটের বনমধ্যে লুকায়িত হ'লেম। (লুক্কায়িত হওন)।

বিপন্নভাবে কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। (স্বগত) ওমা পূততোয়ে নির্ঝরিণি! অত অনন্তস্রোতে অনন্তভাবে অনন্তদিকে কোথায় যাচ্চ মা? তোমার অনন্ত-স্রোতের গতি কত দূর মা? সীমা নাই। মা তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব। দীন হীন, অধম, গ্রহবৈগুণ্যে বিপন্ন কর্ণের আজ একটী জিজ্ঞাস্য আছে। মাগো, একটী পুত্রধনের কাঙ্গালিনী রমণী একটী মৃতশিশুর মস্তক বুকে ক'রে মুখে 'হা বৃষকেতো' 'হা বৃষকেতো' ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ছুটে এদিকে এসেছে, দেখেছ কি? আমিই সেই হতভাগিনীর হতভাগ্য

স্বামী। আমিই সেই স্নেহপ্রবণা গুণবতী পদ্মাবতীর নিষ্ঠুর পতি। মাগো, বিধাতার চক্রে এক ব্রাহ্মণের কৌশলে প'ড়ে আমি সত্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য দয়া, স্নেহ, মায়া সব বিসর্জ্জন দিয়েছি! মা, এখনও তাহ'তে অব্যাহতি পাই নাই। প্রিয়া আমার জন্য যা ক'রেছে তা সামান্যা মানবী হ'য়ে কেউ কখন ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু আমি পিশাচ, প্রেত, আমার হৃদয়ে মানব-শোণিত নাই; প্রেত, প্রেত আমি, ঘৃণিত প্রেত! এ পৈশাচিক কার্য্যে তাই আমি সেই দেবীরূপিণী স্বর্ণ-প্রতিমাকে হারিয়েছি। উঃ, এ প্রেতের তবে কোথায় স্থিতি হবে মা?

পদ্মা। (স্বগত) বাবা আমার, আর ডাকিনীকে কি মা ব'লে ডাক্‌বে না? কাঁদ্‌ছ কেন? তুমি যে আমার কাছে আছ; আমি যে তোমায় কোলে ক'রে র'য়েছি। তবে আবার কাঁদ্‌ছ কেন? যাক্‌, যাক্‌, চুপ কর, চুপ কর। কোন রাক্ষস-রাক্ষসী কেউ ত বাবা এখানে নাই।

কর্ণ। (স্বগত) আমি আজ রাক্ষস হ'য়ে এসেছি। স্বহস্তে পুত্রের মস্তক ছেদন ক'রেছি। সেই পুত্রের মুণ্ড অন্নে রন্ধন ক'রে ব্রাহ্মণভোজন করাব ব'লে, ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হ'য়ে এসেছি। কিন্তু আগেই পদ্মা কোথায় সেই মুণ্ড ল'লে পলায়ন ক'রেছে, তার কোন অনুসন্ধান ক'র্‌তে পার্‌ছি না। এদিকে ব্রহ্মকোপানল—নিস্তার নাই মা! পুত্র দিয়েও অব্যাহতি নাই মা! পদ্মা, পদ্মা, আজ কোথায় তুমি? দেখে

যাও, আজ ব্রহ্মকোপানলে তোমার স্বামীর প্রাণ নষ্ট হ'চ্চে! পদ্মা, মনে বড় দুঃখ রৈল যে, পুত্রধনে বিসর্জ্জন দিয়েও সত্য-ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেম না।

পদ্মা। (স্বগত) প্রাণেশ্বর কোথায় গেলেন। ওমা, আমার বিষু কেন এমন হ'ল! কথা ক'চ্চে না কেন? কি হ'ল গা—মহারাজ!—

কর্ণ। এ কি, এ যে পদ্মার আর্ত্তনাদ! প্রিয়ে কোথায় তুমি? এ নদীপুলিনে কোথায় তুমি? পদ্মা, পদ্মা, হৃদয়েশ্বরি! আজ হতভাগ্য কর্ণ ব্রহ্মক্রোধানলে দগ্ধ হ'য়ে সংসার ত্যাগ ক'রে, তোমার অনুসন্ধানে গৃহ হ'তে বহির্গত হ'য়েছে। পদ্মা, পদ্মা!

পদ্মা। এ কি, ঐ মহারাজ নয়? মহারাজ! এস, এস, দেখ দেখ, আমার বিষু কেন এমন হ'ল; বাছা কেন আমার সঙ্গে কথা ক'চ্চে না?

কর্ণ। হা পাগলিনী! (ছিন্নমুণ্ড দর্শনপূর্ব্বক উন্মত্ত হইয়া) পদ্মা, আমি কি এই বৃষকেতুকে স্বহস্তে ছেদন ক'রেছি? আমি আমার সোণার কমলকে কি পায়ে ক'রে দলন ক'রেছি? আমি, আমি, আমি কে পদ্মা? আমি কে? তুই কে? আমি কে? হাঃ হাঃ (হাস্য)।

পদ্মা। অ্যাঁ, কে গো? তবে আমি কে? আমি, আমি কে? হিঃ হিঃ! (হাস্য)।

কর্ণ। আমি পিশাচ, আমি পিতা হ'য়ে স্বহস্তে বাছার শির-শ্ছেদন ক'রেছি! আমি পিশাচ! হাঃ হাঃ! (হাস্য)।

পদ্মা। আমি আবার তোমার চেয়ে। আমি মা হ'য়ে, দশ মাস দশ দিন বাছাকে পেটে ধ'রে, বাছার মুণ্ড কেটেছি। আমার চেয়ে পিশাচী কে আছে? আমি ঘোর পিশাচী! হিঃ হিঃ! (হাস্য)।

কর্ণ। না, না, বাছা আমার মুখপানে চেয়ে রৈল! কত "বাবা, বাবা" ব'লে ডাকৃতে লাগল। আমি কোন কথা কানে নিলেম না। আমি রাক্ষস! ভয়ঙ্কর রাক্ষস! স্বপুত্রঘাতী রাক্ষস! হাঃ হাঃ! (হাস্য)।

পদ্মা। কি ব'ল্‌ছ? আমাকে বাছা কত মা মা ব'ল্লে, "মা চ'ল্লেম গো" ব'লে বিদায় নিলে। আমি রাক্ষসী, রাক্ষসী; ভয়ঙ্করী রাক্ষসী! হিঃ হিঃ (হাস্য)।

কর্ণ। ঐ, ঐ, নরক মুখ বিস্তার ক'র্‌ছে! পুড়ে যাচ্চি! জ্ব'লে যাচ্চি! যাই, যাই! কে তুই, কে তুই, কে তুই! (ভীষণদৃষ্টিতে পদ্মার প্রতি দৃষ্টি)।

পদ্মা। জ্ব'লে যাচ্চি, মর্ম্মের আগুন ধিকি ধিকি জ্ব'ল্‌ছে! আমি গুম্‌রে গুম্‌রে পুড়্‌ছি। গেলেম, গেলেম, কে তুমি, কে তুমি, কে তুমি। (ভীষণদৃষ্টিতে কর্ণের প্রতি দৃষ্টি)।

ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! মহারাজ! কি হ'চ্চে? পতি পত্নিতে এ কি? ওরে ধূর্ত্ত! আমায় সেখানে বসিয়ে রেখে এসে, এখানে এ কি ক'র্‌ছিস্? এই কি সত্যরক্ষা! মহারাজ! প্রতিজ্ঞা-রক্ষার কি এই অধ্যবসায়! মহারাজ!

কর্ণ। কে তুমি? অমায় নরকে ল'য়ে যাবে? পথ দেখাতে এসেছ? চল, চল, বিষুর শোকজ্বালা দূর ক'রব চল। আমি পুত্রহত্যা ক'রেছি;—স্বহস্তে ক'রেছি! পিশাচের নরক ভিন্ন আর দ্বিতীয় স্থান নাই। চল, চল, আমায় ল'য়ে যাবে চল।

পদ্মা। কে তুমি? নরক কত দূর? নাথ! আমায় সঙ্গে লও দুজনে যাবো। ছিঃ, ছিঃ, পথ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবো।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! এ কি উন্মত্ততা? শোন মহারাজ! ও ভাবে আমার হৃদয় আর্দ্র হবে না। মহারাজ, এবার ঐ যে মস্তক প্রাপ্ত হ'য়েছেন, শীঘ্র সুমিষ্ট অন্ন রন্ধন ক'রে দিন্ মহারাজ! রসনা বড়ই লালসিত। মহারাজ! এখনও অপেক্ষা? মহারাজ! (কোপদৃষ্টি)।

কর্ণ। এ কি, আবার সেই! আবার সেই কুটিল ব্রাহ্মণ! আবার সেই বজ্রনির্ঘোষসদৃশ নিষ্ঠুর আজ্ঞা! ওকি! ক্রোধে যে ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল প্রলয়কালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের মত আরক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লো! কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর! নয়ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধক্ ধক্ ক'রে জ্ব'ল্‌ছে। এ কি আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদ্গম! ধ্বংস হ'লাম, পদ্মা গেলাম, গেলাম, ভস্ম হ'লাম। ঠাকুর, চলুন, চলুন। চল পদ্মা, ব্রাহ্মণকে পুত্রের মস্তক অন্নে রন্ধন ক'রে দিয়ে, জীবন ত্যাগ ক'রে, জীবনের জ্বালা নির্ব্বাণ করিগে, চল।

[বেগে প্রস্থান।

পদ্মা চল নাথ, দাসীকেও সঙ্গে ল'য়ো।

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ। হাঁ, চল, আর কেন অপেক্ষা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী।

ব্রাহ্মণ, পত্রহস্তে পদ্মা ও মাংসপাত্রহস্তে কর্ণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। এই ত মহারাজ, সবই হ'ল। মিথ্যা এর জন্য এত ক'র্‌ছিলেন। ভাল, এইবার চারি খানি পত্র পাতুন। এক-খানি আমার, একখানি আপনার, একখানি মহারাজ্ঞীর, আর আর একখানি একটী শিশুর। আজ এই চারিজনে একত্রে ব'সে মাংস ভোজন ক'র্‌ব। মাংস উত্তম রন্ধন করা হ'য়েছে, কি, দাঁড়িয়ে রৈলেন যে? কি মহারাজ! নিস্পন্দ কেন?

কর্ণ। প্রভো। এ কি আদেশ ক'র্‌ছেন? আমি ত আপনার নিকট এরূপ পৈশাচিক প্রতিজ্ঞা করি নাই! আমি যা প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম, তা ত সত্য-ধর্ম্মের অনুরোধে সম্পূর্ণ ক'রেছি। তবে আর কেন প্রভো, এরূপ কঠিন আদেশ ক'র্‌ছেন!

পদ্মা। নাথ, এ আবার কি? আর নরক কতদূর?

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আপনি সুবিবেচক ও জ্ঞানী হ'য়ে কিরূপে এরূপ কথা ব'ল্‌ছেন? আমি আহারে ব'স্‌ব, আর আপনারা অনাহারে থাক্‌বেন; তা কি কখন হ'য়ে থাকে? মহারাজ, এতে যদি অমত প্রকাশ করেন, তাহ'লে আমাকে মাংসে বঞ্চিত হ'য়ে প্রতিগমন ক'র্‌তে হয়। আপনি যে ব্রাহ্মণের সন্তোষের জন্য এতাদৃশ লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত ক'র্‌লেন, সে সমুদায়ই আপনার নিজ কর্ম্মদোষে ভ্রষ্ট হ'তে চ'ল্‌ল। মহারাজ, আর আমার অধিক কিছু ব'ল্‌বার নাই। হয় আহার ক'র্‌বেন বলুন, নয় আমি ফিরে যাই। (গমনোদ্যত)

কর্ণ। (স্বগত) হা বিধাতঃ! আজ আবার তোমার এ কোন্‌ পরীক্ষা! এত ক'রেও কি তোমার পরীক্ষা শেষ হয় নাই! হায় রে, আজ অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর ব্রাহ্মণচক্রে কিরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত, ত্রিজগদ্বাসী তা দর্শন করুক। সব ত হ'ল, আর এই-টুকু বাকী থাকে কেন? (প্রকাশ্যে) ঠাকুর! যাবেন না, আর তাতেই বা আপত্তি কি? যদি আপনার সরল-হৃদয়ে এরূপ কুটিল বীজের সঞ্চার হ'ল, যদি বিধাতার ইচ্ছাই তাই হয়, তাহ'লে আর অপেক্ষা ক'রে কি হবে? পদ্মা, এস, আজ পিশাচ পিশাচী দুইজনে পত্র পেতে পুত্রমাংস ভক্ষণ ক'রে, ব্রাহ্মণের মনোবাসনা পূর্ণ করি এস। (আহার জন্য চারি-খানি পত্র স্থাপন)।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ ধন্য,—আবার বলি ধন্য। মহারাজ, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য নভোমণ্ডলে বিরাজিত থাক্‌বে, ততদিন আপনার

এই অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, ধ্রুবতারার ন্যায় ভারতাকাশে দেদীপ্যমান থাকবে। আপনার এই "দাতা কর্ণ" নাম জলন্ত অক্ষরে ভারতের গৃহে গৃহে খোদিত থাকবে। মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি শ্রীকৃষ্ণ। আপনার দাতৃত্ব পরীক্ষা ও দেবগণের সন্দেহ মোচনের জন্য, আমি ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রেছিলাম। মহারাজ, আমি আপনাকে নিদারুণ মনস্তাপ দিয়েছি। আর আপনি সত্যরক্ষার অনুরোধে যে কি পর্য্যন্ত অসাধারণ কার্য্য ক'রেছেন, তাহা আমি একমুখে বর্ণনা ক'রতে পারছি না। আপনার এই কার্য্য দেব, দানব মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি কারো সাধ্যায়ত্ত নয়। মা মহারাজ্ঞি, আপনিও পতিভক্তির আদর্শস্বরূপিণী! মা, ঐ আপনাদের প্রাণাধিক পুত্র বৃষকেতুকে গ্রহণ করুন।

বেগে বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। মা, মা, আমি শ্যাম দাদাদের বাড়ী দেখতে গেছলাম। আমায় কোলে কর্ মা। (পদ্মার ক্রোড়ে উত্থান)।

পদ্মা ও কর্ণ। বাবা আমার, আয় রে হারা মাণিক! আয় বাবা, আমাদের বুকে আয়।

কর্ণ। প্রভো, একি আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

দেবগণসহ ইন্দ্র ও সূর্য্যের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ধন্য মহারাজ, ধন্য কর্ণ তুমি!

"দাতাকর্ণ" নাম তব রহিল অক্ষয়।

পরাজয় মানিলাম তব সন্নিধানে। (কণ্ঠস্থ মাল্যদান)
করি আশীর্ব্বাদ তোরে, ওরে বৎস,
ধর্ম্মে রত এইরূপ থাক চিরদিন।
সূর্য্যদেব! ধন্য পুত্র তব!
অদ্বিতীয় এ মহীমণ্ডলে।
মানব দেবত্বপূর্ণ হেরিনু নয়নে।

সূর্য্য। ধন্য পুত্র তুমি কর্ণ!
তোমা হ'তে মোর নাম রহিল সংসারে।
এ অক্ষয় কীর্ত্তি তব রটিবে জগতে।
এস পুত্র, দাও আলিঙ্গন। (আলিঙ্গন)।

কর্ণ। প্রণিপাত দেবতাচরণে। (প্রণাম)।
ধন্য আমি, বহু পুণ্যফলে
ফলিল এ ফল মম ভাগ্য-বৃক্ষে।
হৃষীকেশ! তব চরণ-প্রসাদে এই নিরানন্দ-পুরে
আজ অকস্মাৎ বহিল আনন্দস্রোত।
কিন্তু নাথ, কোথা সে অমরকেতু,
ভিখারিণী চন্দ্রার জীবন?
কোথা মম বৃষসেন নয়ন-রঞ্জন?
কোথা মন্ত্রী, সেনাপতি আদি?
কোথা চন্দ্রা, কোথা সে মাণিকচাঁদ?

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! হের সে অমরকেতু,
ঐ আসে ধীরে ধীরে।

বৃষসেন, চন্দ্রা, মন্ত্রী, সেনাপতি আদি,
আর সে মাণিকচাদ, আছে মোর সুখ-বৃন্দাবন।

(অন্তর্দ্ধান)।

অমরকেতুর প্রবেশ।

অমরকেতু। রাণি মা, রাণি মা, আমার মা কোথায় ?

পদ্মা। এস, বাপ আমার। মহারাজ! এই ত দুই ধন পেলেম, তারপর, আর আমার তারা—

ইন্দ্র। মহারাজ! আজ আর আপনার সৌভাগ্যের সীমা নাই। চলুন, এই আনন্দের দিনে সেই আনন্দময় বৃন্দাবনে যাত্রা করি। সেইখানে আপনারও আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ হবে।

কর্ণ। চলুন, আপনাদের আজ্ঞা কর্ণের ত অনুলঙ্ঘনীয়।

সকলে। বল, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি।

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

বৃন্দাবন-ধাম।

রাখাল ও গোপীগণে বেষ্টিত দোলমঞ্চ।

মঞ্চমধ্যে রাধাকৃষ্ণ আসীন।

এক পার্শ্বে যুক্তকরে মাণিকচাঁদ, বৃষসেন, মন্ত্রী, সেনাপতি আসীন।

অপর পার্শ্বে চন্দ্রা আসীনা।

গীত

থাম্বাজ—যৎ।

গোপী। বনমালি হে খেল হোলি নাগরালি যাবে জানা।
দান পেতে শ্যাম ব'সে আছি, এসে তুমি দান ফেল না।

রাখাল। খেল সথে বুঝেশুঝে, শেষে যেন মান সেধ না।
এ ফাগের খেলা শ্যাম, পীরিতি এরি নাম,

গোপী। পিচকারি নয়ন-বাণ, এই হানি দেখ না।

রাখাল। ছাড়াও শ্যাম কুন্‌কুম্‌ রাশি,

এরি নাম মিলনের হাসি,

গোপী। বিরহিণী গোপী দাসী, তোমা বই আর জানে না।

ইন্দ্র, সূর্য্য, কর্ণ, পদ্মা, বৃষকেতু ও অমরকেতুর প্রবেশ।

অমরকেতু। মা, মা, আমি এসেছি মা।

চন্দ্রা। এ কি! এস, বাবা আমার এস। এই যে আবার মহারাজ্ঞী! দিদি, দিদি এই যে আমার বৃষকেতু! এ কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

বৃষসেন, মন্ত্রী, সেনাপতি। এ কি, এ কি, স্বপ্ন না প্রকৃত!

কর্ণ। না, না, স্বপ্ন নয় প্রকৃত। আজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষার জন্য এইরূপ ছলনা ক'রেছিলেন, তাঁরই কৃপায় পুনর্ব্বার আমি সমুদায় সুখই প্রাপ্ত হ'য়েছি। ভাই মাণিকচাঁদ, মন্ত্রিন্‌, সেনাপতে, বাবা বৃষসেন, চন্দ্রা, তোমরা সকলে আমায় ক্ষমা কর। এই তোমাদের বৃষকেতুকে তোমরা গ্রহণ কর।

মন্ত্রী, সেনাপতি, বৃষসেন, মাণিকচাঁদ, চন্দ্রা } মহারাজ, আমাদেরও অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

বৃষসেন। এস, দাদা আমার এস। তোমায় কোলে ক'রে সুখসাগরে একবার ডুব দিই এস।

মাণিক। বৃন্দাবনে এসে ধাঁধা সব মিটে গেছে। গোলকধাঁধায় থাক্‌লে এমন সুখ্ কি পাওয়া যেত? কি আনন্দ, কি আনন্দ, হরিবোল, হরিবোল! হরিবোল!

সূর্য্য। বৎসগণ! এইবার নির্ব্বাণ-লাভের উপায় কর। ঐ শোন যুগলমূর্ত্তি বিষয়ক বিমল সঙ্গীত! বৎসগণ! এইখানে উপবেশন ক'রে প্রাণভরে ঐ সঙ্গীত-সুধা পান কর! জয় রাধে, জয় শ্রীরাধে! জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ!

পর্য্যায়ক্রমে রাখালগণ ও গোপীগণের

গীত

শ্যাম সুন্দর নবীনা রাই রূপসী।
যেন সুনীল সলিলে, কনক কমলে, বিলায় সুধার হাসি॥
সুচারু সজলজলদ-ভাতি, কিবা চলিত চিকুর রে।
মরি কিম্বা যথা, তমালে মিলিতা, আলোক-লতিকা-সহ রে॥
আমরি কি পীত, নীলবসন, চর্চ্চিত চুয়া চন্দন।
দর্শনে কি করে, শ্রবণেতে করে, ভুবন-মন-হরণ॥
কিবা মনোজ্ঞপদাম্বুজ, নখরে ইন্দু ঝরে।
মানস-অলি, হেরে যায় ভুলি, ভুঞ্জে সুখ গুঞ্জরে॥
মরি গুঞ্জা ধড়া, কটিতে বেড়া, কিরণ-কিঙ্কিণ মাঝে।
রাই-চন্দ্রহারে, কোটী চন্দ্র হারে, মনবিনোদিনী সাজে॥
বনয়ারি গলে, বনের মালা, রাইগলে মুকুতা দোলে।
কর্ণেতে দোদুল, সুবর্ণ কুণ্ডল, যেন রে তড়িত খেলে।

নয়নে নয়ন, মকরকেতন, বিতরে মোহন ফাঁদ,
কত বিনোদিনী, হেরে গুণমণি, ত্যজিল সতীত্বছাঁদ॥
স্মরণে যার মুকতি মণি, দরশনে কি হয় তার।
ওহে দীনের বন্ধু, দানে দয়াবিন্দু, ভবসিন্ধু কর পার॥